গ্লোবাল ডায়ালগ

১৩.১

একাধিক ভাষায় বছরে ৩ টি সংখ্যা

আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান
ব্রিজিত অলেনবাকার এবং ক্লাউস ডোরে'র
একটি সাক্ষাৎকার
ব্রেনো ব্রিনিউ,
ক্যারোলিনা ভেস্টেনা
ভিটোরিয়া গোঞ্জালেজ

বিশতম আইএসএ
বিশ্ব সম্মেলন অভিমুখে
সারি হানাফি
আনাহি ভিলাদ্রিচ
জিওফ্রে প্লেয়েরস
রোজানা পিনহেইরো-মাকাডো
তাতিয়ানা ভার্গাস-মাইয়া

প্লুরিভার্স ও
বাস্তুসামাজিক
রূপান্তর
মারিস্টেলা ভাম্পা
আলবার্তো অ্যাকোস্টা
এনরিক ভিয়েল
ব্রেনো ব্রিনিউ
মিরিয়াম ল্যাং
রাফায়েল হোটমার
কারমেন আলিয়াগা
লিলিয়ানা বুইট্রাগো
বন্দনা শিবা
মনিকা চুজি
গ্রিমালডো রেনজিফো
এদুয়ারডো গুডিনাস
লেসলে লেগ্রাঞ্জ
ক্রিস্টেল টেরেব্লাঞ্চ
কর্মাক কুলিনান

তাত্ত্বিক
দৃষ্টিভঙ্গি
জোসে মরিসিও ডমিঙ্গেস

উন্মুক্ত বিভাগ

> উন্মুক্ত বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জসমূহ
> বহুবিধ সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি দক্ষিণী ধারণা
> ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান
এবং সমসাময়িক সভ্যতার সংকট
> খণ্ডিত ব্রাজিল
> ইরান : এটি কোনো প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বিপ্লব

ম্যাগাজিন

ভলিউম ১৩/ সংখ্যা ১/ এপ্রিল ২০২৩
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

জিডি

International Sociological Association

> সম্পাদকীয়

আমাদের নতুন সম্পাদকীয় দলের সম্পাদনায় ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের গ্লোবাল ডায়ালগ-এর এই প্রথম সংখ্যায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, ২০২২-এর শেষে গ্লোবাল ডায়ালগ-এর নতুন সম্পাদক হিসেবে আমার নিয়োগের বিষয়ে আইএসএ এর ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইলোসিয়া মার্টিন এঁর কাছ থেকে জেনে আমি রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ব্রিজিত অলেনবাকার এবং ক্লাউস ডোরে'র নেতৃত্বে আমাদের পূর্ববর্তী সম্পাদকীয় দল আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের পথকে মসৃণ করেছিলেন। আমি তাঁদের দুজনকে এবং একই সঙ্গে তাঁদের সহকারী সম্পাদক রাফেল ডিন্ডল, জোহানা গ্রুবনার, ওয়ালিদ ইব্রাহিম এবং ক্রিস্টিন শিকার্টকে বিগত বছরগুলোতে তাঁদের দুর্দান্ত কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই। উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাইকেল বুরাওয়ের সঙ্গে অধ্যাপক অলেনবাকার এবং অধ্যাপক দোরে উপদেষ্টা সম্পাদক হিসাবে আমাদের কাজে জড়িত থাকবেন। এটি নিঃসন্দেহে গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকল্পের চলমান ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত অত্যাবশ্যক ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তনগুলো মেলাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আমাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক লোলা বুসুটিল গ্লোবাল ডায়ালগ-এর শুরু থেকেই কাজ করছেন। অগাস্ট বাগা, তোফা ইভান্স এবং বিশ্বব্যাপি নিবেদিত আঞ্চলিক সম্পাদক দলের পাশাপাশি, তাঁর সহযোগিতা অপরিহার্য। তিনি সম্পাদকীয় দলের এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ ও সর্বোত্তম নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

২০১০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশনার পর থেকে গ্লোবাল ডায়ালগ-এর কলেবর অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি শুরু হয়েছিল তুলনামূলকভাবে সীমিত পরিসরে শৈল্পিক বিন্যাসে একটি নিউজলেটার হিসাবে। মাত্র দশ বছরের মধ্যে এটি এক ডজনেরও বেশি ভাষায় প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিনে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি বিশ্বব্যাপি অসংখ্য লেখকদের লেখা ও অবদানের কারণে এটি বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলাফল, সমকালীন বিশ্ব এবং অন্যান্য বাস্তবতা সম্পর্কে জানাতে সক্ষম হয়েছে।

গ্লোবাল ডায়ালগ-এর এই উল্লেখযোগ্য অবদানকে সুসংহত এবং প্রসারিত করা প্রয়োজন। আগামী বছরগুলোতে গ্লোবাল ডায়ালগ-এর অধিকতর বিকাশে আমরা তি-নটি প্রধান চ্যালেঞ্জকে চিহ্নিত করেছি: আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (আইএসএ) পরিসরে ও পরিসরের বাইরে জন-সমাজবিজ্ঞান (Public Sociology) এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান (Global Sociology) তৈরি করা আর গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদকীয় বিভাগগুলোকে পুনর্গঠন ও স্থিতিশীলতা প্রদান করা এবং যোগাযোগ ও প্রচারের কৌশলগুলোকে পুনরায় সুনির্দিষ্ট করা।

এই প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আমার অনেক পরিকল্পনা আছে কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন করার আগে, আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনতে চাই। এই লক্ষ্যে, এখন থেকে এবং আগামী জুনের মেলবোর্নে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজি-এর মধ্যে আমার সহকারী সম্পাদক ক্যারোলিনা ভেস্টেনা এবং ভিটোরিয়া গঞ্জালেজের সাহায্যে আন্তজাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির মধ্যে একটি বিস্তৃত সংলাপ চালু করবো। ক্যারোলিনা থাকেন জার্মানির কাসেলে এবং ভিটোরিয়া থাকেন ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে। সম্পাদনার কাজে অভিজ্ঞতার পাশাপাশি উভয়ই আলোকিত ও তরুণ আন্তর্জাতিক সাম-াজিক বিজ্ঞানী এবং উভয়ই জন-সমাজবিজ্ঞানের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এই সংখ্যাটি শুরু হয়েছে প্রাক্তন সম্পাদক ব্রিজিত অলেনবাকার এবং ক্লাউস ডোরে'র সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, যেখানে তাঁরা কথা বলেছেন প্রধানত, তাঁরা কিভাবে পাবলিক সমাজবিজ্ঞানকে তাঁদের গবেষণার এজেন্ডায় বিষয় করে থাকেন। এছাড়া, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদক হিসাবে তাঁদের চ্যালেঞ্জগুলো এবং বিশ্বব্যাপি সমাজবিজ্ঞানকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে।

প্রথম সিম্পোজিয়ামটি অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আইএসএর কংগ্রেসেকে বিবেচনায় রেখে বিভিন্ন বিষয়কে একত্রিত করেছে। সারি হানাফি তাঁর প্রবন্ধে কংগ্রেসের কিছু কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু, মিটিং, সভা, ও সম্মেলনের একটি সারাংশ তুলে ধরেছেন এবং অনায়ি ভিলাদ্রিচ গণযোগাযোগের অনলাইন এবং মুখোমুখি ফরম্যাটের মধ্যে পরিবর্তনের বর্তমান মুহূর্তকে প্রতিফলিত করেছেন। অন্যদিকে জিওফ্রে প্লেয়ার্স বিশ্বব্যাপি সমাজবিজ্ঞানের প্রধান কিছু চ্যালেঞ্জ এবং সেগুলো মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান সমিতির (আইএসএ) ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন। রোজানা পিয়েরো-মাচিরো এবং তাতিঅনা ভার্গাস-মায়া কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় থিমগুলোর মধ্যে, সমসাময়িক কর্তৃত্ববাদ, বিশেষভাবে চরম ডান উগ্রপন্থা অধ্যয়ন করার জন্য কেন একটি নতুন প্রত্যয় বা তত্ত্ব কাঠামোর আমাদের প্রয়োজন তা অনুসন্ধান করেছেন।

দ্বিতীয় সিম্পোজিয়ামটি মূলত আশিস কোথারি, এরিয়েল সালেহ, আর্তুরো এসকোবার, ফেদেরিকো ডেমারিয়া এবং আলবার্তো অ্যাকোস্টা দ্বারা সংগঠিত একটি সম্মিলিত বৈশ্বিক প্রচেষ্টাকে দৃশ্যমানতা দেয়ার প্রয়াস। উত্তর-উন্নয়ন অভিধানে এই প্রচেষ্টার নাম দেয়া হয়েছে প্লুরিভার্স। যতগুলো আকর্ষণীয় লেখা জমা পড়েছে তার মধ্য থেকে আমরা কেবল সেইসকল বিখ্যাত কর্মী ও বুদ্ধিজীবীদের সংক্ষিপ্ত লেখাসমূহকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যেগুলো বৈশ্বিক সংলাপের জন্য উপযোগী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উন্নয়নের বিকল্প (বন্দনা শিবা), ভালো জীবনযাপন (মনিকা চুজি, গ্রিমাল্ডো রেঙ্গিফো এবং এডুয়ার্ডো গুদিনাস), উবুন্টু (লেসলি লে গ্রেঞ্জ), পরিবেশ নারীবাদ (ক্রিস্টেল টেরেব্লাঞ্চ) এবং প্রকৃতির অধিকার (কর্মাক কুলিনান)। এছাড়াও, এ বিভাগে বাস্তুসামাজিক পরিবর্তনের ভূ-রাজনী-তি সম্পর্কে আমার এবং বৈশ্বিক দক্ষিণের বাস্তুসামাজিক এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক চুক্তির সদস্যদের (মারিস্টেলা স্বাম্পা, আলবার্তো অ্যাকোস্টা, এনরিক ভিয়াল, মিরিয়াম ল্যাং, রাফেল হোয়েটমার, কারমেন আলিয়াগা,ও লিলিয়ানা বুইট্রাগো) একটি যৌথলেখা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ লেখাটিতে আমরা উত্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের আধিপত্যবাদী পরিবেশগত রূপান্তরের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। কেননা এটি এমন একটি নতুন ধরনের সবুজ নিষ্কাষণের ধারণার জন্ম দিয়েছে যা পরিবেশগত ঋণকে বাড়িয়ে তোলে, সবুজ ঔপনিবেশিকতাকে শক্তিশালী করে এবং বৈশ্বিক দক্ষিণে 'বলিদানের অঞ্চল'কে প্রসারিত করে। এই লেখার অন্যতম দিক হলো এই সকল চলমান বাস্তবতার বিকল্প অনুসন্ধান যা এই সিম্পোজিয়ামের একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য।

তাত্ত্বিক বিভাগে, হোসে মাউরিসিও ডমিঙ্গুয়েস অতিমারী পরবর্তী বিশ্ব আধুনিকতা কোন নতুন পর্বের উত্থানের দিকে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা অনুসন্ধানের প্রয়াস নিয়েছেন। রাষ্ট্রের উন্নয়ন, অর্থনীতি এবং সামাজিক নীতির প্রবণতা সম্পর্কে তাঁর ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমাদেরকে অতিমারী থেকে উদ্ভূত অতি সরল ব্যাখ্যার বাইরে দেখতে সহায়তা করে।

সবশেষে, উন্মুক্ত বিভাগে সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনটি নিবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফার্নান্দা বেইগেলের আলোচনা সামাজিক বিজ্ঞান কিভাবে উন্মুক্ত বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয় করণীয় ও নীতির (তথা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রক্রিয়ার ও ফলাফল সম্পর্কিত গণ-জবাবদিহিতা) সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। অন্যদিকে, মাহমুদ ধৌদি একাধিক সমাজবিজ্ঞানের লক্ষ্যে একটি নতুন 'দক্ষিণী ধারণা' দাবি করেন এবং ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (এএলএএস)-এর সদস্যরা সমসাময়িক সভ্যতাগত সংকট এবং এতদ্ব অঞ্চলে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকার একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। এছাড়াও, এ বিভাগে আরও দুটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে ব্রাজিলিয়ান এবং ইরানের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। প্রথমটিতে, এলিসিও এস্তানকে এবং আগ্নাল্ডো দে সুসা বারবোসা ব্রাজিলের বর্তমান সাম-াজিক মেরুকরণ বোঝার জন্য স্বল্প মেয়াদের বাইরে একটি নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীতার পক্ষে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। লেখকের জীবন রক্ষার জন্য ছদ্মনামে প্রকাশিত আর দ্বিতীয় লেখাটিতে লেখক ইরানের সাম্প্রতিক জন-সংহতিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা যেমন এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পারি না, তেমনি প্রবল কর্তৃত্ববাদের মুখে নীরবও থাকতে পারি না। আগামী দিনেও গ্লোবাল ডায়ালগ বৈশ্বিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গিয়ে কঠোর সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। আসুন আমরা নতুন আন্তর্জাতিকতার পক্ষে দাঁড়াই। ■

ব্রেনো ব্রিনিউ, গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদক

> গ্লোবাল ডায়ালগ একাধিক ভাষায় পাওয়া যাবে এর ওয়েবসাইটে।

> গ্লোবাল ডায়ালগ-এ লেখা জমা দেওয়ার জন্য যোগাযোগ : globaldialogue.isa@gmail.com

> সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক: Breno Bringel

সহকারী সম্পাদক: Vitória Gonzalez, Carolina Vestena

সহযোগী সম্পাদক: Christopher Evans

নির্বাহী সম্পাদক: Lola Busuttil, August Bagà

পরামর্শক: Michael Burawoy, Brigitte Aulenbacher, Klaus Dörre

গনমাধ্যম পরামর্শক: Juan Lejárraga

পরামর্শক সম্পাদক:
Sari Hanafi, Geoffrey Pleyers, Filomin Gutierrez, Eloísa Martín, Sawako Shirahase, Izabela Barlinska, Tova Benski, Chih-Jou Jay Chen, Jan Fritz, Koichi Hasegawa, Hiroshi Ishida, Grace Khunou, Allison Loconto, Susan McDaniel, Elina Oinas, Laura Oso Casas, Bandana Purkayastha, Rhoda Reddock, Mounir Saidani, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Nazanin Shahrokni

আঞ্চলিক সম্পাদনা পর্ষদ:
আরব বিশ্ব: (তিউনেশিয়া) Mounir Saidani, Fatima Radhouani; (লেবানন) Sari Hanafi

আর্জেন্টিনা: Magdalena Lemus, Juan Parcio, Dante Marchissio

বাংলাদেশ: হাবিবউল হক খন্দকার, খায়রুল চৌধুরী, বিজয় কৃষ্ণ বণিক, আবদুর রশীদ, সরকার সোহেল রানা, মো. সহিদুল ইসলাম, হেলাল উদ্দীন, মাসুদুর রহমান, ইয়াসমিন সুলতানা, রুমা পারভীন, শারমিন আক্তার শাপলা, সালেহ আল মামুন, একরামুল কবির রানা, ফারহীন আক্তার ভূঁইয়া, খাদিজা খাতুন, আয়শা সিদ্দিকা হুমায়রা, আরিফুর রহমান, ইসতিয়াক নূর মুহিত, মো. শাহীন আক্তার

ব্রাজিল: Fabrício Maciel, Andreza Galli, Ricardo Visser, José Guirado Neto, Jéssica Mazzini Mendes

ফ্রান্স/স্পেন: Lola Busuttil

ভারত: Rashmi Jain, Rakesh Rana, Manish Yadav, Pragya Sharma

ইরান: Reyhaneh Javadi, Niayesh Dolati, Sayyed Muhamad Mutallebi, Elham Shushtarizade

কাজাখস্তান: Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Almash Tlespayeva, Kuanysh Tel, Almagul Mussina, Aknur Imankul, Madiyar Aldiyarov

পোল্যান্ড: Aleksandra Biernacka, Joanna Bednarek, Anna Turner, Marta Blaszczynska, Urszula Jarecka

রোমানিয়া: Raluca Popescu, Raisa-Gabriela Zamfirescu, Bianca Mihăilă, Diana Moga, Luiza Nistor, Ruxandra Păduraru, Maria Vlăsceanu

রাশিয়া: Elena Zdravomyslova, Daria Kholodova

তাইওয়ান: Wan-Ju Lee, Tao-Yung Lu, Yu-Wen Liao, Po-Shung Hong, Yi-Shuo Huang, Chien-Ying Chien, Zhi Hao Kerk, Mark Yi-wei Lai, Yun-Jou Lin, Yun-Hsuan Chou

তুরস্ক: Gül Çorbacıoğlu, Irmak Evren

*এই সাক্ষাৎকারে **ব্রিজিত অলেনবাকার ও ক্লাউস ডোরে** জন ও বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন, এবং গ্লোবাল ডায়ালগ ও তাদের গবেষণা এজেন্ডায় এই ধারণা দুটি কিভাবে কাজ করে তা দেখিয়েছেন।*

*এই অংশটি **আইএসএ'র বিশতম ওয়াল্ড কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে নিবেদিত,** যা ইভেন্টের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় থিমকে তুলে ধরে যেমনঃ হাইব্রিড ও সশরীরে উপস্থিতি ভিত্তিক সম্মেলনের চ্যালেঞ্জ, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী সংলাপের সংস্কার এবং ডানপন্থীদের প্রসার।*

***প্লুরিভার্স ও বাস্তুসামাজিক রুপান্তরের** বিষয়ভিত্তিক বিভাগটি কিছু মূল ধারণাকে অন্বেষণ করে, যেমন বুয়েন ভিভির, উন্নয়ন, পরিবেশ নারীবাদ, গ্রিন প্যাক্ট, প্রকৃতির অধিকার এবং উবন্তু।*

কভার ছবির জন্য কৃতজ্ঞতা: পিক্সাবে

GD

SAGE **প্রকাশনীর** উদার অনুদানে-
গ্লোবাল ডায়ালগ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে

> এই ইস্যুতে

> সম্পাদকীয় ২

> আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান

জন এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের জন্য চ্যালেঞ্জ
ব্রিজিত অলেনবাকার এবং ক্লাউস ডোরে'র একটি সাক্ষাৎকার
ব্রেনো ব্রিনিউ, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর নবাগত সম্পাদক, ক্যারোলিনা ভেস্টেনা এবং ভিটোরিয়া গোঞ্জালেজ, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর নবাগত সহকারী সম্পাদক। ৫

> বিশতম আইএসএ বিশ্ব সম্মেলন অভিমুখে

মেলবোর্নে এই বিশতম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজিতে স্বাগতম
সারি হানাফি, আমেরিকা। ৮

প্যান্ডেমিক পরবর্তী বিশ্বেসশরীরে সম্মেলন শুরু করা
আনাহি ভিলাদ্রিচ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১১

সার্বজনীন বৈশ্বিক সংলাপে, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের নতুন আলাপন।
জিওফ্রে প্লেয়েরস, বেলজিয়াম। ১৩

বৈশ্বিক দক্ষিণের চরম ডানপন্থি রাজনীতির অধ্যায়নে কেন আমাদের একটি নতুন চিন্তা-কাঠামো দরকার
রোজানা পিনহেইরো-মাকাডো, ব্রাজিল। ১৬

> প্লুরিভার্স ও বাস্তুসামাজিক রূপান্তর

গ্রিন প্যাক্ট এবং বাস্তুসামাজিক রূপান্তরের ভূ-রাজনীতি
মারিস্টেলা ভাম্পা, আর্জেন্টিনা; আলবার্তো অ্যাকোস্টা, ইকুয়েডর; এনরিক ভিয়েল, আর্জেন্টিনা; ব্রেনো ব্রিনিউ, ব্রাজিল, স্পেন; মিরিয়াম ল্যাং, ইকুয়েডর; রাফায়েল হোটমার, পেরু; কারমেন আলিয়াগা, বলিভিয়া; এবং লিলিয়ানা বুইট্রাগো, ভেনেজুয়েলা। ১৯

১% মানুষের উন্নয়ন
বন্দনা শিবা, ভারত। ২৩

'বুয়েন ভিভির': উৎপত্তি এবং নতুন দিগন্ত
মনিকা চুজি, ইকুয়েডর; গ্রিমালডো রেনজিফো, পেরু; এবং এদুয়ারডো গুডিনাস, উরুগুয়ে। ২৫

উবুন্তু :একটি ন্যায় এবং ক্ষমতায়নের ধারণা এবং জীবনযাপন পদ্ধতি
লেসলে লেগ্রাঞ্জ, দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৭

পরিবেশ নারীবাদের বিশদ বিতর্ক
ক্রিস্টেল টেরেব্লাঞ্চ, দক্ষিণ আফ্রিকা। ২৯

প্রকৃতির অধিকার এবং পৃথিবীর আইনশাস্ত্র
কর্মাক কুলিনান, দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩১

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

পোস্ট-প্যান্ডেমিক প্রবণতা এবং আধুনিকতার ধাপসমূহ
জোসে মরিসিও ডমিঙ্গেস, ব্রাজিল ৩৩

> তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

(পুনরায়) সামাজিক বিজ্ঞান উন্মুক্তকরণ : উন্মুক্ত বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জসমূহ
ফার্নান্দা বেইগেল, আর্জেন্টিনা ৩৬

বহুবিধ সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি দক্ষিণী ধারণা
মাহমুদ ধৌদি, তিউনিসিয়া ৩৯

ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান এবং সমসাময়িক সভ্যতার সংকট
ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল এসোসিয়েশন ৪০

খণ্ডিত ব্রাজিল
এলিসিও এস্টানক, পর্তুগাল; অগ্নাল্ডো দি সোজা বার্বোসা, ব্রাজিল। ৪২

ইরান : এটি কোনো প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বিপ্লব
ইরানিয়ান ভয়েসেস ৪৪

"সমাজ মেরুকরণের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা এমন সময়ে পৌছে গেছি যখন যৌক্তিক বিতর্ক সম্ভব নয়।"

সারি হানাফি

> জন এবং বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ

ব্রিজিত অলেনবাকার এবং ক্লাউস ডোরে'র একটি সাক্ষাৎকার

ব্রেনো ব্রিনিউ, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর নবাগত সম্পাদক, **ক্যারোলিনা ভেস্টেনা** এবং **ভিটোরিয়া গোঞ্জালেজ**, গ্লোবাল ডায়ালগ-এর নবাগত সহকারী সম্পাদক।

ব্রিজিত অলেনবাকার। কৃতজ্ঞতা: ব্যক্তিগত মহাফেজখানা

ক্লাউস ডোরে: ব্যক্তিগত মহাফেজখানা

গ্লোবাল ডায়ালগের সম্পাদকবৃন্দ (ডিডিই) : স্থানীয় গবেষণা নেটওয়ার্ক এবং আইএসএ'র সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততার কথা বিবেচনা করে আপনি আপনার গবেষণার আলোচ্যসূচিতে জনসমাজবিজ্ঞানের ধারণা কিভাবে পোষণ করেন?

ব্রিজিত অলেনবাকার (বিএ) : জনসমাজবিজ্ঞান এমন একটি প্রত্যয় যা বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্র থেকে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনাকে উদ্দীপ্ত করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয় অংশীজনের মধ্যে যৌক্তিক আলোচনার প্রসার ঘটায়। জনসমাজবিজ্ঞানের ধারণাটির উদ্ভব হয় মাইকেল বুরাওয়ে'র হাত ধরে। এটি এমন একটি ধারণা যেটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ('বুনিয়াদি' জনসমাজবিজ্ঞান) প্রচার-প্রসারে এবং নাগরিক সমাজের ('সাংগঠনিক' জনসমাজবিজ্ঞান) উদ্ভবের নিমিত্তে সমাজতাত্ত্বিকদের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সম্পৃক্ততা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। একজন সমালোচনামূলক সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে আমি সামাজিক তত্ত্বের সমন্বয়ে একটি দ্বিত্ব সমাজ-পর্যালোচনা নিয়ে কাজ করি। বিশেষ করে, একটি নারীবাদী ও বহুস্তরায়িত দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ, শ্রম, তত্ত্বাবধান ও বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতামূলক-বিশ্লেষণাত্মক পটভূমি থেকে সমসাময়িক পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ–যা ডিজিটালাইজেশন, গার্হস্থ্য কর্ম, প্রবীণের গার্হস্থ্য সেবা, আবাসন সেবা সেবা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্যিকীকরণ এর মতো বিষয়গুলোকেও অন্তর্ভূক্ত করে। আমরা যদি বিশ্বায়নের দ্বিতীয় ধাপকে (১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত) একটা সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে পুঁজিবাদের একটি আমূল পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করি যা অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটসমূহকে ছাপিয়ে গেছে এবং বিপুল পরিমাণ প্রতিবাদের সঞ্চার ঘটিয়েছে।

আমি বলবো পুঁজিবাদী অর্থনীতির কাঠামোগত অসাবধানতার কারণেই এহেন অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আধুনিক ইউরোপকেন্দ্রিক ও স্বার্থান্বিত মানবকেন্দ্রিক ধারণা, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত রজ্জুতে মানুষ ও বস্তুগত পরিবেশকে অবদমিত করার প্রয়াস, প্রতিযোগিতা ও বিকাশের তাড়না থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, পুঁজির বিস্তার ও বাজার অর্থনীতির সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উপেক্ষা করতে করতে পুঁজিবাদী অর্থনীতি পরিবেশগত ও সামাজিক অনিবার্যতা থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই কর্তৃত্ববাদী ধারা লিঙ্গ, বর্ণ এবং শ্রেণি বিভক্তিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদের এই ধ্বংসাত্মক প্রভাব জলবায়ু পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান

>>

দারিদ্র্য ও বৈষম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা যেমন বিশ্বজুড়ে কর্তৃত্ববাদী শাসনের প্রবর্তন–সর্বক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অস্ট্রিয়াতে আমরা কার্ল পোলানির আধুনিক ধ্রুপদী তত্ত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছি এবং আন্তর্জাতিক কার্ল পোলানি সমাজ গঠন করেছি এটা বুঝতে যে পুঁজিবাদের বাজার অর্থনীতির ইতিহাস একটি দ্বৈত্ব আন্দোলনের ফল। এই দ্বৈত্ব আন্দোলনের একদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক পরিবেশ, শ্রম, টাকা, তত্ত্বাবধান, জ্ঞান এবং অন্যান্য বিমূর্ত বস্তুকে বাজারজাত পণ্যে রূপান্তরের নেশায় ধ্বংসাত্মক বাজার অর্থনীতির জোর প্রয়াশ আর অপরদিকে রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন, ফ্রাইডে ফর ফিউচার আন্দোলন, তদারকি উদ্যোগ এবং অন্যান্য প্রয়াসের শ্রমিক আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলন এবং নব্যউদারনীতিবাদী বাজার অর্থনীতির বিধ্বংসী প্রভাবকে রুখতে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের পাল্টা প্রতিক্রিয়া। আমার স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক এবং গ্লোবাল ডায়ালগ-এর অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে আমি জনসমাজবিজ্ঞানে পুঁজিবাদের বিবর্তন এবং নব্যউদারনৈতিক পরিমণ্ডলে কাজ ও শ্রম, তদারকি ও বিজ্ঞানের প্রেক্ষাপটে সমাজত্ত্ব নির্মাণে এবং ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক পরামর্শ প্রদানে কাজ করি।

সমাজবিজ্ঞান জনকেন্দ্রিক হওয়া উচিত হবে কিনা এবং হলেও কিভাবে জনগণকে অন্তর্ভূক্ত করবে তা নিয়ে আমাদের শাখায় যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। যেহেতু বিষয়টি এভাবে চর্চিত হয় যে, সমাজবিজ্ঞান সমাজেরই একটি অংশ, সমসাময়িক উন্নয়ন পরিবর্তন পর্যালোচনা করে কিংবা তাদের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করে সমাজে মানুষকে কিভাবে চলতে হবে–সমাজবিজ্ঞানে এই বিষয়ে কোনো নীতিবাক্য উচ্চারণ করার এখতিয়ার আমাদের নেই। তবে সমাজতাত্ত্বিকেরা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কার্যকর সমালোচনা এবং গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন জোটের অংশীদারী হয়ে ভবিষ্যৎ প্রেক্ষাপটের নিরিখে জীবন ও জীবিকার রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থাপন করতে পারে। আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয় জাদুঘর, গণশিক্ষা, গীর্জা, শ্রমিক ইউনিয়নসহ অনেক বিষয়ের সঙ্গে সমন্বিত ও পরস্পর সংযুক্ত। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নিবন্ধ জড়ো করে গ্লোবাল ডায়ালগ কেবল স্থানীয় পর্যায়েই নয় বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করে।

ক্লাউস ডোরে (কেডি) : ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জোহানেসবার্গে এসডব্লিউওপি-এর কনফারেন্সে আমি প্রথম মাইকেল বুরাওয়ে'র জনসমাজবিজ্ঞান প্রত্যয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। তার আগ পর্যন্ত জার্মানভাষী সমাজবিজ্ঞানের কাছে এটি প্রায় অজানা ছিল। আমি তখনই চমৎকৃত হয়েছিলাম। কারণ, জোহানেসবার্গে জনসমাজবিজ্ঞান দলের সঙ্গে বিতর্কের সময় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এটি এমন একটি অভিগমন যা গবেষণার ধারণাকে আরও উদ্ভাবনী করতে পারে, ঠিক যেমন আমার দল ইতোমধ্যে কিছুটা করেছে। *ব্রিজিত* অলেনবাকার এবং অন্যদের সঙ্গে আমি জনসমাজবিজ্ঞান নিয়ে বিতর্ককে এই বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ একটি জগতে জার্মানভাষী সমাজবিজ্ঞানের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম। আমরা সফলও হয়েছিলাম, যদিও এই বিষয়ের বিভিন্ন শাখায় সংরক্ষিত ব্যাপারটি এখনও তাৎপর্যপূর্ণ। জেনাতে জনসমাজবিজ্ঞান প্রত্যয়টি এখন একটি মানদণ্ড রূপে বিকশিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এটি আমার নিজের গবেষণা ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যেটি সাংগঠনিক জনসমাজবিজ্ঞানের নিরিখে শ্রম সম্পর্ক এবং ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে অধ্যয়ন করে।

সংগঠিত জনসমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে আমার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা হয় জলবায়ু আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত একটি বাম গোষ্ঠীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আন্তঃযোগাযোগের মাধ্যমে। জার্মানির লিপজিগ শহরে ১৫০০ জন অংশগ্রহণকারীর সমন্বয়ে গঠিত 'স্টুডেন্টস ফর ফিউচার' গোষ্ঠী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি 'সমাজতন্ত্রের ইউটোপিয়া : টেকসই বিপ্লবের জন্য কম্পাস' নামক বইটি লিখেছিলাম যেটি সমগ্র জলবায়ু আন্দোলনে ব্যপকভাবে আলোচিত হয়। সেই ছাত্রদের সঙ্গে আমি 'গোড়া থেকে সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির পুনঃনির্মাণ' নামে একটি প্রকল্প শুরু করি। আমরা বিভিন্ন ঘটনা পর্যালোচনা করেছিলাম যেগুলো সফলভাবে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপি যেমন যেখানে সম্ভব স্বাধীনতাকামী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল। জার্মানির শ্রমিক দল ছাড়াও ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, চিলি, ফ্রান্স, গ্রিস, ইতালি, পর্তুগাল এবং অন্যান্য দেশে আরও কিছু আগ্রহী দল রয়েছে। আমরা এই নেটওয়ার্কের প্রসার ঘটাতে চাই এবং সম্ভব হলে প্রতিটি মহাদেশে এর বিস্তার ঘটাতে চাই। পরিকল্পনাটি হলো পিয়েরে বোর্দিউ'র 'লা মিসেরে ডু মন্ডের' আঙ্গিকে অভিজ্ঞতামূলোক গবেষণাগুলোকে একটি বৃত্তে জড়ো করা। যদিও আমরা এমন একটি অভিগমন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী যেটি বৈশ্বিক দুর্দশা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। বিশেষ করে, আমরা সম্পত্তির নতুন সম্মিলিত রূপ, শ্রেণি সংগ্রাম ও পরিবেশকেন্দ্রিক সামাজিক দ্বন্দ্বের আভ্যন্তরীণ মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী। আমরা সকল আগ্রহী গোষ্ঠীকে এই ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানাই।

ডিডিই : গ্লোবাল ডায়ালগ-এর সম্পাদক হিসেবে প্রান্তিক আলোচ্যসূচিকে সমর্থন করে এবং ম্যাগাজিনটি বিশ্বব্যাপি প্রচার করতে গিয়ে আপনি কি ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হয়েছেন?

বিএ : যদিও আমাদের প্রধান সম্পাদনা পর্ষদ আন্তর্জাতিকভাবে খুবই দৃঢ় প্রত্যয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তবে, একাই এতোগুলো দেশের সমাজবিজ্ঞানকে সম্পৃক্ত করার জন্য এটি যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে তিনটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। প্রথমত, সমাজবিজ্ঞানের অভ্যন্তরে বিরাজমান আধিপত্য, শ্রেণি বিভাজন এবং ক্ষমতার সম্পর্ক বৈশ্বিক উত্তর (উত্তর-আমেরিকা) এবং পশ্চিমা (ইউরোপ) সমাজবিজ্ঞানকে প্রচারণা, স্বীকৃতি এবং প্রভাব বিস্তারের বিশেষ সুযোগ করে দেয়। যদি আঞ্চলিক সম্পাদকীয় দলের অন্তর্ভুক্ত বা তাদের বাইরের তরুণ পণ্ডিতগণ একটি দেশীয় আলোকপাত কিংবা 'আলাপচারিতায় সমাজবিজ্ঞান' বিভাগের মতো গ্লোবাল ডায়ালগ-এ কলামের জন্য আবেদন করেন, এক্ষেত্রে তারা প্রায়শই যুক্তি দেখান যে তাদের দেশীয় সমাজবিজ্ঞানে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রয়েছে যা কখনোই আন্তর্জাতিক বিতর্ক অঙ্গনে পৌঁছায়নি। দ্বিতীয়ত, পরামর্শ সম্পাদক হিসেবে আইএসএ সভাপতি এবং নির্বাহী কমিটি সদস্যগণের জোরালো সমর্থন বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান উপস্থাপনের পথ সুগম করেছে। তাঁদের এই অভিগমনে মারগারেট আব্রাহাম এবং সারি হানাফি বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের সহকর্মী পণ্ডিতদের এক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য এবং নির্বাহী কমিটির সহকর্মীদের বিভিন্ন দেশীয় আলোকপাত করার জন্য আহ্বান করেছেন। তৃতীয়ত, এখানে জ্ঞান উৎপাদনে আরও একটি ফাটল রয়েছে এবং এটি মোকাবিলা করা খুবই কঠিন। বৈশ্বিক উত্তর ও পশ্চিমা দৃষ্টিকোণ থেকে বৈশ্বিক দক্ষিণ (লাতিন-আমেরিকা, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া) এবং পূর্বের (এশিয়া) প্রচুর উন্নয়ন গবেষণা রয়েছে কিন্তু অন্যান্য দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার বিষয় তুলনামূলকভাবে কম। শেষোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষুদ্র অবদান অর্জন করা বেশ কঠিন।

কেডি : আমার মতে প্রধান সমস্যা হলো সঙ্কীর্ণ মানসিকতা যা এখনো জার্মানভাষী এবং বিভিন্ন মাত্রায় ইউরোপীয় সমাজবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। আমরা সবসময় নিজেদেরকেই বেশি প্রাধান্য দেই এবং আমাদের গবেষণাও কেবল দীর্ঘদিনের ক্ষয়ে যাওয়া পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আমার মতে, এই সঙ্কীর্ণ মানসিকতার আবহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। গ্লোবাল ডায়ালগ এবং লাতিন আমেরিকার সামাজিক বিজ্ঞান কাউন্সিল (সিএলএসিএসও) নেটওয়ার্ক এর সঙ্গে সম্পৃক্তির পর থেকে বিষয়টি আমার কাছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। যথার্থভাবে প্রায়শই ইউরোপকেন্দ্রিকতার অভিযোগ পাওয়া যায়। এটি বৈশ্বিক সমাজবৈজ্ঞানিক আদান-প্রদানের বাঁধা সৃষ্টি করে। তবে ইউরোপীয় সমাজদর্শনও আছে যেগুলো যথাযথভাবেই বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে বৈধতা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমি ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গ্লোবাল ডায়ালগ-এর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার প্রস্তাব দিলাম, আমি সংশয় দ্বারা আক্রান্ত ও প্রত্যাখ্যাত হলাম। এই সংশয়বাদ বিপথে চালিত এবং বিপক্ষ যুক্তিটি ছিল একই সময়ে বিশ্বব্যাপি আরও কুড়িটি যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল যেগুলো উচ্চ হতাহতের পরিসংখ্যান থাকার সত্ত্বেও সমান মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। যদিও তা বোধগম্য কিন্তু বিশ্লেষণাত্মকভাবে ভুল। ইউক্রেন যুদ্ধ হতে পারে একটি নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার কারণ, যার মধ্যে রয়েছে পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহের মুখোমুখি অবস্থানের ভয়াবহ ঝুঁকি। এটির পরিণতিতে এটি একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ, এটি ই.পি. থমপসনের প্রত্যয় 'বিধ্বংসীকরণ'কে পুনরুজ্জীবিত করে এটিকে নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় করে তোলে।

>>

বিধ্বংসীকরণ হলো একটি বিশেষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতকি ব্যবস্থা ও আদর্শের সন্নিবেশ যার বিশেষ প্রবৃত্তি ব্যাপক মানব হতাহতের মতো পরিস্থিতির জন্ম দেয়। জন বেলামি ফোসটারের মতে, ইউক্রেন যুদ্ধ 'দ্বিগুণ বিধ্বংসীকরণ' এর অনুঘটক। এমতাবস্থায়, যদি পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানোও যায়, ক্রমাগত আগ্নেয়াস্ত্রের মুখোমুখি অবস্থান এবং ধারাবাহিক জীবন বিধ্বংসী সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন নাটকীয়ভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

ডিডিই : উভয়ের জন্য শেষ প্রশ্ন হলো ভবিষ্যতের আলোচ্যসূচি নিয়ে চিন্তা করার সময় বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের কোন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটানোর কথা আপনাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়? চলুন, এবার উল্টোদিক থেকে, ক্লাউস, আপনাকে দিয়ে শুরু করা যাক।

কেডি : দ্বিগুণ বিধ্বংসীকরণের ভীতিকর ঝুঁকি সমাজবিজ্ঞানকেও আলোড়িত করেছে এবং গ্লোবাল ডায়ালগও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে, বর্তমান বিশ্বের জন্য যেটি সবচেয়ে প্রয়োজন হলো একটি সামাজিক এবং পরিবেশগত টেকসই বিপ্লব–যা আমরা সমাজবিজ্ঞানের অর্থ ও পদ্ধতি দিয়ে কিভাবে বাস্তবায়ন করতে পারি। আমাদেরকে অবশ্যই বস্তুজগৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং অন্যান্য জীবজগৎ–যেগুলো নবোপোলিয় বিপ্লবের সময় থেকে টিকে আছে, সেগুলোর সঙ্গে সকল যান্ত্রিক সম্পর্কের ইতি টানতে হবে। এই পরিবর্তন কেবল সেই সকল সমমাত্রিক এবং গণতান্ত্রিক সমাজে সম্ভব যেগুলো সমসাময়িক পুঁজিবাদের হাত থেকে অবমুক্ত। কিন্তু যদি এই পরিবর্তন সাধিত না হয় তবে একটি নতুন স্বৈরাচারী 'নিজেকে বাঁচাও!' যুগের উদ্ভব ঘটবে। এই নব্য স্বৈরাচারী, এমনকি ফ্যাসিজমের মতো যুগের উত্থানের সম্ভাবনা একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক প্রাকৃতিক আশু সঙ্কটের চেয়েও বেশি। উদাহরণস্বরূপ, রোমান ক্লাবের প্রথম প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা জেনেছিলাম যে, পৃথিবী বৈশ্বিক উষ্ণতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণের ফলে একটি রসাতলের মুখে অবস্থান করছে। তা সত্ত্বেও অর্ধ-শতাব্দী পরেও কেন এ সঙ্কট মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি বরং কেবল ভঙ্গুরতাই স্থায়ী হলো? কিভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা যায়? একটি টেকসই বিপ্লবের সমর্থনের জন্য কোন ধরনের সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন? এক্ষেত্রে আমাদের স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যে, বিস্মৃতপ্রায় জার্মান সমাজবিজ্ঞানী কার্ল হারমান জাদেনের মতে, টেকসই বা স্থায়িত্ব হলো সহিংসতার বিপরীত। সহিংসতার প্রকাশ হলো যুদ্ধ, লৈঙ্গিক, জাতিগত এবং শ্রেণিগত শোষণ-নিপীড়ন।

বৈপ্লবিক স্থায়িত্ব সমাজবিজ্ঞানীদের সমাজে নিজেদের করণীয় সম্পর্কেও ভাবতে শেখায় অর্থাৎ আমাদের কেবল বহুবছর পূর্বে মাইকেল বুরাওয়ে বর্ণিত, উঁচু গজদন্ত (আইভরি টাওয়ার) থেকে পরিত্রাণ পেলেই হবে না বরং কিভাবে জনসমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো যায় সে কথাও ভাবতে হবে। কার্ল ভন হড তাঁর নতুন বই-এ 'সমালোচনামূলোক অন্তর্ভূক্তি'কে জনসমাজবিজ্ঞান চর্চায় মুক্তির মাধ্যম হিসেবে প্রস্তাব করেছেন যা কেবল পেশাগত স্থিতাবস্থা কায়েমে নিযুক্ত পেশাগত মূলধারার সমালোচনা করতেও পরোয়া করে না। এই ফলপ্রসু পদক্ষেপ বৈশ্বিক বিতর্কের দাবি রাখে যা শিক্ষার্থীদের কাছেও প্রবল আগ্রহের কারণ 'ডানপন্থা' হিসেবে যে জনসমাজবিজ্ঞান তা তাদের কাছে ত্রুটিপূর্ণ সংজ্ঞা হিসেবে প্রতীয়মান। প্রকৃতপক্ষে, নিজেদের ক্যারিয়ারে সকল প্রতিবন্ধকতা মেনে নিয়েই শিক্ষার্থীরা এরূপ চিন্তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যা আমার কাছে আশার আলোর সংকেত হিসেবে মনে হয়।

বিএ : এ ব্যাপারে আমি দুইটি দিক উল্লেখ করতে চাই। প্রথমত, আমার মতে সমাজবিজ্ঞান ও কলা'র যৌথ সমন্বয়ে কাজ করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সমকালীন ও ভবিষ্যৎ সমাজ উন্নয়ন আলোচনায় শিল্প গবেষণার নতুন সূত্রসমূহ এবং শিল্পীগোষ্ঠীর অবদান অনস্বীকার্য। আমাদের সম্পাদকমণ্ডলী চিত্রগল্প, চিত্র, ছবি, এবং শিল্প নিবন্ধ প্রভৃতি শাখায় অনুরোধক্রমে ইতোমধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতার পথ উন্মোচন করেছেন। যা হোক, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শিল্প ও সমাজবিজ্ঞানের মেলবন্ধনে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয় গোষ্ঠীর মানুষকে এক প্লাটফর্মে দাঁড় করানো সম্ভব। দ্বিতীয়ত, গ্লোবাল ডায়ালগ সারাবিশ্বের সমাজ গবেষণার বিভিন্ন শাখা থেকে সমকালীন সামাজিক উন্নয়নের বিশ্লেষণ এবং সংলাপ একখানে জড়ো করে বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবন্ধচর্চাকে ত্বরান্বিত করতে পারে। যা হোক, যে উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন অথবা উৎসাহ প্রদান করা প্রয়োজন তা হলো আন্তর্জাতিক গবেষণা নেটওয়ার্ক যা বিভিন্ন দেশের সমাজবিজ্ঞান ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এক স্থানে মেলবন্ধন করে এবং আমাদের সময়ের অধিক চাপসৃষ্টিকারী সমস্যাসমূহের সমাধানে এবং সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্তে একটি সর্বজন গ্রহণযোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি খুঁজতে সচেষ্ট হয়। আমার মতে, জনসমাজবিজ্ঞান বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমরকৌশল প্রচার এবং বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে পারস্পারিক সহযোগিতার উন্নয়ন অবশ্যই গবেষণা বিষয়বস্তু এবং গবেষণা নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ■

সরাসরি যোগাযোগ জন্য : *ব্রিজিত* অলেনবাকার <Brigitte.Aulenbacher@jku.at>
ক্লাউস ডোরে <klaus.doerre@uni-jena.de>

> মেলবোর্নে বিশতম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজিতে স্বাগতম

সারি হানাফি, আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অফ বৈরুত, লেবানন এবং আইএসএ প্রেসিডেন্ট (২০১৮-২০২৩)।

শেষ পর্যন্ত আমাদের সরাসরি দেখা হচ্ছে। অবশেষে যখন এই বিশতম আইএসএ ওয়ার্ল্ড কংগ্রেস অফ সোসিওলজির অনুষ্ঠানের তারিখ ঠিক করা হয়েছিল, তখন অনেক প্রশ্ন উঠে আসে, এটি কি অনলাইন, হাইব্রিড বা সরাসরি হওয়া উচিত? কারা এটা করতে পারে না? কে এখনও অন্যের খুব কাছাকাছি আসতে ভয় পায়? কোভিড-১৯ মহামারির কারণে প্রায় তিন বছরের অনলাইন মিটিংয়ের পরে এই সমবেত হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিভিন্ন দোলাচলে থাকলেও এখন পর্যন্ত ৭১২৬টি নিবন্ধের সার-সংক্ষেপ জমা পরেছে যা খুবই উৎসাহজনক। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ সরাসরি এবং এক-তৃতীয়াংশ ভার্চুয়ালভাবে উপস্থাপিত হবে। প্রোগ্রাম সমন্বয়কারীগণ দুর্দান্তভাবে ১২৪টি দেশ থেকে নিবন্ধের সার-সংক্ষেপ গ্রহণ ও মূল্যায়ন করে চূড়ান্তভাবে ৬৪০৮টি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য গ্রহণ করেছেন। টরন্টোতে অনুষ্ঠিত পূর্বের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের (২০১৮) তুলনায় এবারে গৃহীত সার-সংক্ষেপের সংখ্যা ১৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ে যাদের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয়েছে তাদেরকে নিবন্ধনের শেষ তারিখ ২২ শে মার্চ ২০২৩ এর পূর্বে নিবন্ধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কংগ্রেসের প্রোগ্রামটি অনেকগুলো প্রোগ্রামের সভার সমন্বয় করেছিল। প্রোগ্রামটি আমাদের চার ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ফিলোমিন গুতেরেস, এলোইসা মার্টিন, জিওফ্রে পেয়ার্স এবং সাওয়াকো শিরাহাসে), স্থানীয় অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান (ড্যান উডম্যান), চারজন গবেষণা সমন্বয় কমিটির সদস্য (হিরোশি ইশিদা, অ্যালিসন লোকোন্টো, সুসান ম্যাকড্যানিয়েল এবং নাজানিন শাহরোকনি), ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন লিয়াজোন কমিটির আরও চারজন (এলিনা ওইনাস, বন্দনা পুরকায়স্থ, সেলি স্কালন, এবং বোরুত রনচেভিচ) এবং আমাদের আমন্ত্রিত অতিথি সদস্য, আরমান্দো সালভাতোর, ও আমাকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। ড্যান উডম্যানের নেতৃত্বে স্থানীয় সাংগঠনিক কমিটি অসাধারণ আয়োজনের কাজ করেছে। আমি তাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তারা দুর্দান্ত কাজ করে চলেছেন। বেশিরভাগ বক্তারা ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। যার ফলে, আমরা সমন্বিতভাবে একটি দুর্দান্ত প্রোগ্রাম করতে যাচ্ছি। আমি এ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শেয়ার করছি।

যখন আমরা এই আইএসএ বিশ্ব সম্মেলনের জন্য পুনরুত্থিত কর্তৃত্ববাদ : ধর্ম, রাজনীতি এবং অর্থনীতির নতুন জড়তার সমাজবিজ্ঞান থিমটিকে বেছে নিয়েছিলাম, তখন কর্তৃত্ববাদ গ্লোবাল নর্থসহ এখনকার মতো ব্যাপক হয়ে ওঠেনি। চরম জাতীয়তাবাদী এবং ধর্মীয় আবেগের সংমিশ্রণের মাধ্যমে জনসংস্কৃতির ক্রমশ 'প্রতীকী শক্তি বৃদ্ধি' (সিম্বোলিক থিকেনিং) এর মাধ্যমে এই বৃদ্ধি সহজতর হয়েছে। বিশেষত, যখন একটি রক্ষণশীল জাতীয় আদর্শ যখন উদার রাজনৈতিক আদর্শকে প্রতিস্থাপন করে এবং যখন জনসাধারণের বিচারবুদ্ধি ন্যায়বিচারের ধারণার সঙ্গে মোকাবিলা করতে অক্ষম হয়ে পড়ে বা সমাজে কোনোটা ভালো তার সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করে। সমাজে ক্রমাগত শ্রেণি মেরুকরণের সঙ্গে সঙ্গে, আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যখন যুক্তিসঙ্গত গণবিতর্ক প্রায়ই অসম্ভব। জনহিতবাদের সময়ে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সাথে আমাদের সাহিত্য এবং মিডিয়াতে, পপুলিজমের উত্থান এবং ধর্মীয় অনুসারী এবং ধর্মনিরপেক্ষদের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝি হয়। বেশিরভাগ অঞ্চলে ধর্মীয় অনুসারী বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কিছু দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি নাগরিক ধর্মে পরিণত হয়েছে, যা অন্যান্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ করে অভিবাসী জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

> প্রেসিডেনশিয়াল প্যানেলস এন্ড প্লেনারিজ

এই তাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে আমরা নৈতিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানকে সংযুক্ত করে দু'টি প্রেসিডেনশিয়াল প্যানেলস প্রোগ্রাম কল্পনা করেছি। প্রথমটিতে, 'উদারনীতি অন্যান্য এবং ধর্ম' শিরোনামে দুই দার্শনিক এবং দুই সমাজবিজ্ঞানী এই থিম নিয়ে বিতর্ক করেছেন। ফরাসি দার্শনিক সিসিলি লেবরডিয়ে ন্যূনতম ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষা করেছেন। যখন ফিলিস্তিনি দার্শনিক আজমি বিশারা যুক্তি দেন যে, ব্যাপক উদারতাবাদ প্রচার করা যেতে পারে; যদি নাগরিক স্বাধীনতা এবং ব্যক্তি স্বায়ত্তশাসনের মতো মৌলিক মূল্যবোধগুলো প্রচলিত সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পুনরায় উৎপাদনযোগ্য হয়। ব্রাজিলিয়ান-বেলজিয়ান সমাজবিজ্ঞানী ফ্রেডেরিক ভ্যানডেনবার্গের জন্য সামাজিক অবিচার এবং সামাজিক প্যাথলজির সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনাগুলো 'উদার সম্প্রদায়বাদ'-এর ধারণ করে। কখনও কখনও এটি পরিচয় এবং সত্যতার সাম্প্রদায়িক মেরুর দিকে এবং কখনও কখনও স্বায়ত্তশাসন এবং ন্যায়বিচারের উদার মেরুর দিকে বেশি ঝুঁকে যায়। অবশেষে, অস্ট্রেলিয়ান সমাজবিজ্ঞানী আনা হালাফ বলেন, ধর্মের ভূমিকা হলো ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানে উদ্ভাসিত বিশজনীনতা বিরোধী সন্ত্রাসকে সক্ষম করা এবং প্রতিরোধ করা। সঙ্কটের মুহূর্তটি এই নতুন বাস্তবতা এবং অনিশ্চয়তাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করার একটি উপলক্ষ হতে পারে।

দ্বিতীয় প্যানেলটি 'কোভিড-১৯ পরবর্তী বিশ্ব সম্পর্কে'। কোভিড-১৯ মহামারির ফলে পরিবেশ, মানুষ, দেশ, নাগরিক এবং সরকারের মধ্যে আস্থার ত্রুটি উন্মোচিত করেছে। এটি আমাদের নিজেদের সম্পর্কে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কগুলো এবং আরও সাধারণভাবে জীবন সম্পর্কে বড় প্রশ্ন উত্থাপন করতে বাধ্য করেছে। সঙ্কটের মুহূর্ত এই নতুন বাস্তবতা এবং অনিশ্চয়তাকে সক্রিয়ভাবে মোকাবেলা করার একটি উপলক্ষ হতে পারে। যদিও এই বৈশ্বিক সংকট শোষণ, দখলদারিত্ব এবং নব্য উদারবাদী পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য নতুন কৌশলগুলোকে প্ররোচিত করেছে এবং আমাদের লোভ এবং স্বার্থপরতার নাগালও বাড়িয়েছে। এটি আমাদের মানবতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে বোঝার এবং পুনরায় দাবি করার নতুন উপায়গুলো অন্বেষণ ও প্রদান করার অনুমতি দিয়েছে। দিদিয়ের ফ্যাসিন জনস্বাস্থ্য এবং সামাজিক বৈষম্যের ওপর দৃষ্টি দিয়ে মহামারিটির অজানা বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। ইভা ইলুজ আগ্রহী ছিলেন ভয় নিয়ে, যেখানে কোভিড-পরবর্তীতে গণতন্ত্র-বিরোধী আবেগের প্রকাশ পেয়েছিল। ইতোমধ্যে, এফিয়ে এডিওগেমে তাঁর ঘানার সংবেদনশীলতার সঙ্গে ধর্ম, বিজ্ঞান এবং মহামারিগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্মোচন করেন যা বিভিন্ন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায়। যদিও বিজ্ঞান সুরক্ষা, নিরাময়, নিরাপত্তা এবং আশা প্রদানের ক্ষেত্রে ধর্মের বৈধতা এবং ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে কিন্তু ধর্ম বিজ্ঞানের কার্যকারিতা এবং কর্তৃত্বকে একটি প্রতিষেধক হিসাবে মোকাবেলা করে। অবশেষে, কোভিড-১৯ প্রভাবকালীন লি পেলিন

>>

যুক্তি দেন যে, আধুনিক বিশ্ব-ব্যবস্থা তত্ত্ব, শীতল যুদ্ধের তত্ত্ব এবং সভ্যতার সংঘর্ষের তত্ত্ব আঞ্চলিক দ্বন্দ্ব এবং বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার হুমকি বোঝার ক্ষেত্রে অক্ষম। এইভাবে তিনি শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার জন্য পশ্চিমা পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানকে আরও অন্তর্ভুক্ত করার আহ্বান জানান।

এই প্যানেলগুলো ছাড়াও, আটটি প্লেনারি সেশন চারটি থিম নিয়ে কাজ করবে। যথা : পোস্ট-সেকুলারিটি বা একাধিক ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা; কর্তৃত্ববাদ, বিশেষ করে এর নৃশংস বেশে এবং জ্ঞান এবং উত্তর-বাস্তবতার ওপর এর প্রভাব; পপুলিজম এবং এর বৈশ্বিক প্রপঞ্চের বিভিন্ন স্থানীয় রূপ এবং 'মানুষ'-এর নির্মাণ বোঝার জন্য একটি ইন্টারসেকশনাল পদ্ধতি ব্যবহার এবং নিও-লিবারেলিজম যা অনেক বৈষম্য তৈরি করে জীবনের ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক উভয় অধিকারকে বিপন্ন করে।

> স্পটলাইট সেশন

যেহেতু আমাদের এই কংগ্রেসের লক্ষ্য শুধু অন্যান্য ডিসিপ্লিনের সঙ্গেই নয়, মিডিয়া, সুশীল সমাজের ব্যক্তিরা এবং নীতিনির্ধারকদের সঙ্গেও কথোপকথন। তাই আমরা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা এবং সংঘাতের ওপর ফোকাস করে তিনটি স্পটলাইট সেশনের আয়োজন করেছি।

প্রথমটি বর্ণবাদ এবং ইসলামফোবিয়া নিয়ে। নাগরিক অধিকার যুগের পরে প্রকাশ্য বর্ণবাদ ব্যাপকভাবে নিন্দা করা হয়েছিল যে আমরা কিভাবে এর আরও সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃতভাবে বর্তমানে প্রকাশ এবং পরিমাপ করব? এই অধিবেশনটি বিশেষ করে, ইসলামোফোবিয়ার উত্থানের ওপর আলোকপাত করবে। নাসিরা গুয়েনিফ যুক্তি দেবেন যে, একীকরণ বর্ণবাদের সমাধান এবং ইসলামোফোবিয়ার ফোর্টোরি হতে পারে তা বিবেচনা করার পরিবর্তে, ফ্রান্স ও অন্যত্র একীকরণের বাগ্মীতা বর্ণবাদী অনুশীলন এবং বক্তৃতাকে উস্কে দিয়েছে আর বরখাস্তকারী নীতিগুলোকে অনুমতি দিয়েছে এবং একটি স্থায়ী ইসলামফোবিয়ার পথ খুলে দিয়েছে। তাঁর মতে, এই ফাটলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ধর্মীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে খুব কমই সম্পর্ক আছে বরং অভ্যন্তরীণ এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে। রান্ডা আবদেল-ফাত্তাহ একজন সমাজবিজ্ঞানী এবং কর্মী হিসাবে উলেখ করবেন অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলো কিভাবে মুসলিম নেতৃত্ব দ্বারা প্রতারিত হয় যা 'মধ্যপন্থী বা অরাজনৈতিক বা সমন্বিত' মুসলমানদের সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের ধারণা এবং স্ক্রিপ্টগুলোর স্থায়ী এবং প্রলোভনশীল শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দুই দশকের যুদ্ধ এবং ইসলামোফোবিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অন্তর্ভুক্তি তার আলোচনার বিষয়। অবশেষে, ফরিদ হাফেজ মুসলিম সমাজে ইসলামোফোবিয়াকে মুসলিমদের নিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার একটি উপায় হিসেবে ফোকাস করেন। এভাবে তিনি এটিকে রাজনৈতিক রূপদান করেন। অনেক মুসলিম দেশে (যেমন, পশ্চিম এশিয়ার কিছু দেশ), রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন প্রণয়নের জন্য চাপ দিচ্ছে যারা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায় থাকার বিরোধী। হাফেজ এভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু সম্পর্কের প্রেক্ষাপটের বাইরে গিয়ে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় স্পটলাইট অধিবেশন ইউক্রেনের যুদ্ধের ওপর একটি সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করবে। ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন বিশ্বকে স্তম্ভিত করেছে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন যুদ্ধ নয়; এটা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করার উপায় হতে পারে। তাই এটি ব্যতিক্রমী, সম্ভবত পারমাণবিক যুদ্ধ হতে পারে সেটা। এর ভূ-রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে গিয়ে, চার প্যানেলিস্ট, নিকোলাই জেনোভ, ওলগা কুটসেনকো, লারিসা তিতারেনকো এবং তামারা মার্তসেনিউক রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয় সমাজের রূপান্তরগুলো অন্বেষণ করবেন যা সামাজিক পরিস্থিতিগুলোকে সক্ষম করে যা যুদ্ধের বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছিল। তারা উভয় সমাজের ভবিষ্যত রূপান্তরের ওপর এই যুদ্ধের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও চিন্তা করবে। যুদ্ধের আরও বিস্তৃত ইউরোপীয় প্রভাব রয়েছে এবং ইউরোপের ধারণার বিকাশ, শরণার্থী সংকটের প্রভাব, খাদ্য ও শক্তির ঘাট-তির বৈশ্বিক সামাজিক প্রভাব, যুদ্ধকে সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন করার একাডেমিক স্বাধীনতা ইত্যাদির মতো বৈচিত্র্যময় প্রশ্ন উত্থাপন করে।

শেষ স্পটলাইট সেশন আরব-ইসরায়েল সংঘাত নিয়ে। কেউ কেউ এই বিরোধকে একটি বসতি স্থাপনকারী-ঔপনিবেশিক প্রকল্প হিসাবে পড়েন যা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে অব্যাহত রয়েছে এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে একটি বর্ণবাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। অন্যরা এটিকে আরব এবং ইসরায়েলি ইহুদিদের মধ্যে বিরোধপূর্ণ জাতীয়তাবাদ মনে করে। এই সংঘাতকে যেভাবেই পড়ুন না কেন, অধিকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চলে একটি ক্রমাগত 'স্পেসিওসাইড' প্রক্রিয়া সব স্তরেই স্পষ্ট। শান্তি প্রক্রিয়া (অসলো প্রক্রিয়া নামে পরিচিত) এটি বন্ধ করেনি। অনেক ইসরায়েলি এবং ফিলিস্তিনি পন্ডিত যুক্তি দেন যে, আসলো প্রক্রিয়ার ব্যর্থতার সাথে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধান ভেঙে পড়েছে এবং আমাদের লক্ষ্য করা উচিত সকল নাগরিকের জন্য একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। চার প্যানেলিস্ট এই বিষয়ে প্রতিফলন করবেন : ফিলিস্তিনি সমাজবিজ্ঞানী মোহাম্মদ বামেহ, আরিজ সাব্বাগ-খৌরি, ইসরায়েলি সমাজবিজ্ঞানী ইয়ান লুস্টিক এবং লেভ গ্রিনবার্গ।

> প্রাক্তন সভাপতির প্যানেল এবং আইএসএ এর ইতিহাস

২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জুনে, মেলবোর্নে, আমরা সমাজবিজ্ঞানের আইএসএস এর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসের বিশতম সংস্করণ উদযাপন করবো। এই গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিকীটি হাইলাইট করার জন্য, আমি আমার সভাপতির প্রকল্পের কিছু অংশ পূর্ববর্তী কংগ্রেসের সার-সংক্ষেপ প্রকাশ এবং জেনিফার প্যাটের আইএসএ

>>

এর ইতিহাস ১৯৪৮-১৯৯৭-এর অসামান্য কাজ আপডেট করার উপর ফোকাস করেছি। দু'টি গবেষণা সম্পদনা করা হয়েছিল। একটি গিসেল সাপিরো দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যা বিগত কংগ্রেসে নির্বাচিত গবেষণা কমিটির প্লেনারি এবং প্রোগ্রামগুলো দেখে বিষয়, তত্ত্ব এবং পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পরিবর্তনশীল ফর্ম এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে। টম ডোয়ায়ার ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে আজ অবধি আইএসএএর-এর ইতিহাস আপডেট করার জন্য অন্য গবেষণাটি পরিচালনা করেছিলেন। প্রাক্তন আইএসএ প্রেসিডেন্ট মার্গারেট আর্চার, টিকে ওমেন, আলবার্তো মার্টিনেলি, পিওর সজটম্পকা, মাইকেল বুরাওয়ে, গেস মার্গারেট আব্রাহাম এছাড়াও এই দু'টি গবেষণার ওপর মন্তব্য করবেন।

> লেখকদের সমালোচনা

এই অধিবেশনগুলোর জন্য আমরা বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে উত্তেজনাপূর্ণ ও সময়োপযোগী বিষয়সহ সমাজবিজ্ঞানীদের দ্বারা লিখিত বা সম্পাদিত ছয়টি চমৎকার বই নির্বাচন করেছি :

- ক্রিটিকাল এনগেজমেন্ট উইথ পাবলিক সোসিওলজি : এ পার্সপেক্টিভ ফ্রম টি গ্লোবাল সাউথ নামক বইটি সম্পদানা করেছেন : অ্যান্ড্রিস বেজুইডেনহাউট, সোনওয়াবিলে মনওয়ানা এবং কার্ল ভন হোল্ডট।
- দি গিফট প্যারাডাইম : এ শর্ট ইন্ট্রোডাকশন তো টি আন্টি-উটিলিটারিয়ান মুভমেন্ট ইন দি সোশ্যাল সাইন্সেস নামক বইটির লেখক এলেন কেলির।
- এসেথেটিক-কালচারাল কসমোপলিটানিজম এবং ফ্রেঞ্চ ইয়ুথ : দ্য টেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নামক বইটির লেখক ভিনসেনজো সিসিলি।
- আরব বিদ্রোহের পর : মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় অগ্রগতি এবং স্থবিরতা নামক বইটির লেখক শামিরান মাকো এবং ভ্যালেন্টাইন এম মোগাদাম।
- ডায়াস্পরা এস ট্রান্সলেশন এন্ড ডেকোলনিসেসন নামক বইটির লেখক ইপেক দেমির।
- রিফিউজি বিয়ন্ড রিচ : হাউ রিচ ডেমোক্রেসিএস রেপেল এসাইলাম সিকাস নামক বইটির লেখক ডেভিড ডেভিড স্কট ফিটজজেরাল্ড

> এবং আরো গুরুত্বপর্ণ বিষয়

গবেষণা কমিটির এই সম্মেলনের থিম নিয়ে তাদের নিজস্ব বিবেচনা রয়েছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণে প্রবন্ধ নির্বাচন করেছেন। উপরন্তু, আমাদের চারটি চমৎকার অস্ট্রেলিয়ান থিম্যাটিক সেশন রয়েছে যা অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় অর্গানাইজিং কমিটি দ্বারা বাধ্যতামূলক বিষয়গুলোতে সংগঠিত হয়েছে : শরণার্থী, জলবায়ু পরিবর্তন, আদিবাসী বৃত্তি এবং অস্ট্রেলিয়ায় সমসাময়িক বৈষম্য। প্রোগ্রামটিতে অবশ্যই, বিভিন্ন জাতীয়, আঞ্চলিক, ভাষাগত এবং বিষয়ভিত্তিক সমিতিগুলোর সমন্বিত অধিবেশন এবং সেশনগুলোর পাশাপাশি অ্যাডহক সেশন এবং পেশাগত বিকাশের সেশন রয়েছে। কংগ্রেসের আগে, আমরা বিভিন্ন গবেষণা কমিটি এবং অস্ট্রেলিয়ান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আমাদের স্থানীয় হোস্ট) দ্বারা কিছু প্রাক-কংগ্রেস ইভেন্টও আয়োজন করেছি। আমি বিশেষ করে জুনিয়র সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য আই এস এ ওয়ার্ল্ড-ওয়াইড প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের এবং ফাইনালিস্টদের জন্য সেমিনারটি হাইলাইট করতে চাই যা চৌদ্দটি দেশের পনের জন জুনিয়র সমাজবিজ্ঞানীকে একত্রিত করবে।

বলা বাহুল্য, মেলবোর্ন সাক্ষাতের জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা। এটি একটি প্রাণবন্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ শহর, যেখানে পাবলিক আর্ট, অনেক পার্ক এবং দুর্দান্ত খাবার এবং কিছু সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন সুবিধা রয়েছে। আমি আশা করি ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জুনের শেষের দিকে আপনাদের সকলের সাথে দেখা হবে।

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
সারি হানাফি <sh41@aub.edu.lb> /টুইটার:@hanafi1962

> প্যান্ডেমিক পরবর্তী বিশ্বে

সশরীরে সম্মেলন শুরু করা

আনাহি ভিলাদ্রিচ, নিউ ইয়র্কের সিটি ইউনিভার্সিটি (সিইউএনওয়াই), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

কৃতজ্ঞতা: আনস্প্ল্যাশ

২০২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে আমি ১১৭ তম আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় যোগ দিতে লস অ্যাঞ্জেলসে গিয়েছিলাম। প্রায় দুই বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে এটি ছিল সশরীরে অংশগ্রহণ করা প্রথম সম্মেলন। আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আবার দেখা করতে পেরে আমি আনন্দিত ছিলাম। তবে নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে কাছাকাছি আসার ভয় এবং ৪৫০০ জনেরও বেশি লোকের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ সশরীরে চার দিনের সম্মেলনে অংশ নেওয়ার বিষয়ে আমার চরম আশঙ্কা ছিল। যেহেতু সম্পূর্ণরূপে টিকা ও বুস্টার ডোজ দেওয়া সত্ত্বেও আমি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছিলাম (সঠিকভাবে বললে আমি দুইবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম), তাই হাজার হাজার সহকর্মীর সঙ্গে সম্মেলন কক্ষের অভ্যন্তরে থাকতে আমি ইতস্তত বোধ করছিলাম। যদিও সবাই মাস্ক পরিহিত ছিল।

সম্মেলনে অংশগ্রহণের পছন্দ নির্বাচন করার সময় আমি ভার্চুয়াল বনাম সশরীরে সম্মেলনের ভালো-মন্দ বিষয়ে আত্ম-মূল্যায়ন করেছি এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা যা সবচেয়ে ভালো বলে মনে করেন, তাতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; : এক কথায় প্রত্যক মানুষের মঙ্গল অনুসন্ধান। এই লেখায় আমি যা শিখেছি তার পর্যালোচনা করেছি এবং (প্রায়) মহামারি পরবর্তী সময়ে কিভাবে সশরীরে সম্মেলনগুলোকে আরও ভালোভাবে আয়োজন করা যায় সে সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছি।

> সম্পূর্ণ চক্রের বর্ণনা

কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক প্রাদুর্ভাবের পরপরই জুম মাধ্যমে সম্মেলন সবার জন্য সমানভাবে জ্ঞান ও যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করতে ভূমিকা রেখেছে। গত আড়াই বছর ধরে অনলাইন সম্মেলন একাডেমিক ও নানা পেশাজীবীর মানুষকে একত্রিত করার সবচেয়ে সস্তা এবং সহজ উপায় হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। অনলাইন মাধ্যম আরাম করে বাসায় থেকে এমনকি শয়নকক্ষ থেকে সম্মেলনে যুক্ত হতে সাহায্য করেছে। তার মানে এই নয় যে, আমরা শুধু বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারি বরং অনলাইন সম্মেলন কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করেছে। যা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমিত করতে সাহায্য করে। কোভিড-১৯ এর আগে আমাদের সকলকে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য সময় বের করতে হতো। কারণ সম্মেলনগুলো প্রায়শই দূরবর্তী স্থানে হয় এবং বেশিরভাগ সময় সম্মেলনের নিবন্ধন খরচ, বিমান ভাড়া, থাকা ও খাওয়ার খরচ নিশ্চিত করতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সাথে দীর্ঘ বাগবিতণ্ডা করতে হয়।

২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আমরা অনলাইনে যাওয়ার পর থেকে এই সমস্যাগুলো বেশিরভাগই দূর হয়ে গেছে। যাই হোক, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের পর্দায় অতিরিক্ত সময় দেওয়ার ফলে আমরা ক্রমশ জীর্ণ হয়ে পড়ছি। বিভিন্ন সময়ের নানান রকম প্রযুক্তিগত ত্রুটি ও উদ্ভট মাইকের

>>

সমস্যাগুলোর অভিজ্ঞতা না বললেই নয়। তবে এগুলোর মধ্যে সর্বজনীন অভিজ্ঞতা হলো অনলাইন উপস্থাপনার মাঝে টয়লেট ফ্ল্যাশ বা বাচ্চা কান্না করার শব্দ। অনলাইন সম্মেলন মানেই সহকর্মীদের গবেষণাপত্র উপস্থাপনা ও বিরতির অংশে অল্প সময় ব্যয় করা। প্রকৃতপক্ষে, অনেক প্রতিষ্ঠান আশা করে অনলাইন সম্মেলনে অংশ নেওয়ার সময় শিক্ষকেরা তাদের দৈনন্দিন কাজগুলো চালিয়ে যাবে।

সশরীরে সম্মেলনে যোগদানের দৃঢ় প্রত্যাশা আমাকে চলতি বছরে এএসএ-এর সম্মেলনে যোগদানের দ্বিধা ও সম্ভাব্য অতি দ্রুত শেষ হওয়া কোনো অনুষ্ঠান এই ভয় দূর করতে সাহায্য করেছিল। সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত বিস্তৃত নির্দেশনা ও পরামর্শ আমার উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করেছে। আমি যা শিখেছি এবং কিভাবে জিনিসগুলো শেষ পর্যন্ত কাজ করেছে নিম্নে তার একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হলো :

১। নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং কী করতে হবে তা জানা : বর্তমানে বেশিরভাগ পেশাদার সংস্থাগুলো যেভাবে তাদের সশরীরে যোগদান অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে, তেমনি আইএসএ নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিল এবং কোভিড-১৯ নির্দেশনা সর্বত্র টাঙ্গিয়ে রেখেছিল। সম্মেলন আয়োজক ও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রাক-সম্মেলন যোগাযোগে নিরাপত্তার নির্দেশনা পাঠানোই মূল উদ্দেশ্য ছিল না বরং এটি অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা ধরে রাখতে সাহায্য করেছে। সম্মেলনে পৌঁছানোর আগেই আমাদের কোভিড টিকা কার্ড অনলাইনে জমা করতে হয়েছিল। যা আবার সম্মেলন স্থানে পৌঁছানোর পরে যাচাই করা হয়েছিল। ফলে আমরা সবাই জানতাম টিকা বা মাস্ক সঙ্গে নেই মানে প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই।

২। জবাবদিহিতা ও মান্য নিয়মাবলি: যেহেতু মৃত্যুঘাতী ভাইরাসটি থেকে আক্রান্ত ও সংক্রমণের ঝুঁকি নিশ্চিতভাবে নির্মূল করা যায়নি। তাই আমরা পরস্পর দায়বদ্ধ হয়ে বেশি কাছাকাছি না আসার চেষ্টা করেছি। ফলস্বরূপ আমরা শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেছি এবং খাওয়া বা পান করা ছাড়া আমরা মাস্ক পরে থেকেছি; এমনকি, গবেষণাপত্র উপস্থাপন করার সময়ও। লস অ্যাঞ্জেলেসের সুন্দর গ্রীষ্মের আবহাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেই হবে। সম্মেলনের অনেকগুলো সেশন/পর্ব বাইরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে আমাদের যোগাযোগ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল।

৩। সমতা বিন্যাস : আমাদের মধ্যে অনেকেই এই সম্মিলিত 'অদ্ভুত' আচরণ পূর্ণ মেনে নিতে পারে নাই। যেমন, অন্যদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকার সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞ থাকলেও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে সবার সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী কিভাবে তাদের নিকটবর্তী হওয়া যায় এবং কিভাবে তারা আমাদের কাছাকাছি আসতে পারে সে সম্পর্কে আমরা কিছুটা অনিশ্চয়তা বোধ করেছি। আরও যদি বলি, অনেকেই আবার অল্প বিস্তর আলাপের বিষয়ে নীরস হয়ে গেছে। এএসএ-এর কিছু অল্পবয়সী ও কম অভিজ্ঞ সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন আগত সহকর্মীদের সঙ্গে পরিচিত হবার বিষয়টাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেনি। অথচ যেকোনো দক্ষতার মতো সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান এমন কিছু যা অবশ্যই অনুশীলন করা উচিত। যা হোক, এটি বিশেষত; সেই সব ভীত সন্ত্রস্ত মানুষদের জন্য সত্য যারা কোভিডের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ বা এখনও অসুস্থ্য। যাদের জন্য গৃহের জীবন জীবাণু আক্রান্ত খেলার মাঠের চেয়ে কিঞ্চিৎ বৃহৎ।

সৌভাগ্যবশত, সম্মেলনের ব্যাজগুলোতে শুধু অংশগ্রহণকারীদের নামের প্রথম ও শেষ অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অংশগ্রহণকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক বা পেশাগত অতিরিক্ত কোনো তথ্য ছিল না। এই পদক্ষেপটি অংশগ্রহণকারীদের সামাজিক অবস্থান, পদমর্যাদা ও কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত এই সম্পর্কিত পূর্ব অনুমান এড়িয়ে চলতে সাহায্য করেছিল। এর ফলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত যোগাযোগ করতে সুবিধা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই আগত সহকর্মীদের সঙ্গে অতি আগ্রহ নিয়ে জানতে চেয়েছে কিভাবে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে মহামারি থেকে বেঁচে ছিল। তবে বাস্তব জীবনে আমরা একজন আরেক জনের সাথে যেভাবে কথা বলি বা করমর্দন করি এগুলো করার সুযোগ ছিল না। শেষ পর্যন্ত কোভিড-১৯ নিয়ে ছোট বড় গল্পগুলো আমাদের একে অপরের সঙ্গে এক অনন্য উপায়ে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সাধারণ ভিত্তি প্রদান করেছিল।

৪। সম্পূর্ণরূপে উপস্থিত হওয়ার দিকে মনোনিবেশ : সত্যিকার অর্থে কোনো ভার্চুয়াল মাধ্যমই বাস্তব জীবনের সম্পর্কগুলোর যে টান তা প্রতিস্থাপন করতে পারে না। সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'সামাজিক মূলধন'। সরল ইংরেজিতে বললে প্রকৃত সম্মেলন স্থলগুলোর 'খোশ গল্প'-এর অংশটুকু অনেকটা দ্রুত আলাপের মতো। ধরা যাক কফির জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা একজন বিভাগীয় প্রধান, সম্পাদক বা জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর সঙ্গে ধাক্কা খেলেন এবং এরপর যা হতে পারে তা আপনি জানেন। একটা খুচরা আলাপের সূত্র ধরে আপনার একটা নতুন চাকরি বা নতুন বইয়ের চুক্তি হতে পারে। অথবা হয়ত রসিকতা চলবে আর আপনি আপনার জীবনের ভালোবাসা খুঁজে পাবেন। সহকর্মীদের গবেষণাপত্র উপস্থাপনার সময় গবেষণা সম্পর্কিত প্রকল্পগুলো বুঝতে পারাটা নতুন ধারণার জন্ম দিতে পারে, কারও তাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারে এবং কফি পানের বিরতির সময় বা সম্মেলনের অভ্যর্থনার সময় ফলপ্রসূ আলাপের সুযোগ করে দিতে পারে।

> এগিয়ে যাবার পথ

আমি এই বছর সশরীরে এএসএ-এর সম্মেলন প্রায় মিস করেছিলাম। আমি খুশি যে পূর্ববর্তী সময়ে আমি এটি মিস করিনি। পুরানো একটি প্রবাদ আছে যে সম্মেলনে অংশ নেওয়া গবেষণাপত্র উপস্থাপন করার চেয়েও অনেক বেশি তা আমার কাছে আগের চেয়ে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যাইহোক, যদিও সশরীরে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলো পেশাদার সংস্থাগুলোর বেঁচে থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তারা এখনও কাঠামোগত অসমতার মুখোমুখি হয়, যেগুলো কোভিড-১৯-এর আগেও ছিল। এর মধ্যে রয়েছে যাকে আমি বলি 'পাঁচ তারকা হোটেল সম্মেলন' যা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ (পড়ুন অর্থ)-সহ কম সুবিধাপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যালঘু এবং স্নাতক ছাত্রদের ক্ষতির পক্ষে। সৌভাগ্যবশত, উন্নয়নশীল দেশ থেকে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানোসহ সকলের জন্য সশরীরে আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে সুযোগ করার আহ্বান এএসএ-সহ অনেক পেশাদার সংস্থার জন্য একটি অগ্রাধিকার হয়ে উঠেছে।
ভবিষ্যৎ কী হবে তা এখনও অস্পষ্ট। এবং সম্ভাব্য মহামারি পরিস্থিতি নির্বিশেষে অনলাইন ভিত্তিক অনুষ্ঠান (সরাসরি ও সম্প্রচারিত) এমনকি আধা-অনলাইন আধা সশরীরে অনুষ্ঠান আকারে হলেও নিশ্চিতভাবে টিকে থাকবে। এদিকে আমি নিজেও হয়ত পরবর্তী সশরীরে অনুষ্ঠানের জন্য আর অপেক্ষা করবো না বললেই চলে। 'বর্তমান' আমাদের একজন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শিক্ষাবিদ ও সহানুভূতিশীল মানুষ হিসেবে আরো উৎকৃষ্ট মানের নিজেদের গড়ে তুলতে উৎসাহিত করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
আনাহি ভিলাদ্রিচ <Anahi.Viladrich@qc.cuny.edu>
/ টুইটার: @prof_anahi

> সার্বজনীন বৈশ্বিক সংলাপে,

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের নতুন আলাপন।

জিওফ্রে প্লেয়েরস, ইউনিভার্সিটি ক্যাথলিক দে ল্যুভিয়ান, বেলজিয়াম, আইএসএ গবেষণার সহ-সভাপতি (২০১৮-২৩)।

ছবি মন্টেজ: আরবু, ২০২৩ ।

নব্বইয়ের দশকে একটি দীর্ঘ পরিক্রমা ভালো সময়ে কাটানোর পর, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে নানাবিধ চিন্তাচেতনা ও আদর্শের তীব্র সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সাব-অল্টার্ন, উত্তর-উপনিবেশবাদ, বি-উপনিবেশায়ন, নারীবাদ ও জেন্ডার স্টাডিস এবং সর্বোপরি 'দক্ষিণী জ্ঞানতত্ত্ব'। যদিও, এসব বিবিধ তত্ত্ব ও চিন্তাচেতনার ভিন্নতা সত্ত্বেও সামগ্রিকভাবে এরা বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের ভিত্তিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। কারণ, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান ইউরোপীয় দর্শন দ্বারা অধিক মাত্রায় অধ্যুষিত এবং পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীদের দর্শন দিয়ে প্রভাবিত।

এসব সমালোচনামূলক তত্ত্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের দু'টি ধাপ রয়েছে। প্রথমটি হলো, সহজাত এবং সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে ইউরোপীয় দর্শনের বিনির্মাণ করা যা আদতে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানসহ, সমস্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক শিক্ষার মূলে গ্রথিত। সুজাতা পাটেলও এ বিষয়ে উল্লেখ্য অভিমত দিয়েছেন। এটি, পশ্চিমা বিশ্বে চলমান শিক্ষার অগ্রগতি, জ্ঞান উৎপাদন এবং সরবরাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়। কারণ, পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থায় ইউরোপীয় বিশ্বদর্শন ও বিশ্ববীক্ষা প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে। এনরিক ডুসেল দেখিয়েছেন যে, উপনিবেশিকতা এবং আমেরিকানদের জয়ে নেয়া আধুনিকতা জ্ঞানভাষ্যের একপেশে বিষয় নয় বরং এই ঘটনাগুলো আধুনিকতার ভিত্তি তৈরি করেছে এবং এর মাধ্যমেই বারবার আধুনিকতার জ্ঞানভাষ্য পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। পশ্চিমা বৈষয়িকতা নিজেদেরকে অন্যদের উপরে স্থান দিয়েছে এবং একধরনের আধিপত্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছে। সমাজের ব্যক্তিদের, সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, ব্যবস্থা, এবং প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরখ করতে হলে, এরা যে সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রভাব বলয়ে গঠিত, পুনর্গঠিত এবং রক্ষিত হচ্ছে, সেটি বের করে আনা আজকের সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটা প্রয়োজনীয় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এজন্যে, অতীতের প্রতিফলন বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করা উচিত এবং বর্তমান ভূমিকাও দেখা উচিত কিভাবে এইরূপ সামাজিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যবস্থা বারবার পুনরুৎপাদিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে, আধুনিকতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এবং অদৃশ্য প্রতীয়মান হওয়া বৈশ্বিক ধারণাসমূহ, অভিজ্ঞতাবলি, এবং হারিয়ে যাওয়া জ্ঞানের প্রতি আলোকপাত করা। আদিবাসী,প্রাকৃতিক, নারীবাদী, কৃষক এবং সংখ্যালঘুরা এ বিষয়টিকে তাদের আন্দোলনের নেপথ্যে সার্বিক মুক্তির তাগিদে সংগ্রামের অনিবার্য অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের সমাজবিজ্ঞানীদের জন্যে এই কাজ সম্পাদন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেসব গবেষক, সংগঠক, লেখক ও বুদ্ধিজীবিরা আমাদের সমাজবিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন কিন্তু যাদের নাম অনুচ্চারিত থাকে তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা এবং তাদের নাম উদ্‌ঘাটন করা, পেশাদার সমাজবিজ্ঞানীদের জন্যে অন্যতম গুরুদায়িত্ব।

> সামাজিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বিবাদ

একাডেমিক সমাজবিজ্ঞানের অধিকাংশ ধারণাগুলো সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়া। লাতিন আমেরিকায় বি-উপনিবেশায়নের ধারণা যখন থেকে শক্তিশালী হওয়া শুরু করল তখন থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সমাজবিজ্ঞানের অনেক প্রভাবশালী তত্ত্বসমূহ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকট হয়ে উঠে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আদিবাসীদের সংগ্রাম যা একাডেমিক গবেষণার বিষয়বস্তু হবার আগে থেকে সংঘঠিত হওয়া শুরু

>>

করেছিল এবং চিন্তকদের ভাবানো শুরু করেছে। বিগত তিন দশক ধরে, বিশ্বের দক্ষিণি গঠনমূলক সমালোচকরা, বুদ্ধিজীবিরা এবং তদীয় অঞ্চলে সংগঠিত সামাজিক আন্দোলনগুলো ও বিশেষত 'পিছিয়ে পড়া শোষিত শ্রেণি' (নারীবাদী ও সংখ্যালঘুরা উল্লেখ্য) বিশ্বকে ভিন্ন আঙ্গিকে দেখার প্রবণতা তৈরি করেছেন এবং ইতোমধ্যে একটা বিশাল পরিবর্তন এনেছেন। সাম্য, আধুনিকতা এবং উন্নয়ন্ন হলো বর্তমান বিশ্বের মূলমন্ত্র। খেটে খাওয়া কৃষক, আদিবাসী, সংগঠক এবং দক্ষিণের আলোচিত আন্দোলনসমূহ পরিবেশ-নারীবাদসহ উন্নত জীবন (ইকুয়েডরে সুমাক কাওয়াসের দৃষ্টিভঙ্গি) গঠনে ভূমিকা পালন করেছে যা গভীরভাবে বাস্তু, পরিবেশ, প্রকৃতিকে দেখার আঙ্গিককে প্রভাবিত করেছে। একইভাবে, বিশ্বের উত্তরপ্রান্তেও কিছু কিছু ভাবগত পরিবর্তন শুরু হয়।

আন্তঃবিভাজনগত বৈষম্যের ধারণা, এ সময় হতেই গবেষণা ও শিক্ষাবৃত্তিক অঙ্গনে পাকাপোক্ত হতে শুরু করে। বিশেষত, কালোদের সংহতিমূলক আন্দোলন এবং নারীবাদীদের তৎপরতার দরুন বিশেষ করে, ক্রিশাও এঁর ক্ষুরধার লেখনীর জোরে সমন্বয়তার ধারণা ধারালো হতে আরম্ভ করে। ক্রিশাও একজন সমাজবিজ্ঞানী না হয়েও এ ধারণার প্রবক্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন মূলত একজন আইনজীবী এবং সংগঠক। তিনি তাঁর লেখনী এবং সামাজিক তৎপরতার জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অতএব, আমাদের মূলধারার অনেক আলোচ্য বিষয় নিমোক্ত সামাজিক আন্দোলন হতে উৎসারিত হয়েছে।

উত্তরের তাত্ত্বিকরা যখন দক্ষিণের জ্ঞানভাষ্যের সাথে পরিচিত হওয়া শুরু করলেন, তখন থেকে তারা বুঝতে পেরেছিল যে সামাজিক সংগঠকরাই হলেন বস্তুত সকল জ্ঞান উৎপাদনের কারিগর। অর্থাৎ, সামাজিক সমস্যার সমাধানে সামাজিকভাবে ঐক্যবদ্ধ হবার দরুন যে জ্ঞান উৎসারিত হয় তা অনবদ্য এবং সুদুরপ্রসারি ফলাফল বহন করে। সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন এবং সাংগঠনিক কার্যক্রম হতেই মুলত ব্যবহারিক জ্ঞান এবং তত্ত্বীয় ধারণাসমূহ, বিশ্ববীক্ষা (কসমোভিশনস), জ্ঞানতাত্ত্বিক সংলাপ বিকশিত হয়। মূলত, আদিবাসী, চাষা ও নারীবাদিদের আন্দোলন, বিকল্প মতাদর্শ ও বিশ্ববীক্ষার প্রতি সংহতি জানায় যা তাদের সংগ্রামের গতিকে ত্বরান্বিত করে এবং সামাজিক ন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। আমাদের সংগ্রাম রাজনৈতিক এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বলেছেন লুই মাকাস–এককালে যিনি ছিলেন ইকুয়েডরের সংখ্যালঘু ও স্বজাতীয় আদিবাসীদের সংগঠনের প্রধান। শিক্ষাবৃত্তিক ও গবেষণামুলক অঙ্গনে সংগ্রাম এবং দ্বন্দ্বগুলোকে পরিচিত করে তোলেন বোভেন্তুরা দি সোসা দি সান্তোস। তিনি বলেছেন, জ্ঞানতাত্ত্বিক ভারসাম্য এবং ন্যায় ছাড়া, কোনো সামাজিক বিচার হতে পারে না। সেই থেকে তিনি যাবতীয় চেতনাগত অন্তর্দ্বন্দের সমাপ্তি ঘোষণা দিয়েছেন। জ্ঞানতত্ত্বে এবং গবেষণায়, যুক্তিতর্কে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে বিবাদ চলছিল, সেগুলোর বেষ্টনী ভেঙে যায়। যার ফলে তর্কের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায়।

> বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান কি এখনও প্রাসঙ্গিক?

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান কি এতো সমালোচনা পেরিয়ে টিকে আছে নাকি 'বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান' আদতে একটি ইউরোপ-কেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষা ও প্রকল্প (উপনিবেশি, পিতৃতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী) নাকি সমাজবিজ্ঞানের উচিত হবে স্বজাতিক ও ঐকান্তিক অভিজ্ঞতা, আঞ্চলিক সংগ্রাম এবং নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে লুকায়িত জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়া? আমাদের কি উচিত হবে, সমাজবিজ্ঞানের স্থানীয় এবং জাতীয় ইতিহাসসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা যেখানে দেশীয় লেখক এবং বুদ্ধিজীবিদের দাবিয়ে রাখা হচ্ছে?

বি-উপনিবেশায়নের প্রভাবের পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানীরা সর্বত্র তাদের চিন্তাভাবনা, মুক্তির ধারণা ও গবেষণার ফলাফল চাপিয়ে দেয়ার অভ্যাসটি পরিত্যাগ করেছেন। এই বিষয়টি ইউরোপকেন্দ্রিক জ্ঞানতাত্ত্বিক কর্তৃত্ব খর্ব করে এবং বিশ্বের নানাপ্রান্তের বুদ্ধিজীবী এবং শোষিত শ্রেণির প্রদেয় তত্ত্বীয় অবদান স্বীকার করে। এটি, আমাদের দেখিয়ে দেয় যে, আমাদের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের সংশোধনীর প্রয়োজন আছে এবং 'বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান'কে নতুনভাবে সাজানোর দরকার আছে যা অনেকদিন যাবৎ পশ্চিমা সমাজদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়ে এসেছে। যদিওবা, বি-উপনিবেশায়ন বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের চিন্তাধারাকে একেবারে নাকচ করে দেয় না। ম্যাক্সিকোর আদিবাসী জাপিসতিতা আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে 'যে পৃথিবীতে একাধিক পৃথিবী ধারণ করার মতো ক্ষমতা আছে', সেখানে নির্দিষ্ট একটি ধারণা বা দৃষ্টিভঙ্গির পরিত্যাগ করার কোনো মানে হয় না বরং অনেকক্ষেত্রে এর উল্টোটা করা বাঞ্ছনীয়।

বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে পুনরায় গড়ে তুলতে হলে বি-উপনিবেশায়ন, ইউরোপকেন্দ্রিকতার সমালোচনা এবং বিকল্প জ্ঞানের সন্ধান চালু রাখতে হবে। সেই সঙ্গে, তৃতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ যেটি সন্নিবেশিত করতে হবে তা হলো আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের প্রবর্তন। এজন্যে, গবেষকদের উচিত, তাদের অবস্থান চিহ্নিত করা এবং অন্যদের থেকে শেখা। এই শেখার অভ্যাসটা তৈরি করতে হবে একাধারে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ব্যক্তি পর্যায়ে। এটা অনেকটা নির্ভর করে নিজের সদিচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ঝুঁকির মুখে পতিত হওয়া নিজের কথা না ভেবে অপরাপর ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়া। এমন চিন্তাধারার প্রেক্ষিতে, সমাজবিজ্ঞান একটি সম্মিলিত কেন্দ্রে পরিণত হয় যা গবেষকদের আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যম হতে পারে। সেইসঙ্গে পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে বোঝাপড়ার সহায়ক হতে পারে। ফলে, সমাজবিজ্ঞানীরা এতো পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গকে বুঝতে সক্ষম হোন।

এরূপ উন্মুক্ত এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক বৈশ্বিক সংলাপের আবশ্যকতা ছাড়া সমালোচনা এবং তত্ত্ব সবসময় তিনটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় তা হলো : ভাঙন, বিচ্ছিন্নতা (সমালোচক বুদ্ধিজীবিদের এবং আন্দোলনগুলোর সঙ্গে একাত্ম হতে না পারা) এবং পশ্চিমা সমাজবিজ্ঞানের সদৃশকরণ এবং কর্তৃত্বশীল বনে যাওয়া। সেইসঙ্গে দক্ষিণী সমাজবিজ্ঞানের মুক্তিকামী হয়ে যাওয়া। বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে পুনর্জীবন দান করা এবং এর প্রাসঙ্গিকতা ফিরিয়ে আনা এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সেজন্যে, এর ইউরোপীয় মূল ও অবদানসমূহকে কেন্দ্রীয় হতে দেয়া যাবে না। চক্রবর্তী যথাযথভাবে বলেছেন, এর মানে এই নয় যে সমাজবিজ্ঞানে পশ্চিমা অবদান অস্বীকার করা কিন্তু তাদেরকে নিয়ে একটা সামগ্রিক বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান গঠন করা যা বিশ্বের নানাপ্রান্তের তত্ত্ব ও প্রস্তাবনাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

একটা আমূল পরিবর্তিত আধুনিকতা দিকনির্দশন সূচিত হয়েছে একিল এমবেম্বের কালজয়ী বই 'ক্রিটিক অফ ব্ল্যাক রিজন' যেখানে তিনি আধুনিকতার উপনিবেশি দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। উনি তাঁর বইয়ের মুখবন্ধে লিখেছেন, 'এখানে শুধু একটা পৃথিবী আছে।' তিনি মানবতার সামগ্রিক সংযুক্তির ওপর জোর দিয়ে এক নব বিশ্বজনীন ধারা তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছেন, 'আমরা চাই বা না চাই, আমরা এটা মানতে বাধ্য হবো যে আমরা একই পৃথিবীতে বাস করি।' এই ঘোষণাটির মাধ্যমে বিশদ কার্যক্রমের একটা দিক প্রস্ফুটিত হয়েছে মাত্র। যে প্রজেক্টটি অনাগত বিশ্বের আগাম ভবিষ্যৎবাণী হতে চলেছে যেটির গন্তব্য সার্বজনীন, এমন একটি বিশ্বের প্রস্তাবনা করা হচ্ছে যা থাকবে বর্ণবিহীন, বিদ্বেষবিহীন এবং বর্ণবাদের বিরুদ্ধে সবরকম প্রতিশোধ স্পৃহা হতে মুক্ত। বি-উপনিবেশায়নের ইতিহাস একটা সর্বজনীন সমাজবিজ্ঞান গঠন করতে চায় যে ইতিহাস কেবলম উপনিবেশে অধ্যুষিত মানুষদের ইতিহাস হবে না। তদ্রুপ, আমাদের লক্ষ্য হলো, এমন একটি সর্বজনীন সমাজবিজ্ঞান তৈরি করা যা অন্যান্য দক্ষিণের সব সমাজবিজ্ঞানী এবং সংগঠকদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করবে। এটা শুধু তাদের জন্য নয় বরং আমাদের সকলের সার্বিক ভালোর জন্যে অতীব প্রয়োজন।

তাই, একটা সম্মুখগামী বৈশ্বিক চেতনার জাগরণ করা আমাদের সময়ে সবচেয়ে বড় শর্ত। যদি সমাজবিজ্ঞান সর্বতোভাবে উক্ত কাজে পারদর্শী হতে পারে। তবে, তা উতরে যাবে এবং একটা সার্বজনীন চেতনা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। এটি করার জন্যে, বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞান শুধু পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এবং বইপুস্তকে কিংবা পশ্চিমা সমাজতত্ত্ব ও সমাজদর্শনের কঠোর সমালোচনায় সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। এর জন্যে, বিভিন্ন সমাজদর্শনগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। যেমনটি, গুরমিন্দার ভাম্রা বলেছেন এবং সেখান হতে একটা সামগ্রিক সমাজবিজ্ঞান গঠনের প্রস্তাবনা এসেছে যা বৈশ্বিক সংলাপের পারস্পরিক যোগসূত্রে একটা সাধারণ ক্ষেত্রে অবস্থা করবে।

>>

> বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের পুনর্জাগরণের জন্য আইএসএ

একটা নতুন সমাজবিজ্ঞান গড়তে দক্ষিণের সকল গবেষণা, জ্ঞানতত্ত্ব এবং বুদ্ধিজীবিদের একটা সাধারণ মঞ্চে একত্রিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে, কয়েক দশক ধরে আইএসএ কাজ করে যাচ্ছে যাতে নিপীড়িত মানুষদের বাস্তবতাও ফুটে উঠে সমাজবিজ্ঞানে।

আইএসএ এই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে গঠিত হয়েছিল যে বিভিন্ন মহাদেশের সকল সমাজবিজ্ঞানীদেরকে নিয়ে একটা উন্মুক্ত আলাপের সম্মেলন কেন্দ্রে পরিণত হয়ে 'বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নির্দেশ করা', সারি হানাফি এবং চিন-চুন ইয়ির জবানিতে, তাঁরা আইএসএর চতুর্থ সম্মেলনে 'সংলাপে সমাজতত্ত্ব' নামক বই রচনায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। আইএসএ গবেষণা কাউন্সিল সাম্য, বৈচিত্র্য এবং অন্তর্ভুক্তিকরণ নিয়ে কিছু প্রস্তাবনা দিয়েছেন এবং এ যাবৎ সমস্ত কার্যবিবরণ প্রদান করেছেন। আইএসএ প্রবন্ধ স্মারক এবং পুস্তক সিরিজে দক্ষিণের বোদ্ধাদের আসন ছেড়ে দিয়ে, তাঁদের লক্ষ্য পূরণ করেতে পেরেছে বলা যায়।

বিভিন্ন মহাদেশের সামাজিক দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং আইএসএ ম্যাগাজিন বৈশ্বিক সংলাপের প্রকাশ (গ্লোবাল ডায়ালগ) হলো আইএসএ-এর একটি সফল প্রকল্প। আইএসএ-এর সামাজিক গণমাধ্যম তথ্য বিতরণ, প্রণয়ন, বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গি আনয়নে ভূমিকা পালন করে। যদিও, জুমের সময়ে এখনো ব্যক্তিগত স্বাক্ষাৎকার এবং আলাপ সম্পর্ক উন্নোয়নে কার্যকরী এবং পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তি গড়ে তুলে মতামতের ভেদাভেদ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও। এজন্যে, সমাজবিজ্ঞানের বৈশ্বিক সম্মেলন এতো গুরুত্বপূর্ণ। যার জন্যে সরাসরি উপস্থিত থাকার সঙ্গে সঙ্গে ভার্চুয়াল কনফারেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়ে থাকে অপারগ ব্যক্তিদের জন্য। এই মর্মে, আমাদের উচিত হবে বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানকে গণতান্ত্রিক করা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রগুলোতে সহজসাধ্য প্রবেশাধিকার আর সেখানে সামাজিক সম্পর্কগুলো যেন সচরাচর ব্যক্তিগতভাবে তৈরি এবং রক্ষিত হয়, সে বিষয়টিও মাথায় রাখা উচিত।

দক্ষিণের সমাজবিজ্ঞানী ও ধারকদের সমাজবিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেওয়া এ নিয়ে ভাবা এবং শেখা, বস্তুত কিছু বৈচিত্র্যের উপাদান যোগ করে সমাজবিজ্ঞানকে আরো গণতান্ত্রিক করে তোলা শুধু তাই নয় বরং জ্ঞানের সমবিতরণ করার মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে। এটি, আরও প্রাসঙ্গিক এবং তথ্যবহুল সমাজবিজ্ঞানের সন্ধান করে যা কিনা সমাজের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার যুক্তিসম্মত এবং বহুবিধ বিশ্লেষণ করে। ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রিয়েরে আমাদের নিপীড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টি হতে সমাজবাস্তবতা বুঝতে পারা ও বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। কোভিড-১৯ মহামারিতে নারীবাদী বুদ্ধিজীবি এবং সংগঠকদের অবদানসমূহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, পৃথিবী বদলানোর জন্য যে জ্ঞান ও ক্ষমতা তাদের আছে, সেটি সকল লিঙ্গভিত্তিক সমতা ও নারীবাদের উপরে। সেরূপ, দক্ষিণের সমাজবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণাত্মক এবং তাত্ত্বিক অবদান এই অঞ্চলের সমাজবাস্তবতা এবং প্রতিবন্ধকতা বুঝতে যেমন সহায়তা করে তেমনি উত্তরের সমাজ ও জীবনযাপনকে আরও বিশ্বজনীনভাবে দেখার সুযোগ করে দেয়। দক্ষিণের জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে নারীবাদ, পরিবেশগত, আদিবাসী এবং সমন্বয়তার পন্থা একবিংশ শতাব্দীতে সমাজবিজ্ঞানে বিকল্প হতে পারে। এই বিষয়াবলি বৈশ্বিক সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রে অবস্থান করে এবং তারা গভীরভাবে আমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়কে পরিবর্তিত করছে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
জিওফ্রে প্লেয়েরস <Geoffrey.Pleyers@uclouvain.be>
/ টুইটার: @GeoffreyPleyers

> বৈশ্বিক দক্ষিণের চরম ডানপন্থি রাজনীতির অধ্যায়নে

কেন আমাদের একটি নতুন চিন্তা-কাঠামো দরকার

রোজানা পিনহেইরো-মাকাডো, ইউনিভার্সিটি কলেজ ডাবলিন, আইরল্যান্ড এবং **তাতিয়ানা ভার্গাস-মাইয়া,** ফেডেরাল ইউনিভার্সিটি অফ রিও গ্রান্ডে ডো সাল, ব্রাজিল।

নিউক্লিয়াস অফ স্টাডিজ ইন সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড ল্যাটিন আমেরিকার (NETSAL-IESP/UERJ) *সোশ্যাল মুভমেন্টস পালনের উদ্দেশ্যে ইলাস্ট্রেশনটি তৈরি করেছেন ব্রাজিলের চিত্রশিল্পী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রিবস* (https://twitter.com/o_ribs *এবং* https://www.instagram.com/o.ribs/)*। কৃতজ্ঞতা: রিবস, ২০২১ ।*

২০১০ খ্রিস্টাব্দ পরবর্তী বিশ্বে ডানপন্থি রাজনীতির উত্থান এবং পু-নরুত্থান নিয়ে ব্যাপক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এবং গবেষণা করা হয়েছে। এই ছোট প্রবন্ধে আমরা দাবি করেছি যে, উক্ত ঘটনাবলিকে বুঝার জন্যে বৈশ্বিক দক্ষিণের দৃষ্ঠিভঙ্গির আলোকে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন যেখানে ঔপনিবেশিকতা এবং উপনিবেশিক চিন্তাধারার কাঠামো একটা কেন্দ্রিয় বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা পালন করে (মাসুদ এবং নিসার, ২০২০, তাভারেস ফুর্টাডো এবং একলুন্ড, ২০২২)। আন্তর্জাতিক সাহিত্যে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপকে কেন্দ্রে রেখে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোকে প্রায়শই বিশেষ উদাহরণ, কেস স্টাডি অথবা বৃহত্তর রাজনৈতিক ঘটনাবলির প্রকরণ হিসাবে দেখা হয়। এই ধরনের ঔপনিবেশিক একাডেমিক মনোভঙ্গির কারণে ব্রাজিল এবং ফিলিপাইনের মতো দেশগুলোতে উগ্র এবং হিংসাত্মক প্রভুত্ববাদী সরকার গড়ে উঠেছিল। ব্রাজিলের জেইর বলসোনারো সরকার পরিবেশের যে প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে তা অপরিমেয় এবং এর কেবল যৎ-সামান্যই আন্তর্জাতিক মহলে সাংবাদিক ও একাডেমিকদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পেরেছে–যা বিশ্বের উপরে চরম উগ্র ডানপন্থিদের প্রভাব নিয়ে বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক।

সাম্প্রতিক জনতুষ্ঠবাদী এবং কর্তৃত্ববাদীদের জোয়াড়ে আগ্রহ দেখিয়েছে এমন কাজ ও লেখাগুলো বৈশ্বিক উত্তর এবং দক্ষিণের বিশেষত্বের মধ্যে খুবই সামান্য পার্থক্য করে। প্রাথমিকভাবে, ইউরোপীয এবং আমেরিকান দল এবং আন্দোলনের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে (ব্রাউন, গর্ডন, এবং পেনস্কি, ২০১৮, ইটওয়েল এবং গুডউইন, ২০১৮; হাওলি, ২০১৭, হারমেনস্যান, লওর‍্যান্স, মুলহাল এবং মুরডক ২০২০, ইঙ্গলেহার্ট এবং নরিস, ২০১৬, মন্ডন এবং উইন্টার, ২০২০; মুড্ডে, ২০১৭, মুড্ডে ২০১৯, মুড্ডে এবং কাল্টওয়াসের, ২০১৮)। ফলাফল খুবই সীমিত হলেও সর্বব্যাপি সংগ্রহশালা যা সমৃদ্ধ দেশগুলোতে মন্দা, কল্যাণকামী রাষ্ট্রের অবক্ষয়, দেশান্তর, শ্রমিক শ্রেণির অসন্তোষ, দারিদ্র্য, অগণতান্ত্রিকতা, এবং উদার গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য দায়ী প্রক্রিয়ার উপর প্রাধান্য দিচ্ছে।

> বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমসাময়িক ডানপন্থার উদ্ভব

সর্বপ্রথম, এখানে আমারা সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ডানপন্থা রাজনীতির উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করবো। সেই সঙ্গে

>>

উদীয়মান অর্থনীতির বিকশিত হবার কারণ বের করতে হবে। যখন নরেন্দ্র মোদী (২০১৪ খ্রি. ভারতে), রড্রিগো দুতের্তে (২০১৬ খ্রি. ফিলিপাইনসে) এবং জেইর বলসানারো (২০১৮ খ্রি. ব্রাজিলে) ক্ষমতায় আসেন, তখন এ সমস্ত দেশগুলো পূর্বের কল্যণনমুলক রাষ্ট্র থেকে অবক্ষয়ের দিকে যাচ্ছিলো এমনটি নয় বরং দারিদ্র্যরা দারিদ্র্য হতে বেরিয়ে আসছিল এবং কর্তৃত্ববাদিতার মধ্যে আর নূতনত্ব ছিল না কিন্তু এটা একটা বৃহৎ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

সেসময়ে ভারত আর ফিলিপাইনে অব্যাহতভাবে ব্যাপক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পথে অগ্রসরমান ছিল। যদিও ব্রাজিল বলসোনারোকে অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে নির্বাচিত করে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবর্ণ সময়েই ডানপন্থিদের পুনরুত্থানের হয়েছিল (রচা, ২০১৮)। এই দেশগুলোতে শরণার্থী-সংকট ছিল না, যেখানে অভিবাসীরা স্থানীয় অধিবাসীদের চাকুরি সুবিধাগুলো গ্রহণ করবে। এই দেশগুলো বরং বর্ণভিত্তিক জাতিগত 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' বিরুদ্ধে লড়াই করছিল।

বিশ্বের উপনিবেশিক এবং প্রান্তিক অংশে অব্যাহত কর্তৃত্ববাদিতা, সংরক্ষনশীলতা, অনিশ্চয়তা এবং ঔপনিবেশিকতা একটি উন্নত ইউরোপীয়-আমেরিকান-পশ্চিমা বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গঠিত অভিন্ন তাত্ত্বিক কাঠামো দ্বারা ব্যাখা দেয়া যায় না। চরম ডানপন্থার জ্ঞানভাষ্যের একটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক উপনিবেশিকতার সমালোচনা আলোকে (মাসুদ এবং নিছার, ২০২০) পরামর্শ হলো চরম ডানপন্থার জনতুষ্ঠবাদ বিশ্লেষণ বৈশ্বিক উত্তর আর দক্ষিণের আন্দোলনের বিভিন্নতার আলোকে করা উচিত। আমরা এই বলছি না যে, বৈশ্বিক উত্তরের অভিজ্ঞতাসমূহকে অবহেলা করা উচিত। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, ব্রিটেনে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ব্রেক্সিট গণভোট এবং আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচন প্রভৃতি ছিল সারাবিশ্বব্যাপি কর্তৃত্ববাদিতা ছড়িয়ে দেবার জন্য কেন্দ্রীয় ঘটনা। সেই সঙ্গে, এই সকল ঘটনা চরম ডানপন্থার এই ধরনের আন্দোলন জন্য প্রাসঙ্গিক অনুপ্রেরণা এবং সুযোগ তৈরি করেছিল। একইসময়ে, বৈশ্বিক উত্তরের দেশ কর্তৃক দক্ষিণের দেশসমূহে ক্ষমতাচর্চা এবং চরমপন্থি ভাবধারার ক্রমাগত রপ্তানি অব্যাহত রয়েছে। উপরন্তু, ডিজিটাল সমিজিক যোগাযোগ মাধ্যম, একটা আন্তঃসম্পর্কযুক্ত বৈশ্বিক অর্থনীতি, বৈশ্বিক ক্ষমতার অন্তর্জাল এবং ষড়যন্ত্র তত্ত্বের উপাদানগুলো কর্তৃত্ববাদী জনতুষ্ঠবাদকে বৈশ্বিকরূপে উৎসাহিত করে।

> নতুন চরম ডানপন্থার উপরে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা : তুলনামূলক বৈশ্বিক লক্ষ্যের উপাদানসমূহ

যদিও বৈশ্বিক দক্ষিণের কর্তৃত্ববাদ এবং জনতুষ্ঠবাদ অধ্যায়নের একটা লম্বা ইতিহাস আছে, তবুও নতুন চরম ডানপন্থিদের উপর বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি বিশেষত; ব্রাজিল ও ভারতের মতো দেশগুলোর আলোকে দেখা যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে কাস মুড্ডে সম্পাদিত এবং ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত দি পপুলিস্ট রেডিক্যাল রাইট : এ রিডার গ্রন্থটি একটি সর্বজনীন কাজ বলে ধারণা করা হয়। এটি মূলত ইউরোপের ওপর ভিত্তি করে রচিত একটি আঞ্চলিক কাজ। নিঃসন্দেহে জেইর বলসোনারোর ঘটনাটি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে এ প্রক্রিয়াটি জ্ঞান উৎপাদনের ঔপনিবেশিক ধরনের দ্বারা প্রভাবিত যা একাডেমিক মহলে এখনো আটকে আছে। এখন, বৈশ্বিক দক্ষিণের চরম ডানপন্থার বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্রাজিলকে একটা কেস স্টাডি হিসাবে বিভিন্ন প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্তি করা হয়েছে এবং ব্রাজিলকে বিশ্লেষণে একই তত্ত্ব-পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। (মাসুদ এবং নিছারের, ২০২০) সাথে একমত হয়ে আমরাও বলতে চাচ্ছি যে, এই পন্থাটি উল্টে দেওয়া উচিত। মূলত; বৈশ্বিক দক্ষিণের অপূর্ণাঙ্গ বা মিশ্র আধুনিকতার ফলশ্রুতিতে বিশ্বে বিভিন্ন ঘটনাবলির উৎপত্তি হচ্ছে।

যদিওবা, অধিকাংশ গবেষণা বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোতে জনতুষ্ঠবাদী ডানপন্থি রাজনীতি পুণরুত্থানের কারণ ও সামাজিক অবস্থার বিশ্লেষণ করেছে, ঘটনাগুলার বোঝাপড়া খুবই সংকীর্ণ এবং খণ্ডিত রয়ে গেছে। কারণ, এটির মধ্যে এমন একটি তত্ত্ব অথবা প্রত্যয় কাঠামোর অভাব আছে যা 'কেন উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশগুলো কর্তৃত্ববাদী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছে' তার কারণ উদ্‌ঘাটন করে। দক্ষিণের অভিজ্ঞতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে, উপনিবেশিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা বুঝবার জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানদণ্ডের পরিবর্তন এবং প্রত্যয়গত ধারণার সম্প্রসারণ করা উচিত। নতুন গবেষণার লক্ষ্যে, আমাদের প্রশ্ন হলো নতুন ডানপন্থায় নতুনত্ব কী? বোলসোনারো অথবা দুতের্তের কর্তৃত্ববাদী জনতুষ্ঠবাদ এবং অতীতের একনায়কতন্ত্রের শাসনের মধ্যে কী কী সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য রয়েছে? বৈশ্বিক উত্তরের দেশগুলো এসব দীর্ঘদিনের চরমপন্থি রাজনীতিতে আক্রান্ত দেশগুলো থেকে কী শিখতে পারে? বস্তুত চরমপন্থা, নব্য-ফ্যাসিবাদ এবং কর্তৃত্ববাদিতার এই নতুন রূপগুলোর সঙ্গে নব্য উদারাবাদের যুক্ততা সমাজের সামাজিক অনিশ্চয়তার মধ্যে এবং নতুন প্রযুক্তির সংযোগ একুশ শতকের জনতুষ্ঠিবাদকে শক্তিশালী করেছে এবং রাজনীতির প্রধান ধারায় পরিণত করেছে।

বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের ডানপন্থি রাজনীতির মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্যটা হলো সম্ভবত ডানপন্থি রাজনীতির মাত্রা ও এর তীব্রতা। সঙ্গত কারণে এর মাত্রা ও তীব্রতাকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং যথাযথভাবে বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ট্রাম্প এবং বলসোনারো 'কুকুরকে শিশ দেওয়ার মতো' অভিন্ন কৌশলে যদি একই সামাজিক গণমাধ্যমে সংঘাতময় বিবৃতি প্রকাশ করেন। যদিওবা, দেশভেদে এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়ন এবং সাংবিধানিক বিধির প্রেক্ষিতে এসব বিদ্বেষী মন্তব্যের প্রভাব ভিন্ন হতে পারে। সাধারণভাবে যদিও ডানপন্থিদের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি জনতুষ্ঠবাদি শাসকদের সাথে ডানপন্থার মিলগুলো খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু বৈশ্বিক দক্ষিণে লিঙ্গভিত্তিক এবং যৌন অধিকারের বিরুদ্ধে যে 'ধর্মতান্ত্রিক' যুদ্ধ চলছে তা বৈশ্বিক উত্তর অপেক্ষা আরও অর্ন্তঘাতমুলক এবং সে কারণে আরো ক্ষতিকর হবে এই সত্যটির ওপর আরো মনোযোগ দেওয়া সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

> বৈশ্বিক দক্ষিণের একক বৈশিষ্ট্যসমূহ বা বিশিষ্টতা

নিম্নে পাঁচটি পরিপ্রেক্ষিত উল্লেখ করা হলো যা একটি নতুন চিন্তা-কাঠামো (ফ্রেমওর্য়াক) গঠন করতে পারে এবং প্রকারান্তে বৈশ্বিক দক্ষিণের বহু একক বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারে :

১. অর্থনৈতিক মন্দা এবং রাজনৈতিক আত্মপরিচয় : ডানপন্থী সাহিত্যে সাদা মানুষদের বঞ্চনা-গঞ্জনার দিকে খেয়াল করেছে। পক্ষান্তরে, বৈশ্বিক দক্ষিণের উপনিবেশিক দেশগুলোকে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক মন্দা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও, উদিয়মান অর্থনীতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বন্ধ্যাত্ব নতুন ধরনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্ভাবনার নির্দেশ করে। বৈশ্বিক উত্তরের নব্য ফ্যাসিবাদের বিষয় বুঝার খাতিরে তার মহিমান্বিত অতীত ইতিহাস বোঝা জরুরি। তবে, এই ধরনের চিন্তাধারা বৈশ্বিক দক্ষিণের জন্য উপযুক্ত কিনা তা আরো ভেবে দেখতে হবে।

২. জাতীয়তাবাদের তারতম্য এবং বিদেশি আতঙ্ক : উপনিবেশিক দেশগুলোতে জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন মাত্রা প্রচলিত আছে। উপরে যেরূপ উল্লেখ করেছি, বৈশ্বিক দক্ষিণের কিছু দেশের গৌরবউজ্জ্বল অতীত নাও থাকতে পারে কিন্তু তাদের একটা ভবিতষ্যৎ রয়েছে। এই দেশগুলোর বহিশত্রুর (অভিবাসী সংকট বা শরণার্থী) থাকার চেয়ে অভ্যন্তরীণ শত্রু (সংখ্যালঘু জাতী-গোষ্ঠী) থাকার সম্ভাবনা বেশি। যদিও ডান-পন্থি রাজনীতির কলাকৌশল হিসেবে বর্ণবাদ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়; তথাপি, ব্রিটিশ সাদা মানুষের আধিপত্যবাদ, উদাহারণস্বরূপ হিন্দু আধিপত্যবাদ থেকে ভিন্ন অর্থ রয়েছে।

৩. লৌহমানব ও স্বৈরাচারের উত্তরাধিকার : বৈশ্বিক দক্ষিণের অনেক দেশ একনায়কত্বত্রের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করেছে যা সেনাবাহিনী ও পুলিশের মধ্যে বর্ণ-জাতীগোষ্ঠি ও দুর্বল গোষ্ঠীগুলোর প্রতি যারা কখনও গণতন্ত্রের স্বাদ পায় নি এবং ক্রমাগত হিংসাত্বক হিংসাত্মক নীতির সৃষ্টি করেছে।

৪. অ-ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে ধর্মীয় এবং নৈতিক সংরক্ষণবাদিতা : ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের একটি মূলনীতি কিন্তু বৈশ্বিক দক্ষিণের নব্য প্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রগুলো রাজনৈতিক বিষয়াবলিতে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ এবং

>>

মৌলবাদের পৈশাচিক প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যা জনগণের শরীর ও যৌনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা শৃঙ্খলার অনুশাসন হিসেবে কাজ করে।

৫. প্রতিরোধ শক্তি : বৈশ্বিক দক্ষিণে চরম ডানপন্থা আবারও প্রকটরূপ ধারণ করে ফিরে এসেছে যা আপাতদৃষ্টিতে দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে মনে হচ্ছে। যদিও এ ধরনের ডানপন্থি রাজনীতির বিরুদ্ধে এ যাবৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ও সৃজনশীল প্রতিরোধ এসেছে লাতিন আমেরিকার নারীবাদী সামাজিক আন্দোলনে বিশেষত, আর্জেন্টিনা ও চিলি থেকে।

সবশেষে, এই পাঁচটি পরিপ্রেক্ষিত শেষ কথা নয় এবং এগুলো সবদেশে সব পরিস্থিতিতে প্রয়োজ্য হবে তাও নয়। এগুলো কিছু দিক নির্দেশনামুলক পরামর্শ যা বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলো কর্তৃত্ববাদের ছায়াতলে তাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর ওপর আলোকপাত করে। আমরা বিশ্বাস করি বৈশ্বিক দক্ষিণে চরম ডানপন্থার কারণ ও পরিণতি সর্ম্পকে বোঝার খাতিরে আরও তুলনামূলক অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণের দরকার আছে। এই ধরণের কাজ সমূহ বর্তমান বিশ্বের এ ধরনের রাজনীতিকে বোঝার উপায় পরিবর্তন করতে সহায়তা করবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
রোজানা পিনহেইরো-মাকাডো <rosana.pinheiro-machado@ucd.ie>
Twitter: @_pinheira
তাতিয়ানা ভার্গাস-মাইয়া <vargas.maia@ufrgs.br>
Twitter: @estocastica

১। এই নিবন্ধটি আমাদের ২০২৩ প্রকাশিতব্য বইয়ের ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত এবং অভিযোজিত সংস্করণ (আরো দেখুন, Pinheiro-Machado এবং Vargas-Maia, 2018)

গ্রন্থপঞ্জি:

Brown, W., Gordon, P. E., and Pensky, M. (2018) Authoritarianism: three inquiries in critical theory. Chicago, University of Chicago Press.

Eatwell, R., and Goodwin, M. (2018) National populism: The revolt against liberal democracy. Penguin UK.

Hawley, G. (2017) Making sense of the alt-right. New York, Columbia University Press.

Hermansson, P., Lawrence, D., Mulhall, J., and Murdoch, S. (2020) The International Alt-right: Fascism for the 21st century?. London, Routledge.

Inglehart, R. F., and Norris, P. (2016) Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash. Harvard JFK School of Government Faculty Working Papers Series. 1-52.

Masood, A., and Nisar, M. A. (2020) Speaking out: A postcolonial critique of the academic discourse on far-right populism. Organization. 27(1), 162-173.

Mondon, A., and Winter, A. (2020) Reactionary democracy: How racism and the populist far right became mainstream. London, Verso Books.

Mudde, C. (2017) The populist radical right: A reader. London, Routledge.

Mudde, C. (2019) The far right today. John Wiley & Sons.

Mudde, C., and Rovira Kaltwasser, C. (2018) Studying populism in comparative perspective: Reflections on the contemporary and future research agenda. Comparative Political Studies. 51(13), 1667-1693.

Pinheiro-Machado, R. Vargas-Maia, T. (2018) As Múltiplas faces do conservadorismo brasileiro. Revista Cult. 234, 26-31.

Pinheiro-Machado, R. Vargas-Maia, T. (2023). The Rise of the Radical Right in the Global South. London: Routledge.

Rocha, C. (2018) "Menos Marx, mais Mises": uma gênese da nova direita brasileira (2006-2018). Doctoral dissertation, São Paulo, Universidade de São Paulo.

Tavares Furtado, H., and Eklundh, E. (2022). Populism or the European condition?. Journal for the Study of Radicalism. 16(2).

> গ্রিন প্যাক্ট এবং বাস্তুসামাজিক

রূপান্তরের ভূ-রাজনীতি

মারিস্টেলা ভাম্পা, লা প্লাটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আর্জেন্টিনা; **আলবার্তো অ্যাকোস্টা,** অর্থনীতিবিদ এবং গণপরিষদের সাবেক সভাপতি, ইকুয়েডর; **এনরিক ভিয়েল**, পরিবেশ আইনজীবী, আর্জেন্টিনা; **ব্রেনো ব্রিনিউ**, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ রিও ডি জেনিরো, ব্রাজিল, এবং কমপ্লুটেন ইউনিভার্সিটি অফ মাদ্রিদ, স্পেন; **মিরিয়াম ল্যাং,** সিমন বলিভার আন্দিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়, ইকুয়েডর; **রাফায়েল হোটমার,** স্ট্রাটেজি এবং ক্যাম্পেইনের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার বিশেষজ্ঞ, গবেষণা এবং সাংগঠনিক পরিবর্তন, পেরু; **কারমেন আলিয়াগা,** কালেকটিভো ডি কোঅরডিনেসিওন ডী আকিওনেস সোসিও আম্বিয়েনটালিস , বলিভিয়া; এবং **লিলিয়ানা বুইট্রাগো,** পলিটিক্যাল ইকোলজি অবজারভেটরি, ভেনেজুয়েলা।

কৃতজ্ঞতা: Pacto EcoSocial e Intercultural del Sur.

কোভিড-১৯ মহামারি শুরু হওয়ার পরে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের প্রথম মাসে ইকোস্যোসাল এবং ইন্টারকালচারাল প্যাক্ট গঠিত হয়েছিল। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল লাতিন আমেরিকার জন্য একটি সর্বগামী বাস্তু-সামাজিক রূপান্তরকে সমর্থন করা। শুরু থেকেই প্ল্যাটফর্মটি কমিউনিটি নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, খাদ্য সার্বভৌমত্ব, বাস্তুকৃষিবিদ্যা, স্থানীয় শক্তি এবং ইকোফেমিনিজমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন স্থানীয় অভিজ্ঞতাকে প্রচার, প্রসার এবং পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিল।

এই উদ্যোগটি সমসাময়িক বিশ্বের বিভিন্ন সংকটে জরুরীভিত্তিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করেছে। কিন্তু বিকল্প পথও তৈরি হয়েছিল। যেমন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাতিন আমেরিকায় বাস্তু-সামাজিক রূপান্তর ও গ্রিন

>>

প্যাক্টস প্রস্তাবসমূহের আবির্ভাব। আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন স্থানীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মহাদেশগুলোতে যে অগ্রগতি হয়েছে তার বিপরীতে সেই হেজেমনিক চুক্তিগুলো অপর্যাপ্ত। কারণ, তারা বিদ্যমান পরিস্থিতির পুনরুৎপাদন করে এবং গভীর ভূ-রাজনৈতিক অসাম্য এবং উত্তর-দক্ষিণ অসমতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

দুই বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেছে এবং বৈশ্বিক পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। আমরা এখন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নিমজ্জিত (ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন) যা জ্বালানি ও খাদ্য সংকটকে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং আমরা বর্তমানে জলবায়ু সংকটের মুখোমুখি। উপরন্তু এই যুদ্ধ হেজেমনিক গ্রিন পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রকারের সম্পদ আহরনের তীব্রতা বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।

এই প্রবন্ধটি তিনটি উপাদান বিশ্লেষণ করবে। প্রথমত; আমরা হেজেমনিক গ্রিন চুক্তির কিছু মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করব এবং আমাদের সমালোচনা প্রণিত করব। পরবর্তীতে, আমরা বাস্তুতান্ত্রিক ঋণের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তু-সামজিক রূপান্তরের ভূ-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করব। পরিশেষে, আমরা ন্যায্য রূপান্তরের অগ্রগতির জন্য প্রস্তাবনা এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরব এবং অবিচ্ছেদ্য বাস্তু-সামাজিক ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ রূপ কী হতে পারে তা তুলে ধরব।

> হেজেমনিক গ্রিন প্যাক্টস এর মুখোমুখি দক্ষিণের বাস্তু-সামাজিক এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক প্যাক্টগুলো

ঋপরিবেশগত এবং পদ্ধতিগত পতনের অনিবার্য বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে জ্বালানির রূপান্তরকে বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত কর্পোরেট এবং রাজনৈতিক মহলের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, তারা কার্বন নির্গমন হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখলেও পুঁজির বর্তমান সামাজিক বিপাককে প্রশ্নবিদ্ধ করে না। তাদের রূপান্তর ধারণাগুলো কর্পোরেটিস্ট, টেকনোক্রেটিক, নব্য-ঔপনিবেশিক এবং এমনকি আহরণের কৌশলগুলোর ওপর নির্ভরশীল। ফলে, এটা কাঠামোগত রূপান্তরকে বিবেচনা করে না। দক্ষিণের বাস্তু-সামাজিক এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক প্যাক্টগুলো জায়গা থেকে আমরা এই পদ্ধতিগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করি এবং বৈশ্বিক ন্যায়বিচারের যুক্তিতে বাস্তু-সামাজিক রূপান্তরকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। এই আলোচনা একই সঙ্গে রূপান্তরের হেজেমনিক প্রস্তাবগুলোর সমালোচনা এবং বিকল্প উপায় উভয় বিষয়ে আলোকপাত করবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, গ্রিন চুক্তি এবং নতুন হালের গ্রিন চুক্তির প্রস্তাবগুলো প্রসারিত হয়েছে। এগুলো বৈচিত্র্যময় এবং ভিন্নধর্মী কিন্তু সাধারণত কিভাবে কার্বন নিঃসরণ কমানো যায় ও 'ন্যায্য' এবং অনুমিতভাবে 'টেকসই' অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নীত করা যায় সে বিষয়ে বৈশ্বিক উত্তরে রাজনৈতিক-আলোচনামূলক সংযোগের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করতে এগিয়ে এসেছে। জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রায়শই এই গ্রিন চুক্তির আলোচনার কেন্দ্রে থাকে, যেখানে ঐতিহাসিকভাবে নেতিবাচক পরিবেশগত প্রভাবের শিকার জনগোষ্ঠীর জন্য 'প্রতিকার তহবিল' নির্ধারণ করা হয়। তবে, প্রায়শই জলবায়ু ন্যায়বিচার বেশিদূর যাবার আগেই থেমে যায়। বৈশ্বিক উত্তরের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের আগ্রহ ব্যাপক। কিন্তু সেটি বৈশ্বিক দক্ষিণের জন্য কি প্রভাব বয়ে নিয়ে আসবে সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নয়। এমনকি, ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের ঐতিহাসিক নতুন চুক্তির প্রতিক্রিয়ায় রাজনৈতিক বামপন্থী বিভিন্ন অংশের দ্বারা প্রণীত বেশিরভাগ পাল্টা-প্রস্তাবের ক্ষেত্রেও এটি সত্য; যা সামাজিক নীতি, অর্থনৈতিক বিধিমালা এবং চাকরির সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ওপর একটি শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গি রাখে। অপরপক্ষে, অন্যান্য গ্রিন চুক্তিগুলো রূপান্তরের নেতৃত্ব দেয়ার জায়গাটি কর্পোরেশন এবং বাজারের ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

সাধারণভাবে, বৈশ্বিক উত্তরের সমস্ত গ্রিন চুক্তি জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব এবং ডিকার্বনাইজেশনের সাথে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারকে একত্রিত করার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে। নিঃসন্দেহে, তারা অন্ধ উন্নয়নবাদ এবং অস্বীকারের প্রশ্নে এক ধাপ এগিয়ে। কিন্তু সরকারি কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ইউরোপীয় গ্রিন চুক্তি একটি সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক রূপান্তর প্রস্তাব করতে পারেনি বলে এই অঞ্চলের সমালোচকদের দ্বারা রোষের শিকার হয়। এদিকে, ইউএস জিএনডি (GND) মূলত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এটি কংগ্রেসের অ-বাধ্যতামূলক রেজোলিউশনের রূপ নিলেও এটি আইন হতে পারেনি। যদিও জিএনডি ইস্যুটি জো বাইডেনের নির্বাচনী প্ল্যাটফর্মের অংশ ছিল, সেই একই প্রশাসন ইতোমধ্যেই গোপনে জ্বালানি তেল উন্নয়নের জন্য লক্ষ লক্ষ হেক্টর জায়গা সাফ করেছে। একই সাথে, চীন, তার সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভিন্ন উদ্দেশ্যের ঘোষণা সত্ত্বেও, কয়লার ব্যাপক ব্যবহারে এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ CO2 নির্গমনকারী দেশ হিসাবে বিরাজ করছে।

পাশাপশি, এই গ্রিন চুক্তি বাজার দ্বারা চালিত জ্বালানী পরিবর্তন এর জন্য বাস্তু-সামাজিক পরিবর্তনকে গৌণ করে তুলছে। এটির প্রধান লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের উভয় ক্ষেত্রেই কর্পোরেট রূপান্তর। জীবাশ্ম জ্বালানির সময়কার মতো একই যুক্তি এবং ব্যবসার অনুরূপ একটি মডেলের ধারাবাহিকতা হিসাবে এটিকে দেখা যেতে পারে। এটি আঞ্চলিক হস্তক্ষেপের বহিঃস্থ পরিকল্পনাকে স্থায়ী রূপ দিচ্ছে, যা দখলদার সম্পদ আহরণের বৈশিষ্ট্য।

এই কর্পোরেট রূপান্তরের একটি উদাহরণ হলো 'লিথিয়াম ত্রিভুজ' (উত্তর আর্জেন্টিনা, চিলি এবং দক্ষিণ বলিভিয়া), যেখানে বৈশ্বিক উত্তরের প্রয়োজনের জন্য একটি গ্রিন রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পদ আহরণের পুনরাগমন আমরা প্রত্যক্ষ করছি, যার বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য ব্যাটারির সরবরাহ প্রয়োজন। আরেকটি স্পষ্ট উদাহরণ হলো চীনে উইন্ড টারবাইন ব্লেড নির্মাণে ব্যবহৃত বলসা কাঠের ব্যাপক রপ্তানির জন্য ইকুয়েডরীয় আমাজনের বন উজাড় করা।

উত্তরের সবুজ জ্বালানি রূপান্তরের নামে সম্পদ আহরনের এই নতুন তীব্রতাকে নিন্দা ও বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। হেজেমনিক গ্রিন চুক্তি যাকে 'রূপান্তর' বলে তা কেবল জ্বালানি ম্যাট্রিক্সের একটি অংশকেই উপস্থাপন করে মাত্র। এমনকি উত্তরের ভালো উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও, পরিবেশগত ন্যায়বিচারের সঙ্গে সামাজিক ন্যায়বিচারকে একত্রিত করার জন্য 'ন্যায় রূপান্তর' প্রায়শই একটি দেশীয় স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে। এসব ক্ষেত্রে বৈশ্বিক দক্ষিণের ওপর এর প্রভাব বিবেচনা করা হয় না।

জ্বালানির বিকেন্দ্রীকরণ, বিপুঞ্জিভূতকরণ এবং উৎপাদনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন ছাড়াই এই চুক্তিগুলো এক ধরনের পরিবেশগত পরিবর্তন প্রচার করে যা পুঁজিবাদী আহরণকে পরিত্যাগ করে না এবং এটি অসীম বৃদ্ধির ধারণার ওপরই ভরসা রাখে। অতএব, পরিবেশগত পরিপ্রেক্ষিতে জীবাশ্ম জ্বালানি মডেলের টেকসইহীন অবস্থা আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। কারণ, এই বৃদ্ধির মডেলের জন্য প্রকৃতির শোষণ এবং ধ্বংসের তীব্রতা প্রয়োজন।

এই প্রস্তাবগুলোর বিপরীতে এবং বিতর্ক করার জন্য আমরা ভূ-রাজনৈতিক দক্ষিণের দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায্য রূপান্তরের ধারণার প্রস্তাব করি যেন এটি বৈশ্বিক উত্তরের দ্বারা সংজ্ঞায়িত এবং পুনঃর্নিবেশিত না হয়। আমরা সেক্টরাল ধারণাগুলো পরিত্যাগ করাকে তাই সমর্থন করি এবং বাস্তু-সামাজিক রূপান্তরের আরও বহুমাত্রিক, সামগ্রিক এবং অবিচ্ছেদ্য দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশের পক্ষেও সমর্থন করি। যে জ্বালানির পরিবর্তন শক্তি সম্পদের বণ্টনে আমূল বৈষম্যকে তুলে ধরে না যা পণ্যজাতকরণের বিপরীতে থাকে না এবং বি-উপনিবেশকরণকে উন্নীত করে না যা সুশীল সমাজের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে না এবং যা মানব জীবনের স্বরূপের পরিবর্তন করে না। সেটি বিপর্যয়ের কাঠামোগত কারণকে পরিবর্তিত না করে কেবল আংশিক সংস্কার ঘটাবে।

> বাস্তুতান্ত্রিক ঋণ এবং বাস্তু-সামাজিক পরিবর্তনের ভূ-রাজনীতি

আমাদের প্রস্তাবগুলো মূলত বাস্তু-সামাজিক রূপান্তরের ভূ-রাজনীতিকে কেন্দ্র করে। দীর্ঘমেয়াদে এর অর্থ হলো উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্ক, আঞ্চলিকতা

>>

এবং বৈশ্বিক উত্তরের পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সাথে লাতিন আমেরিকার দখলদারিত্বের ঐতিহাসিক-ঔপনিবেশিক বিষয়গুলোর পাঠ। মাঝারি এবং স্বল্প মেয়াদে এটি রাষ্ট্র এবং কর্পোরেশনগুলোর দ্বারা প্রচারিত 'মিথ্যা সমাধানগুলো'র প্রকৃত চেহারা তুলে ধরা এবং একাধিক অঞ্চলে কিভাবে তারা একটি ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে সেগুলো তুলে ধরা এ প্রস্তাবগুলোর অন্যতম দিক।

বাস্তু-সামাজিক পরিবর্তনের ভূ-রাজনীতির কয়েকটি রূপ রয়েছে। একটি হলো ল্যাটিন আমেরিকা থেকে কাঁচামালের আহরণের সাথে যুক্ত বৈশ্বিক বৈষম্য বৃদ্ধি। এর পাশাপাশি প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস এবং প্রাণির ত্বরান্বিত বিলুপ্তি। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর ন্যাচারের মতে, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বিশ্বব্যাপি মেরুদণ্ডী প্রাণির গড়ে ৬৮% এবং ল্যাটিন আমেরিকার ট্রপিকে ৯৪% হ্রাস পেয়েছে। এই সব ঘটনা বাস্তুতান্ত্রিক ঋণের বহিঃপ্রকাশ। যদিও এসবের উৎপত্তি ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন থেকে, তারপরে এটি পরিবেশগতভাবে অসম বিনিময় এবং শিল্পোন্নত দেশগুলোর জীবনযাত্রার আগ্রাসী পদ্ধতির দ্বারা দরিদ্র দেশগুলোতে অবস্থিত প্রাকৃতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ধ্বংস-উভয়ের দ্বারা ত্বরান্বিত হয়েছে।

দক্ষিণের দেশগুলো থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ রপ্তানির কারণে পরিবেশ, শ্রম এবং অঞ্চলগুলোর ওপর চাপের বিষয়টিও বিবেচনা করা উচিত। বাস্তুতান্ত্রিক ঋণ আরেকটি আন্তঃসম্পর্কিত উপায়েও বাড়ছে; কারণ ধনী দেশগুলো তাদের 'জাতীয়' বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যহীনতা কাটিয়ে উঠতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য অঞ্চলে দূষণ (বর্জ্য বা নির্গমন) স্থানান্তর করে বা এর জন্য দায়িত্ব না নিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণ (কার্বন অফসেট) চেয়েছে। বাস্তুতান্ত্রিক ঋণও এক প্রকার জলবায়ু ঋণ এবং বৈশ্বিক উত্তর ও দক্ষিণের এবং মধ্যে ঐতিহাসিক কার্বন নির্গমনের একটি বিশাল ব্যবধান রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকা, ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৬০% এর বেশি কার্বন নির্গমনের জন্য দায়ী, যেখানে দক্ষিণ আমেরিকা মাত্র ৩% এর জন্য দায়ী। এটিকে যেমন উপেক্ষা করা যায় না, ঠিক তেমনি আমরা আর্থিক ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বাস্তুতান্ত্রিক ঋণকে সীমাবদ্ধ করতে পারি না। এর কারণ হলো প্রকৃতির বাণিজ্যিকীকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত মূল্য বৈশ্বিক শোষণ অব্যাহত রেখেছে যা জাতিভেদে এবং উপনিবেশিত জনগণকে সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে।

বাস্তুতান্ত্রিক ঋণ দাবি করার মাধ্যমে আমরা অবিচ্ছেদ্য, অনটোলজিকাল এবং প্রতিকারমূলক ন্যায়বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণের জনগণের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তা দেওয়ার কৌশলগুলোর পক্ষে কথা বলি। এর বিপরীতে, ভূ-রাজনৈতিক ব্যবধান কমানোর পরিবর্তে হেজেমনিক রূপান্তর প্রস্তাবগুলো গ্লোবাল সাউথের কাছে ঔপনিবেশিক এবং পরিবেশগত ঋণকে আরও গভীর করার গুরুতর ঝুঁকি আরোপ করে। এই ঋণের জন্য ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং কোনো পরিবেশগত পরিবর্তন সম্ভব নয়। যেকোনো বাইনারি এবং সরলীকরণের পরিবর্তে এই মুহূর্তে, গ্লোবাল নর্থ এবং গ্লোবাল সাউথের দ্বন্দ্ব এবং সমালোচনার ডায়ালগটি এখন কৌশলগত, যা 'কে কার কাছে ঋণী' তা নিয়ে বিশ্বব্যাপি যুক্তি তর্ককে উতসাহিত করতে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের বাস্তুতান্ত্রিক-আঞ্চলিক সংগ্রামের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবাদের নতুন রূপগুলোকে তুলে ধরবে।

> একটি ন্যায্য শক্তি পরিবর্তন বনাম অবিচ্ছেদ্য ন্যায়বিচারের বাস্তু-সামাজিক দিক

আমাদের আলোচনায় গ্লোবাল সাউথের অন্যান্য বাস্তবতার সাথে আমরা সমুদ্রতীরদুরবর্তী এলাকায় তেল শোষণ, ফ্র্যাকিং এবং গ্লোবাল নর্থের অতিরিক্ত চাহিদার যোগান দিতে আরও বেশি মেগা-প্রকল্প বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ্য করি (আমাদের সাম্প্রতিক ইশতেহার দেখুন)। নিবিড় শিল্প মনোকালচারের নামে কৃষি নিষ্কাশনবাদ সমস্ত জল, বায়ু এবং ভূমি সম্পদকে উপযোগী করছে। আমাদের সব দেশে কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণের এই বিশাল মাত্রা উদ্বেগজনক।

যদিও বাস্তু-সামাজিক পরিবর্তনগুলোকে জ্বালানির সমস্যায় সীমাবদ্ধ করা যায় না। তবে. জ্বালানি ব্যবস্থার, উৎপাদনের পদ্ধতি এবং সমাজ-প্রকৃতি সম্পর্কের কাঠামোগত রূপান্তর অপরিহার্য। জ্বালানি রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণের ইকোস্যোসাল এন্ড ইন্টারকালচারাল প্যাক্টের প্রধান বিষয়গুলো হলো:

- জ্বালানি একটি অধিকার এবং জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য জ্বালানি গণতন্ত্র হলো একটি প্রয়োজনীয়তা।
- জ্বালানির সংকট দূর করার জন্য পরিবেশগত ন্যায়বিচারের সাথে সামাজিক ন্যায়বিচারকে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। বাস্তু-সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কেবল সমাজের একটি বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিয়ে, দুর্বল সেক্টরগুলো বাদ দিয়ে এবং নারীর দেহ এবং প্রকৃতিকে শোষণ করার ক্ষমতার সম্পর্কে অকার্যকর করা।
- আমাদের সমাজ এবং অর্থনীতিকে ডিকার্বনাইজ করতে হবে। শোষণের বাস্তুতান্ত্রিক, ঐতিহাসিক এবং ঔপনিবেশিক পদচিহ্নের কারণে এবং দক্ষিণে বিদ্যমান কাঁচামালের মজুদের কারণে এটি উত্তরের তুলনায় দক্ষিণে একটি বড় চ্যালেঞ্জ।
- জীবাশ্ম জ্বালানি, প্রকৃতিকে শোষণ করার প্রবণতা থেকে এবং লাতিন আমেরিকাকে একটি সীমাহীন সম্পদের 'এল ডোরাডো' হিসেবে কল্পনা করা উন্নয়নবাদ থেকে আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামোকে বিচ্ছিন্ন করা এখন জরুরি।
- শুধু শক্তির ম্যাট্রিক্স বিকেন্দ্রীকরণ, বঞ্চিতকরণ, ক্ষয়ক্ষতি, বিকেন্দ্রীকরণ, বিদেশীকরণ, উপনিবেশকরণ, মেরামত এবং নিরাময় নয় বরং সমগ্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে।
- আমাদের উৎপাদনের পদ্ধতির পাশাপাশি আমাদের সামাজিক সম্পর্ক এবং প্রকৃতির সাথে সম্পর্কের ম্যাট্রিক্স পরিবর্তন করতে হবে।
- জ্বালানিকে একটি সম্পর্কের প্রেক্ষাপট থেকে দেখা দরকার, তাই আমাদের অবশ্যই শক্তির উপর আমাদের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং পরিবেশ-নির্ভরতা দৃশ্যমান করতে হবে।
- 'মিথ্যা সমাধান' এর দিকে নজর রাখা গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, রূপান্তরের জন্য নবায়নযোগ্য জ্বালানি, লিথিয়াম এবং অন্যান্য খনিজগুলোর সীমা এবং ডাবল স্ট্যান্ডার্ড এর কথা বলা যায়। কপ (COPs) এর মতো জায়গায় কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রগুলো দক্ষিণের জন্য বিতর্কিত জ্বালানি মডেলগুলো প্রসঙ্গে যে ঐক্যমতে আসে; সেগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখাও এর অংশ। যেমন, বৈশ্বিক উত্তর এবং দক্ষিণের মধ্যকার ক্ষমতা সম্পর্ক এবং অসমতা বজায় রাখার জন্য সবুজ, ধূসর বা নীল হাইড্রোজেন, স্মার্ট কৃষি, কার্বন বাজার, ভূ-প্রকৌশল এবং অন্যান্য প্রস্তাব।
- জীবাশ্ম জ্বালানি মাটিতেই রেখে দিতে হবে।

আঞ্চলিক বা দক্ষিণের দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের পরিবেশগত ঋণের পরিশোধ পুনরুদ্ধার করতে হবে শুধু আর্থিক নয়, কাঠামোগত এবং প্রতীকী দিক থেকেও।

অত্যাবশ্যকভাবেই আমাদের সামাজিক মেটাবলিজম কমিয়ে দিতে হবে। কম উপকরণ এবং জ্বালানি দিয়ে উৎপাদন করতে হবে এবং কম খরচ করতে হবে। বস্তুগত এবং আর্থিক মাত্রা থেকে সরে এসে আমাদের কল্যাণের ধারণা পুনর্নির্ধারণ করতে হবে।

এই কৌশলগুলোর প্রতিটি প্রসঙ্গে নির্দিষ্ট প্রস্তাবগুলো যুক্ত করতে হবে যা বিভিন্ন বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল। আমরা সম্প্রতি এটি করার চেষ্টা করেছি সেনসাট এগুয়া ভিভা এবং অন্যান্য লাতিন আমেরিকান সংস্থাগুলোর সাথে ডিসমিনুকিয়ন পানাডা ডি লা ডিপেনডেনসিয়া ফসিল এন কলমবিয়া নামক সামষ্টিক প্রস্তাব প্রচারের মাধ্যমে। এটি এমন একটি সমষ্টিগত প্রস্তাব যা গুস্তাভো পেট্রো এবং ফ্রান্সিয়া মার্কেজ মিনা'র নেতৃত্বে কলম্বিয়ান সরকারের তৈরি জ্বালানি রূপান্তরের প্রস্তাবের সাথে সংলাপে আগ্রহী।

আমাদের অঞ্চলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াগুলোর প্রতি সংবেদনশীল হয়ে এবং একই সঙ্গে পশ্চাদগামী এবং অলিগারিক শক্তির বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়ে,

>>

দক্ষিণের ইকোস্যোসাল এন্ড ইন্টারকালচারাল প্যাক্ট এর অধীনে প্রতিবাদ, প্রস্তাব, সমালোচনা এবং বিকল্পগুলোর সমন্বয়ে আমরা এগিয়ে যেতে থাকব। আন্দোলন সংগ্রামের উত্তাপে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে তৈরি করা ধারণাগুলো গ্রহণ করব এবং নিজেদেরকে তাদের পাশে রাখব। যেমন, প্রকৃতির অধিকার, ভালভাবে জীবনযাপন, পুনর্বন্টনমূলক ন্যায়বিচার, যত্ন, ন্যায্য রূপান্তর, স্বায়ত্তশাসন, সম্পদ আহরণ,বাস্তু-আঞ্চলিক নারীবাদ, খাদ্য সার্বভৌমত্ব এবং স্বায়ত্তশাসন। এই কারণেই আমরা একটা ভিন্ন ধরনের চুক্তিকে রক্ষা করছি। রাঘব বোয়ালদের সমঝোতা এবং হেজেমনিক গ্রিন চুক্তি নয় বরং আর্তুরো এসকোবারের আমাদের উদ্যোগের উপস্থাপনা তে উল্লেখিত ভাষায়, আমরা রক্ষা করছি পৃথিবীর সাথে একটি চুক্তি; দক্ষিণ থেকে এবং দক্ষিণের জন্য একটি চুক্তি। এমন একটি চুক্তি যা অন্যান্য ভিন্ন জীবনধারণের প্রতি এবং স্বয়ং পৃথিবীর সাথে থাকার একটি প্রতিশ্রুতি।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :

Pacto Ecosocial del Sur <pactoecosocialdelsur@gmail.com>

/ Twitter: @SvampaM / @AlbertoAcostaE / @EnriqueViale / @brenobringel / @lilib17 / @ColectivoCasa / @PactoSur

> ১% মানুষের উন্নয়ন

বন্দনা শিবা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং বাস্তুবিদ্যা সংক্রান্ত নবদন্য গবেষণা ফাউন্ডেশন, নয়াদিল্লি, ভারত।

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর এমন সার, কীটনাশক এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে তৈরিকৃত বীজ ছাড়াই ছোট কৃষকেরা বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল। ইলাস্ট্রেশনটি তৈরি করেছেন আরবু, ২০২৩।

পৃথিবী নামক পরিবারের সদস্য হিসেবে পিতৃতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী চিন্তা থেকে উদ্ভূত উন্নয়ন ও মোট জাতীয় উৎপাদন ডিসকোর্স থেকে বেরিয়ে এসে আমাদেরকে সত্যিকারের মানবতার দাবি পুনরায় উত্থাপন করতে হবে। লেসেম ও শেইফার তাঁদের বই ইন্টিগ্রাল ইকোনোমিকস-এ যথার্থই বলেছেন, 'পুঁজিবাদী তাত্ত্বিকরা যদি তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে একজন বুর্জোয়া পুরুষের পরিবর্তে একজন নারী তথা মাকে অর্থনীতির ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে বেছে নিতেন তাহলে তারা তাদের তত্ত্বে মানুষকে স্বার্থপর হিসেবে দেখাতে পারতেন না।'

পিতৃতান্ত্রিক-পুঁজিবাদী অর্থনীতি যুদ্ধ ও সহিংসতা থেকে উৎসারিত ও বিকশিত। এই যুদ্ধ প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। এই সহিংসতা নারীদের বিরুদ্ধে। পুঁজিবাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট সম্পদের ওপর একচ্ছত্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। এখানে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের 'যুক্তি'র মতো নানা অর্থনৈতিক কল্পকাহিনির দ্বারা বস্তুগত প্রক্রিয়াগুলো ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং পুঁজিবাদের মিশ্রণ থেকে উদ্ভূত দৃষ্টান্তের মূল বৈশিষ্ট্য হলো বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদের প্রক্রিয়াটি দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রথমত, মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং দ্বিতীয়ত;

>>

মানুষকে লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, এবং শ্রেণির ওপর ভিত্তি করে পৃথক করা হয়। আন্তঃসম্পর্কিত এবং পরস্পর সংযুক্ত এই বিচ্ছেদই হিংসা ও সহিংসতার মূল কারণ। এটি প্রথমে মানুষের ভাবনায় বাসা বাঁধে এরপর ছড়িয়ে পরে মানুষের দৈনন্দিন কর্মে। অতীতের সামাজিক বৈষম্য যে কর্পোরেট বিশ্বায়নের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন এবং নৃশংস রূপ নিয়েছে তা নিছক কোনো দুর্ঘটনা নয়। সম্প্রতি এটি প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় যে, বর্তমান প্রবণতা অনুসারে বিশ্ব জনসংখ্যার ১% শীঘ্রই অবশিষ্ট ৯৯% এর সকল সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

আজকাল কর্পোরেশনগুলো মানুষের অধিকারের ধারণাকে অতিক্রম করে আইনগতভাবে 'ব্যক্তি' অধিকারের (লিগ্যাল পারসনহুড) দাবি করছে। কিন্তু কাল্পনিক নির্মাণের দূরত্ব সম্পদ সৃষ্টির প্রকৃত উৎস থেকে আরও এগিয়ে গেছে। অর্থ এখন সরঞ্জাম ও প্রযুক্তির মাধ্যমে মূলধনের জায়গা দখল করে নিয়েছে। সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি ধনী ব্যক্তিদেরকে সম্পদ আহরণের এক বিশাল সুযোগ করে দিয়েছে। এতে ধনী ব্যক্তিরা কোনো কাজ না করেই 'ভাড়াদার' হিসাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে। বাণিজ্যিক অর্থনীতিতে অর্থ উপার্জন মূলত ভবিষ্যতের লাভের আশার ওপর নির্ভর করে এবং বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণহীনতা ধনীদেরকে অন্য লোকদের কষ্টার্জিত মজুরি ব্যবহার করে লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। 'প্রবৃদ্ধির' ধারণাটি ব্যক্তি এবং সরকারের সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। প্রবৃদ্ধি হলো উন্নয়নের একটি রূপ এবং এটি উন্নয়নের সংকটের কথা বলে যা বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা এবং পিতৃতান্ত্রিক- পুঁজিবাদী 'বিগ মানি'র পরিকল্পনার ফসল। 'বিগ মানি'র জন্য বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হওয়াটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্যারাডাইম প্রকৃতি ও সমাজ জীবনের ধ্বংসকে আমলে নিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিবেশ এবং অর্থনীতি উভয়ই গ্রীক শব্দ 'ওইকোস' থেকে উদ্ভূত হয়েছে যার অর্থ বাড়ি এবং উভয় শব্দই পারিবারিক ব্যবস্থাপনার একটি রূপকে বোঝায়। অর্থনীতি যখন প্রতিবেশ বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কাজ করে, তখন পৃথিবী নামক আমাদের বাড়িটি অব্যবস্থাপনার সম্মুখীন হয়।

জলবায়ু সংকট, পানির সংকট, জীববৈচিত্র্য সংকট, খাদ্য সংকট সবই পৃথিবী ও তার সম্পদের অব্যবস্থাপনার বিভিন্ন লক্ষণ। মানুষ প্রকৃতিকে 'প্রকৃত মূলধন' এবং এটি থেকে প্রাপ্ত সমস্ত কিছুর 'উৎস' হিসাবে স্বীকৃতি না দিয়ে পৃথিবীকে অব্যবস্থাপনা করে এবং তার বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়াগুলোকে ধ্বংস করে। প্রকৃতি এবং তার পরিবেশগত প্রক্রিয়াগুলো ছাড়া যা পৃথিবীতে জীবনকে টিকিয়ে রাখে সবচেয়ে বড় অর্থনীতির পতন ঘটে এবং সভ্যতাগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রকৃতি ও পৃথিবীতে মানুষকে টিকিয়ে রাখা প্রতিবেশিক প্রক্রিয়াগুলো ছাড়া অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং সভ্যতা হারিয়ে যায়।

সমসাময়িক নব্য-উদারতাবাদী উন্নয়ন মডেলের অধীনে দরিদ্ররা আরও দরিদ্র হয়। কারণ ১% ধনিক শ্রেণি তাদের জীবিকাও সম্পদ দখল করেছে। আজ আমরা মধ্যপ্রাচ্যের রোজাভা এবং মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতির ক্ষেত্রে এটি দেখতে পাচ্ছি। কৃষকরা আরও দরিদ্র হচ্ছে কারণ এই ১% মানুষ দামী বীজ এবং রাসায়নিক সার ক্রয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি শিল্পভিত্তিক কৃষিকে উৎসাহিত করে, যা তাদের ঋণের ফাঁদে ফেলে এবং তাদের মাটি, পানি, জীববৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতাকে ধ্বংস করে।

আমার রচিত আর্থ ডেমোক্রেসি বইয়ে আমি দেখিয়েছি কিভাবে মনসান্টো কর্পোরেশন প্রকৌশলগত বিটি তুলার অতি বিপণনের মাধ্যমে তুলা বীজ সরবরাহের ওপর একচেটিয়া দখল নিয়েছে। প্রায়শই এই ব্যয়বহুল জিএ-মও বীজ এবং অন্যান্য তথাকথিত সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি কেনার মাধ্যমে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়ে প্রায় ৩০০,০০০ ভারতীয় কৃষক গত দুই দশকে আত্মহত্যা করেছে। বেশিরভাগ আত্মহত্যার ঘটনাই তুলার বেল্টে ঘটেছে। এই সহিংস একচেটিয়াদের মোকাবেলা করার জন্য আমি 'নবদন্য' নামে একটি গ্রামীণ গবেষণা খামার শুরু করেছি। আমরা বীজ স্বাধীনতা আন্দোলনে বিতরণ করার জন্য কৃষকদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী জাতের জৈব তুলার সংরক্ষণ করি।

'কীটণাশক বণিক সমিতি' (দ্যা পয়জন কার্টেল) কারণে কৃষকরা আরও বেশী দরিদ্র হয়। 'কীটণাশক বণিক সমিতি' সমূহ এখন প্রধান তিনটি কর্পোরেশনের দখলে; যথা : মনসান্টো বেয়ার, ডাউ ডুপন্ট এবং সিনজেনটা কেমিকেল চায়না। এই কার্টেলসমূহ কৃষকদেরকে তাদের দামী বীজ এবং রাসায়নিক সার ও কীটনাশক কেনার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। উল্লম্বভাবে সমন্বিত এসব কর্পোরেশন জাঙ্ক ফুডের প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং এর সাথে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও বীজকে যুক্ত করে কৃষকদের উৎপাদিত মূল্যের ৯৯% চুরি করছে। 'মুক্ত বাণিজ্য', ডাম্পিং, জীবিকা ধ্বংসকরণ এবং পণ্যের কম দামজনিত মন্দার কারণে কৃষকেরা আরও দরিদ্র হচ্ছে। পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকারক এসব বাণিজ্যিক সংযোজন যেমন সার, কীটনাশক এবং জেনেটিকালি ইঞ্জিনিয়ারড বীজের ব্যবহার না করেই ছোট কৃষকরা বড় শিল্প কর্পোরেট খামারের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল। এর বিপরীতে, গ্লোবাল কৃষক ইউনিয়ন ভায়া ক্যাম্পেসিনা উল্লেখ করেছে যে, কৃষির ঐতিহ্যগত উপায়গুলো কেবল কৃষকদের আরও স্বায়ত্তশাসনের অনুমতি দেয়ই না বরং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবগুলো কমাতেও সাহায্য করে।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১% এর 'প্রবৃদ্ধিমূলক অর্থনীতি' গভীরভাবে জীবনবিরোধী এবং এর অনেক প্রভাব গ্লোবাল নর্থের শ্রমজীবী মানুষরাও অনুভব করে। ফিলিপিনো জনগণের এনজিও আইবোন ইন্টারন্যাশনাল নিশ্চিত করে যে, পূর্বে পিতৃতান্ত্রিক সহিংসতাকে ঐতিহ্যগতভাবে নারীকে উৎপাদনশীল কর্মী এবং প্রজননসংস্থা হিসেবে শোষণের জন্য ব্যবহার করা হতো আর বর্তমানে পুঁজিবাদী মুনাফা অর্জনের জন্য পুরুষালী সহিংসতকে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফ'র ম্যান্ডেট দ্বারা চালিত স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, পরিবহন এবং জ্বালানির জন্য ১% মানুষের হাতে বন্দী সরকারগুলো লাভজনক বেসরকারিকরণ নীতি আরোপ করার কারণে সর্বত্র মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছে।

আধিপত্যশীল পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক অর্থনৈতিক প্যারাডাইমের মাধ্যমে শ্রমিক, কৃষক, গৃহিণী এবং প্রকৃতিকে 'উপনিবেশে' পরিণত করা হয়েছে। বিশ্বায়নের এই পুঁজিবাদী উন্নয়ন মডেলটি প্রাচীন পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতির শক্তি এবং এর সঙ্গে সম্মিলিতভাবে নব্য উদারতাবাদী 'রুল অব মানি' সংমিশ্রণকেই প্রকাশ করে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
বন্দনা শিবা <vandana@vandanashiva.com>
/ Twitter: @drvandanashiva

> ‘বুয়েন ভিভির’: উৎপত্তি এবং নতুন দিগন্ত

মনিকা চুজি, আমাজনিয়ান কিচওয়া বুদ্ধিজীবী, সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী, ইকুয়েডর; **গ্রিমালডো রেনজিফো,** প্রয়েকটো আন্দিনো ডি টেকনোলোজিয়াস ক্যাম্পেসিনাস (চজঅঞঊঈ), পেরু; এবং **এদুয়ারডো গুডিনাস,** সেন্ট্রো ল্যাটিনোআমেরিকানো ডি ইকোলজিয়া স্যোসাল (ঈখঅঊঝ), উরুগুয়ে।

ব্রাজিলের পোর্তো আলেগ্রের গ্রামীণ এলাকায় একটি বাড়ির বাইরের দেয়ালে লুইসা আকাউয়ান লরেন্টজের আঁকা ম্যুরাল। কৃতজ্ঞতা: লুইসা আকাউয়ান লরেন্টজ,

বুয়েন ভিভির বা ‘ভালোভাবে বেঁচে থাকা’ বিষয়টি দক্ষিণ আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমষ্টিকে প্রকাশ করে যা উন্নয়ন এবং আধুনিকতার মূল উপাদানগুলোকে যেমন প্রশ্ন করে, একই সঙ্গে উন্নয়ন ও আধুনিকতার বিকল্পগুলোও তুলে ধরে। এটি ভালো জীবন সম্পর্কে পশ্চিমা বোঝাপড়ার অনুসারী নয় কিংবা এটিকে একটি আদর্শ বা সংস্কৃতি হিসাবে বর্ণনা করা যায় না। এটি জ্ঞান, অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিকতার গভীর পরিবর্তনকে প্রকাশ করে। মানুষ এবং মানুষের বাহিরের অন্যান্য সকল কিছুর মধ্যে সম্পর্ক বোঝার এটি একটি অনটোলজি যা আধুনিক সময়ের মতো সমাজ এবং প্রকৃতির বিচ্ছেদকে ধারণ করে না। এটি একটি বহুত্ব ধারণকারী ক্যাটাগরি যা পরিবর্তনশীল এবং বিভিন্ন স্থান ও অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ নেয়। এটি আধুনিকতার অভ্যন্তরীণ বিরোধিতা এবং আদিবাসী উপাদানগুলোর সংকর; একটি হেটেরোডক্স। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বুয়েন ভিভিরের ধারণা প্রচলিত আছে। তবে, এর বর্তমান ধারণাগুলো ১৯৯০-এর দশকে প্রকাশিত হয়।

এই বিষয়ে পেরুর প্রয়েক্টো অ্যান্ডিনো ডি টেকনোলজিয়াস ক্যাম্পেসিনাস (কৃষি প্রযুক্তির অ্যান্ডিয়ান প্রকল্প); সেন্ট্রুরো অ্যান্ডিনো ডি লা এগ্রিকালচারা এল ডেসাররোলো এগ্রোপেকুয়ারিয়ো (বলিভিয়ায় আন্দিয়ান সেন্টার ফর এগ্রিকালচার অ্যান্ড লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট) এবং বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, সামাজিক ও আদিবাসী নেতৃবৃন্দ যাদের মধ্যে ইকুয়েডরের আলবার্তো অ্যাকোস্টা অন্যতম; এদের সকলের অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক আন্দোলনের একটি বিস্তৃত পরিসর এই ধারণাগুলোকে সমর্থন করেছিল, যা বলিভিয়া এবং ইকুয়েডরে রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল এবং সাংবিধানিক স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। বুয়েন ভিভির প্রতিটি সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং পরিবেশগত প্রেক্ষাপটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ধারণ করে। উদ্ভাবন এবং আধুনিকতার বিপরীতে আদিবাসী ঐতিহ্য থেকে আগত ধারণাগুলোর সংযোগ ও সংকরায়নের মাধ্যমেও এগুলোর উদ্ভব ঘটে। এর মধ্যে রয়েছে আয়মারার সুমা কামানা, বলিভিয়ান গুয়ারানির নান্দে রেকো, সুমাক কাওসে, ইকুয়েডরীয় কিচোয়ার অ্যালিন কাওসে এবং পেরুভিয়ান কেচুয়ার অ্যালিন কাওসে। পাশ্চাত্যের অবদানের মধ্যে রয়েছে উন্নয়নের উগ্র-সমালোচনা এবং উত্তর-উন্নয়ন এর ধারণা; ক্ষমতা এবং জ্ঞানের ঔপনিবেশিকতার স্বীকৃতি; পুরুষতন্ত্রের নারীবাদী সমালোচনা; বিকল্প নৈতিকতা যা মানুষের বাহিরের সকল কিছুকেও স্বীকৃতি দেয় এবং পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি যেমন গভীর বাস্তুবিদ্যা।

বুয়েন ভিভির এর কোনো একক অস্তিত্ব নেই। উদাহরণস্বরূপ, ইকুয়েডরের সুমাক কাওসে বলিভিয়ার সুমা কামানা থেকে আলাদা। বিগত সময়ে, পশ্চিমা ক্যাটাগরির অনুবাদগুলো একটি কমিউনিটির ভালো এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনকে নির্দেশ করে। যদিও এগুলোকে সামাজিক এবং পরিবেশগত মাত্রায়ও সংজ্ঞায়িত করা যায়। পাশাপাশি, পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভিন্ন কমিউনিটির একসাথে বসবাসের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। একইভাবে, এটা বললেও ভুল হবে যে, বুয়েন ভিভির একচেটিয়াভাবে একটি আদিবাসী প্রস্তাব যেমন, তেমনি এটি বললেও ভুল হবে যে, এটি দ্বারা প্রাক-ঔপনিবেশিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া বোঝায়; যদিও এসব ধারণাগুলো বুয়েন ভিভির নির্মাণের জন্য অপরিহার্য ছিল।

বিভাগের বৈচিত্র্যের বাইরেও এটির ছড়িয়ে দেয়া কিছু উপাদান রয়েছে (গুডাইনাস ২০১১)। এটির সকল দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতির ধারণা এবং একক সর্বজনীন ইতিহাসের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এগুলো একাধিক, সমান্তরাল, অ-রৈখিক এবং এমনকি বৃত্তাকার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াগুলোর জন্য উন্মুক্ত। এগুলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ভোগবাদ, প্রকৃতির পণ্যায়ন ইত্যাদির প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে উন্নয়নকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই উন্নয়নের পুঁজিবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রকরণকেও প্রশ্ন করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, সমাজতান্ত্রিক বুয়েন ভিভিরের অস্তিত্ব থাকে না। সেক্ষেত্রে, এর বিকল্পগুলো উত্তর-পুঁজিবাদী, আবার উত্তর-সমাজতান্ত্রিকও। কারণ, এ বিকল্প রূপগুলো প্রবৃদ্ধি থেকে বিচ্ছিন্নতার চর্চা করে এবং কঠোরতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের চাহিদার সম্পূর্ণ সন্তুষ্টির দিকে মনোনিবেশ করে। বুয়েন ভিভির রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও সমস্ত মূল্যায়নের উৎসের একমাত্র বিষয় হিসাবে মানুষের কেন্দ্রীয়তাকে স্থানচ্যুত করে।

বুয়েন ভিভির একটি নৈতিক উন্মুক্তকরণ বোঝায় (মানুষ ব্যতিত সকল

>>

কিছুর অন্তর্নিহিত মূল্য এবং প্রকৃতির অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে), সেইসাথে একটি রাজনৈতিক উন্মুক্তকরণও বোঝায় (মানবহীন বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা)। এটি গ্রামীণ এবং আদিবাসী ধারণার কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পুরুষতন্ত্রের মোকাবেলা করার মাধ্যমে নারীবাদী বিকল্পগুলো ধারণ করে যা সম্প্রদায় এবং প্রকৃতির সুরক্ষায় মহিলাদের মূল ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করে। মানবতা এবং প্রকৃতির মধ্যে আধুনিক বিচ্ছেদকেও এটি চ্যালেঞ্জ করে। বুয়েন ভিভির নির্দিষ্ট অঞ্চলে মানুষ এবং মানুষের বাহিরে প্রাণী, গাছপালা, পর্বত, এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে গঠিত বর্ধিত সম্প্রদায়গুলিকে স্বীকৃতি দেয়। এর একটি উদাহরণ হলো আইলy (ayllu)-এর আন্দিয়ান ধারণা: একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যে নিহিত মিশ্র বাস্তু-সামাজিক সম্প্রদায়।

বুয়েন ভিভির সব ধরনের উপনিবেশবাদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বহুসংস্কৃতিবাদ থেকে দূরত্ব বজায় রাখে। তার পরিবর্তে, এটি এক ধরনের আন্তঃসাংস্কৃতিকতাকে সমর্থন করে যা জ্ঞানের প্রতিটি ধারাকে মূল্য দেয়। এইভাবে বুয়েন ভিভির বহুজাতিত্বের রাজনীতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয় করে তোলে। বুয়েন ভিভির অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিকতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়। বর্ধিত সম্প্রদায়ের সম্পর্কগুলো বাজার বিনিময় বা উপযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি পারস্পরিকতা, পরিপূরকতা, সাম্প্রদায়িকতা এবং পুনর্বন্টনকে অন্তর্ভুক্ত করে।

বুয়েন ভিভিরের পিছনের ধারণাগুলো কঠোর সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ এটিকে আদিবাসী রিডাকশন হিসেবে দেখে আবার কেউ কেউ ভাবে এটি একটি নতুন যুগের আবিষ্কার। প্রচলিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন যে, বুয়েন ভিভির প্রকৃত উদ্দেশ্য তথা উন্নয়নের পরিবর্তে পুঁজিবাদ বিরোধিতা থেকে সরে এসেছে; পাশাপাশি তারা মানুষের বাহিরে সকল কিছুর অন্তর্নিহিত মূল্যকেও প্রত্যাখ্যান করে। এই যুক্তি সত্ত্বেও, বুয়েন ভিভির ধারণাগুলো আন্দিয়ান দেশগুলোর মধ্যে শক্তিশালী এবং ব্যাপক সমর্থন অর্জন করেছে। সেখান থেকে তারা দ্রুত লাতিন আমেরিকা এবং বৈশ্বিকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং উন্নয়নের নির্দিষ্ট বিকল্পগুলোর ভিত্তি প্রদান করছে। যেমন, প্রকৃতির এবং পাচা মামা'র (Pacha Mama) অধিকার ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি; আমাজন ড্রিলিং এর ওপর মোরাটোরিয়া; এক্সট্রাক্টিভিজম-উত্তর রূপান্তরের মডেল অথবা মানুষের বাহিরে সকল কিছুর অংশগ্রহণের ওপর ভিত্তি করে কসমোপলিটিক্স ইত্যাদির মতো উন্নয়নের নির্দিষ্ট বিকল্পগুলোর ভিত্তি প্রদান করেছে এই বুয়েন ভিভির এর ধারণা।

বুয়েন ভিভিরের এই মূল ধারণা এবং বলিভিয়ান এবং ইকুয়েডর সরকারগুলোর মেগা-মাইনিং বা আমার্জনীয় তেল উত্তোলনের মতো এক্সট্রাক্টিভিস্ট কর্মকান্ডের উন্নয়ন কৌশলগুলোর মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ধরনের 'প্রগতিশীল' শাসনব্যবস্থাগুলো বুয়েন ভিভিরের নতুন সংজ্ঞা প্রদান করে। সেটি ইকুয়েডরের সমাজতন্ত্রের ধরন হিসাবে কিংবা বলিভিয়ার অবিচ্ছেদ্য বিকাশ হিসাবে। এর মাধ্যমে বুয়েন ভিভিরের ধারণাটিকে আধুনিকতার মধ্যে স্থাপন করে এই দ্বন্দ্বগুলোকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। এই অবস্থানগুলোকে কিছু রাষ্ট্রীয় সংস্থা, বুদ্ধিজীবী এবং দক্ষিণ আমেরিকান বুদ্ধিজীবীরা সমর্থন করেছে, যারা তাদের উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, শুধু ধারণার ঔপনিবেশিকতা প্রণয়ন করছে। সবকিছু সত্ত্বেও, বুয়েন ভিভিরের মূল ধারণাগুলো থেকে গিয়েছে। তারা প্রচলিত উন্নয়নের সামাজিক প্রতিরোধকে পুষ্ট করে চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, বলিভিয়া, ইকুয়েডর এবং পেরুতে আদিবাসী এবং নাগরিকদের ভূ-খণ্ড, জল এবং মাদার আর্থ (Mother Earth) রক্ষায় বিক্ষোভ এর কথা বলা যায়। এটি প্রমাণ করে যে, বুয়েন ভিভির কিছু বুদ্ধিজীবী এবং এনজিওর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি একটি উচ্চ স্তরের জনসমর্থন অর্জন করেছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বুয়েন ভিভির একটি চলমান প্রস্তাব যা বিভিন্ন আন্দোলন এবং কর্মীদের অগ্রগতি এবং বাধা, উদ্ভাবন এবং দ্বন্দ্বের দ্বারা পুষ্ট। আধুনিকতার বাইরে যাওয়া সহজ নয় বলে এটি অনিবার্যভাবে নির্মাণাধীন। এটিকে অবশ্যই বহুত্ববাদী হতে হবে। কারণ, এটি আধুনিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে; চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং সত্তার অন্যান্য উপায়গুলো উন্মুক্ত করেছে এবং নির্দিষ্ট ইতিহাস, অঞ্চল, সংস্কৃতি ও বাস্তুশাস্ত্রের মধ্যে নিহিত অন্যান্য অনটোলজিকেও নির্দেশ করে। অবশ্য, এটির বৈচিত্র্যের মধ্যে স্পষ্ট মিল রয়েছে যা এটিকে আধুনিকতা থেকে আলাদা করে। যেমন, প্রগতির প্রতি আধুনিকতার বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান করা, সংযুক্ত পৃথিবীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত অনেক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি এবং একটি নীতি যা মানুষের বাহিরের সকল কিছুর অন্তর্নিহিত মূল্যকেও গ্রহণ করে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : @Monicachuji / @PratecPRA / @EGudynas

> উবুন্তু :

একটি ন্যায় এবং ক্ষমতায়নের ধারণা এবং জীবনযাপন পদ্ধতি

লেসলে লেগ্রাঞ্জ, স্টেলেনবোশ বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা।

মাদাগাস্কার, বাওবাবস এভিনিউ। কৃতজ্ঞতাঃ আন্তোতি সোসিয়াস, আনস্প্ল্যাশ

'উবুন্তু' দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবহৃত একটি ধারণা যার অর্থ হলো 'মানবিকতা' যা একই সঙ্গে মানবিকতার পূর্বশর্ত এবং একজন মানুষের মানবিক হওয়ার অবস্থা উভয়কেই বোঝায়। 'উবুন্তু' একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের এবং প্রকৃতিতে থাকা সকল অ-মানব জীবনের প্রতি নিজেকে প্রকাশ করাকে বোঝায়। অন্যভাবে বলতে গেলে, একজন মানুষের 'মানুষ' হয়ে ওঠা নির্ভর করে অন্য মানুষের এবং একই সঙ্গে মহাবিশ্বের ওপর। তাই, 'উবুন্তু'র ধারণা হলো যে, মানুষ কোনো একক সত্তা নয়; যেমনটা পশ্চিমা সংস্কৃতি বলতে চায় বরং মানুষ সামাজিকভাবে এবং প্রাণ-পদার্থগতভাবে (বায়োফিজিক্যালি) একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

'উবুন্তু' সে অনুযায়ী মানবতাবাদ বিরোধী একটি ধারণা (এন্টি-হিউম্যানিস্ট)। কারণ, 'উবুন্তু' মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত অস্তিত্ব এবং মানুষ হয়ে ওঠার ওপর গুরুত্ব দেয়। 'উবুন্তু' দক্ষিণ সাহারার নিকটবর্তী আফ্রিকার বহু ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ আর বচন থেকে এসেছে। জুলু জনগোষ্ঠীর উংগুনি ভাষা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবহৃত জোসা এবং ডেবেলে ভাষায় 'উবুন্তু' শব্দটি এসেছে Umuntungumuntungabanye Bantu থেকে যা বলে যে, একজন মানুষের মানবিকতা কেবল অন্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, 'আমরা আছি বলেই আমি আছি।' সুটু-সোয়ানা ভাষায় 'উবুন্তু'র সমার্থক শব্দ বোতো যা এসেছে 'Mothokemothok-abathobabang প্রবাদ থেকে। 'উবুন্তু' মানুষের গঠনের মূল উপাদানগুলো একটি নিয়ে গঠিত। জুলু ভাষায় মানুষের প্রতিশব্দ হলো umuntu (উমুন্তু) যা বেশ কিছু উপাদান নিয়ে গঠিত। যার মধ্যে অন্যতম হলো umzimba (শরীর, আকার, মাংসপেশি), umoya (নিঃশ্বাস, বাতাস, জীবন), umphefumela (ছায়া, আত্মা, অসতীত্ব), amandla (জীবনীশক্তি, শক্তি, সামর্থ্য), inhliziyo (হৃদয়, সকল আবেগের উৎস), umqondo (মাথা, মগজ, বুদ্ধি), ঁষরিসর (ভাষা, বাচন) এবং Ubuntu (মানবিকতা)।

>>

> একটি পুনরুদ্ধারকৃত জীবন যাপনের প্রথাগত পদ্ধতি

'উবুন্তু'র অর্থ কেবল ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, এই ধারণার আদর্শিক অর্থও রয়েছে অর্থাৎ আমরা একে অন্যের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত এবং অন্যের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব কী তা সবটাই এর অন্তর্গত। 'উবুন্তু' বলে যে, আমাদের নৈতিক দায়িত্ব হলো অন্যের যত্ন করা। কারণ, তারা যখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন আমরাও ক্ষতিগ্রস্ত হই। এই নৈতিকতা কেবল মানুষের ক্ষেত্রে নয়, অন্য সকল জীবনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এর কারণ হলো পৃথিবীর সব কিছুই সম্পর্কিত অর্থাৎ আমি যখন প্রকৃতির ক্ষতি করি, তখন আমিই ক্ষতিগ্রস্ত হই।

বাকি সব আফ্রিকান সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মতো 'উবুন্তু' মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে যা পরবর্তীতে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আফ্রিকান জনগণের সাংস্কৃতিক চর্চা এবং তাদের জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে এই 'উবুন্তু' প্রত্যয় জড়িত। আর পরবর্তীতে এই ধরনের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উপনিবেশের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর ঔপনিবেশিক শাসনামলে আফ্রিকায় 'উবুন্তু'র কাছাকাছি যে প্রত্যয়গুলো রয়েছে তা উপনিবেশমুক্তকরণের প্রক্রিয়া হিসেবে পুনরায় আবির্ভূত হয়। এর পাশাপাশি 'উবুন্তু' সামাজিক ন্যায়-বিচার এবং টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য হুমকিস্বরূপ উন্নয়নের প্রভাবশালী যে ধারণাগুলো রয়েছে তার বিকল্প হিসেবে বৈশ্বিকভাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দক্ষিণ আমেরিকায় কিছু আফ্রিকান বংশগত মানুষ বুবেন ভিভির (ইঁবহ ঠরারৎ বা ভালো জীবনযাপন)-কে সূক্ষ্মভাবে বোঝার জন্য 'উবুন্তু'কে ব্যবহার করছে।

> ন্যায় ও ক্ষমতায়নের একটি ধারণা

'উবুন্তু' বলে যে, একজন মানুষ অন্যকে শোষণ, প্রতারণা বা অন্যায় আচরণের মাধ্যমে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে না। আরেকজনের উপস্থিতি ছাড়া একজন মানুষ খেলতে পারে না, নিজের ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে পারে না, ভাবতে পারে না, যুক্তি দেখাতে পারে না, কাজ করতে পারে না এবং পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণও রাখতে পারে না। 'উবুন্তু' তাই মানুষে মানুষে সংহতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণিকূলের সঙ্গে সংহতির কথা বলে। এই প্রত্যয় দ্বারা সামাজিক ন্যায়-বিচার এবং টেকসই পরিবেশ গড়ার সংগ্রামে মানুষে মানুষে সংহতির আহবান করা যেতে পারে যা বিশ্বব্যাপি চলমান সামাজিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

উবুন্তু এটাই বলে যে, মানুষের সৃজনশীলতা ও স্বাধীনতা শুধু তখনই সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত, যখন তারা অন্যের ক্ষতি করে। 'উবুন্তু' প্রাণিকূলের মধ্যে এমন ক্ষমতার প্রকাশকে বোঝায় যা জীবনকে উন্নত করে এবং কখনই ব্যর্থ করে না। এটি এমন ধরনের ক্ষমতা যা বর্ধনশীল, যা মানুষকে সংযুক্ত করে এবং তাদের মধ্যে যত্ন ও সহানুভূতির জন্ম দেয়। একই সঙ্গে এটি জনতার ক্ষমতার ধারণা যেটা সামাজিক আন্দোলনের প্রেরণা যোগায়। অন্যকথায়, এই সৃজনশীল ক্ষমতা সেসব সার্বভৌম ক্ষমতা থেকে ভিন্ন যা বৈদিশিক সংস্থা, সরকার, সামরিক বাহিনি এবং কর্পোরেট বিশ্ব ধারণ করে থাকে–যা আমাদের ওপর আরোপিত করা হয়, যা আমাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে এবং যা আমাদেরকে উপনিবেশে অন্তরীণ করে।

> উবুন্তুর বিবর্তন

একবিংশ শতাব্দীতে মানুষে যে চ্যালেঞ্জেগুলোর মুখোমুখি সেগুলোকে ভিন্নভাবে পর্যালোচনা করার জন্য 'উবুন্তু' সম্ভাব্য একটা উপায় হতে পারে। এই শতাব্দীতে মানুষে মানুষে ক্রমবর্ধমান অসমতা, পরিবেশগত বিপর্যয়, নতুন নতুন প্রযুক্তির কারণে মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগের কারণে 'মানুষ' বলতে কী বোঝায় সেটাই বোঝা দায়। বিশেষ করে, 'উবুন্তু'র মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্বকে বিকশিত করার বিষয় সামনে আসে। তবে, সেটা কেবল 'মানুষ' আর 'অ-মানুষ'-এর পার্থক্য করার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরঞ্চ প্রযুক্তির এই যুগের মানুষ নিজেকে বিকশিত করার যে প্রক্রিয়া তাকে মহিমান্বিত করে। বিরাজমান অসমতাকে তুলে ধরা কেবল মানুষের বিষয়ে ভাবনাকে চিহ্নিত করে কিন্তু পরিবেশগত বিপর্যয় চিহ্নিত করা মানুষের বাইরে অন্যান্য জীবনের বিষয়ে ভাবনাকে বোঝায় যেটাকে পরিবেশ-কেন্দ্রিক বলা যায়। 'উবুন্তু' মানুষ-কেন্দ্রিক আর পরিবেশ-কেন্দ্রিক ভাবনা এই দুইকে অতিক্রম করে বা দুটোকে সংযুক্ত করে।

মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে মহাজাগতে বিরাজমান সম্পর্কের একটি ক্ষুদ্র একক হিসাবে দেখা উচিত। তাই নিজেকে বিকশিত করা আর অন্য মানুষের প্রতি সদয় হওয়া পৃথিবীর অন্যান্য জীবনের প্রতি দয়া দেখানোর বিরোধী নয়। 'উবুন্তু'কে কেবল মানুষ অথবা পরিবেশ কেন্দ্রিক একক হিসেবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। আত্মপরিচয়, সম্প্রদায় এবং পরিবেশে একে অন্যের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত যার একটার ভালো হওয়া মানে আরেকটারও ভালো হওয়া। আর যদি একটার খারাপ হয়, তাহলে একই সঙ্গে তিনটাই খারাপ হবে। এভাবে বলা যায় যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার আর টেকসই পরিবেশের সংগ্রাম আসলে একটাই।

>অপব্যবহার থেকে সতর্ক থাকতে হবে

'উবুন্তু'র দুটি সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, 'উবুন্তু'র সংকীর্ণ জাতি কেন্দ্রিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজে অন্য জনগোষ্ঠীকে বাদ দেওয়ার জন্য রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করা যেতে পারে। এর মাধ্যমে আমি বলতে চাই যে, উত্তর-ঔপনিবেশিক আমলে আফ্রিকায় যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করেছে তারা দাবি করতে পারে যে ধারণাটি কেবল তাদের। যদিও তা 'উবুন্তু'র অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত; অন্য অর্থে বলা যায় এই ধারণা কোনোরূপ সমালোচনা বা যাচাই-বাছাইয়ের শিকার হতে পারে না। আবার 'উবুন্তু' সংকীর্ণ মানবতাবাদে পরিণত হতে পারে; যার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় জেনোফোবিয়ার মতো নৃশংসতা দেখা যায়। দ্বিতীয়ত, 'উবুন্তু'র জনপ্রিয়তার কারণে বৈদিশিক সংস্থা, সরকার এবং কর্পোরেট বিশ্ব তাদের নিজেদের স্বার্থেও এর ব্যবহার করতে পারে অথবা পশ্চিমা বিশ্বের জ্ঞানের আধিপত্যের কারণে 'উবুন্তু' পশ্চিমা সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে 'উবুন্তু'র সঙ্গে জড়িত জাতি সত্তাকে বিলুপ্ত করতে পারে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : লেসলে লে গ্রাঞ্জ। <llg@sun.ac.za>
Twitter: @LesleyLeGrange

> পরিবেশ নারীবাদের

বিশদ বিতর্ক

ক্রিস্টেল টেরেব্লাঞ্চ, কোয়াজুলু-নাটাল বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ আফ্রিকা।

মেক্সিকোর চিয়াপাসের জাপাটিস্তা অঞ্চলের কারাকোল ওভেন্টিকের একটি ভবনের সম্মুখভাগের মুরাল। ক্রেডিট: ভিটোরিয়া গঞ্জালেজ, ২০১৭।

পরিবেশ নারীবাদীরা নারীর পরাধীনতা এবং প্রকৃতির আধিপত্যের মধ্যে ঐতিহাসিক, বস্তুগত এবং মতাদর্শিক সংযোগগুলো বর্ণনা করেন। একটি ক্রমবর্ধমানভাবে বিকশিত আন্দোলনের সদস্য হিসাবে তারা নারীবাদী, ঔপনিবেশিক এবং পরিবেশগত নীতিশাস্ত্রসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক তত্ত্বের কথা বলে এবং কিভাবে মৌলিক ধারণাগুলো প্রথাগত যৌন-লিঙ্গগত অনুমানগুলোর সঙ্গে জড়িত এবং দুর্নীতিগ্রস্থ হয় তা পরীক্ষা করার আহ্বান জানায়। ১৯৬০-এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ নারীবাদী তত্ত্ব তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। ১৯৭০ এবং ৮০ এর দশকে পারমাণবিক শক্তি বিরোধী এবং শান্তি আন্দোলনের পাশাপাশি পরিবেশগত অবক্ষয় সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জনসাধারণের উদ্বেগের মধ্যে পরিবেশ নারীবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল, যেখানেই বিষাক্ত বর্জ্য, জাতিগত সহিংসতা, পরিচর্যা কর্মীদের শোষণ, জীববৈচিত্র্য- এর ক্ষতি, বন উজাড়, বাণিজ্যিক বীজ বা 'উন্নয়ন'-র জন্য পৈতৃক জমি দখলের মাধ্যমে জীবনের সামাজিক ও পরিবেশগত পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া হুমকির সম্মুখীন হয়, সেখানেই নারী সক্রিয় কর্মীদের পাওয়া যায়।

> একটি পুনর্গঠনমূলক বিপ্লব যা প্রতিফলিত আত্ম-সচেতনতা প্রদান করে

পরিবেশ নারীবাদীরা জোর দিয়ে বলেন যে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব থেকে মানুষের মুক্তি সমস্ত 'অন্যান্য' মুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নারীবাদীগণ উত্তর বিশ্বের নারী এবং দক্ষিণ বিশ্বের কৃষক ও আদিবাসীরা কিভাবে একক খাঁটি রাজনৈতিক কণ্ঠে একত্রিত হতে পারে তার পথ খুঁজছেন কারণ এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলো মানব এবং অ-মানব জীবনের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তাই রাজনৈতিকভাবে পরিবেশ নারীবাদ কেবল সুই জেনেরিস এবং নারীবাদ, মার্কসবাদ বা বাস্তুতন্ত্রের একটি শাখা নয়। ধারণার কিছু সংকরায়ণ সত্ত্বেও, পরিবেশ নারীবাদ পরিবেশগত ন্যায়বিচার এবং অখণ্ডতার সাথে যুক্ত করে সামাজিক সমতা সম্পর্কে নারীবাদী উদ্বেগকে পুনরায় প্রকাশ করে।

পরিবেশ নারীবাদীরা জোর দিয়ে বলেন যে ঐতিহাসিকভাবে গড়ে ওঠা পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব থেকে মানুষের মুক্তি সমস্ত 'অন্যান্য' মুক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নারীবাদীগণ উত্তর বিশ্বের নারী এবং দক্ষিণ বিশ্বের কৃষক ও আদিবাসীরা কিভাবে একক খাঁটি রাজনৈতিক কণ্ঠে একত্রিত হতে পারে তার পথ খুঁজছেন কারণ এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলো মানব এবং অ-মানব জীবনের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তাই রাজনৈতিকভাবে পরিবেশ

>>

নারীবাদ কেবল সুই জেনেরিস এবং নারীবাদ, মার্কসবাদ বা বাস্তুতন্ত্রের একটি শাখা নয়। ধারণার কিছু সংকরায়ণ সত্ত্বেও, পরিবেশ নারীবাদ পরিবেশগত ন্যায়বিচার এবং অখণ্ডতার সাথে যুক্ত করে সামাজিক সমতা সম্পর্কে নারীবাদী উদ্বেগকে পুনরায় প্রকাশ করে।

> একটি পুনর্গঠনমূলক বিপ্লব যা প্রতিফলিত আত্ম-সচেতনতা প্রদান করে

পরিবেশ নারীবাদকে কখনও কখনও 'সমস্ত জীবনের' আন্তঃসংযোগের উপর প্রাচীন জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতের চিপকো মহিলাদের কথা বলা যায়। যখনই কোনো কাঠুরে গাছ কাটতে উদ্যেত হতো তখনই তারা গাছকে জড়িয়ে ধরে থাকতো, যাতে তারা গাছ কাটতে না পারে। এভাবে চিপকো মহিলারা কাঠুরেদের হাত থেকে জঙ্গলকে রক্ষা করেছিলেন। যাই হোক, পরিবেশ নারীবাদ শব্দটি মূলত ফরাসি নারীবাদী ফ্রাঙ্কোইস ড্বিইউবোনের ১৯৭৪ সালের পরিবেশ-পরিমণ্ডলকে বাঁচানোর জন্য একটি বিপ্লবের আবেদনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে। এই আবেদনের মূল বিষয় ছিল মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এবং পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে সম্পর্কের একটি সম্পূর্ণ পুনর্গঠন। পরিবেশ নারীবাদের অগ্রণী তাত্ত্বিক ক্যারোলিন মার্চেন্ট তাঁর বিখ্যাত বই দ্য ডেথ অফ নেচার-এ ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ডাইনি শিকারের মাধ্যমে নারীর প্রজনন সার্বভৌমতকে নিয়ন্ত্রণ করার আধ-নিক পুরুষতন্ত্রের সংকল্পকে উন্মোচন করেছেন। ভেষজবিদ এবং ধাত্রীদের বিশেষ জ্ঞানকে 'চিকিৎসাবিদ্যার পেশা' দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল যা প্রকৃতি এবং শরীরকে 'মেশিন' হিসাবে উপস্থাপন করেছিল। এটি মহিলাদের যত্ন-প্রদান শ্রমের মধ্যে সুপ্ত সতর্কতামূলক নীতিটি বিলুপ্ত করে একই সঙ্গে 'উচ্ছৃঙ্খল' মহিলা এবং 'বিশৃঙ্খল' প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণের নামে 'অন্যদের' উপর পুরুষের যুক্তিসঙ্গত শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাচীন দ্বৈতবাদী জ্ঞানকে শক্তিশালী করে।

মূলধারার উদারপন্থী আধুনিকতাবাদীরা প্রায়শই পরিবেশ-নারীবাদী সমালোচনাকে পুরুষতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে তুলনা করে দেখেছেন যে, নারী বা স্থানীয়রা 'মূলত প্রকৃতির নিকটবর্তী' এবং এর ফলে তাদেরকে নিকৃষ্ট হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, নারী পরিবেশবাদীরা 'প্রকৃতির উপরে মানুষ' দ্বৈতবাদ থেকে উদ্ভূত পুরানো আধিপত্যবাদী দ্বৈতগুলো বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে কিভাবে যৌন-লিঙ্গ, জাতিগত এবং শ্রেণি বিশেষাধিকারের লোকেরা 'অন্য মানুষের' (আদারিং) ধারণার মাধ্যমে ঔ দ্বৈতগুলোকেতাদের সামাজিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করে। এইভাবে বোঝা যায়, ক্ষমতা সম্পর্কের মধ্যে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াশীল আত্মসচেতনতাকে গভীরতর করতে পরিবেশ নারীবাদী অবস্থান ইতিবাচক ভুমিকা পালন করে।

>নারীর কাজ, পরিবেশগত জ্ঞান এবং বস্তুবাদী সমালোচনা

আন্তর্জাতিকভাবে মহিলারা ১০ শতাংশ মজুরির জন্য সমস্ত কাজের ৬৫ শতাংশ করেন এবং দক্ষিণ বিশ্বে মহিলারা সমস্ত খাদ্যের ৬০ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ উৎপাদন করেন। ঔপনিবেশিক আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গবেষণার পরে মারিয়া মিস এবং তাঁর জার্মান বিলেফেল্ড স্কুল সহযোগিরা একটি 'জীবিকার দৃষ্টিভঙ্গি' প্রস্তাব করেছিলেন যা নারী ও কৃষকদের পরিবেশগত জ্ঞানকে জীবনের উৎপাদক এবং সরবরাহকারী হিসাবে বৈধতা দেয়। ১৯৮০-এর দশক থেকে এই অর্থনৈতিক যুক্তিটি পরিবেশ নারীবাদকে একটি উন্নয়ন-পরবর্তী রাজনীতি হিসাবে একত্রিত করেছে। সমসাময়িক বিকল্পগুলো যেমন ল্যাটিন আমেরিকান আদিবাসী বুয়েন ভিভির বা 'ভালো জীবন' বিশ্বদর্শন এবং ডি-গ্রোথ এবং সংহতি অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক ইউরোপীয় মনোযোগের প্রত্যাশা করছে। বিংশ শতাব্দীর সবুজ বিপ্লব প্রযুক্তি প্রবর্তনের পরে ভারতীয় মহিলা কৃষকদের দ্বারা অর্জিত সাম্প্রদায়িক খাদ্য সার্বভৌমত্ব কিভাবে হারিয়ে গিয়েছিল তার বিবরণ বন্দনা শিবার 'অবিকাশের' আরেকটি উন্মোচন।

আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সমাধানগুলো পরিবেশগত সংকটকে গভীর করার সাথে সাথে পরিবেশ নারীবাদীরা পুঁজিবাদী বরাদ্দের জটিল শ্রেণি, জাতিগত এবং লিঙ্গ-লিঙ্গগত চরিত্র উন্মোচন করেন। শ্রমের উপর ভিত্তি করে বস্তুবাদী রাজনীতি হওয়ায় এটি অপরিহার্যতাবাদী নয়; এটি সমৃদ্ধ শিল্পোন্নত উত্তর বিশ্ব এবং দক্ষিণ বিশ্বের মধ্যে সুসম্পর্কের বন্ধন তৈরি করে। কারণ পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক উৎপাদনশীলতার পরিধিই এর দূষিত পরিণতি বহন করে। আদিবাসী সম্প্রদায়য়ের জন্য পরিবেশগত ঋণ হিসাবে এবং জীবিত নারী ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি মূর্ত ঋণ হিসাবে। বস্তুবাদী পরিবেশ নারীবাদ যেমন আরিয়েল সালেহ, মেরি মেলর, ইভা চারকিউইজ, আনা ইসলা এবং অন্যান্যরা জীবিকা নির্বাহ এবং পরিবেশ-পর্যাপ্ততার সাথে যুক্ত । হ্রাসবাদী অর্থনীতি তাদের কাঠামোগত সমালোচনাগুলো বাড়িতে এবং ক্ষেতে প্রজনন কাজের অন্ধত্বের দিকে এবং পুঁজিবাদ যে প্রাকৃতিক চক্রের উপর নির্ভর করে তাদের দিকে ইঙ্গিত করে।

> পরিবেশগত সংকটের জন্য একটি পরিবেশ নারীবাদ মেটা-ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রতিক্রিয়া

পরিবেশ নারীবাদীরা যুক্তি দেখান যে, এই ধরনের প্রজনন শ্রম পুঁজিবাদী এবং মার্কসবাদী উৎপাদন এবং বিনিময় মূল্যকে সঞ্চয়ের চালিকাশক্তি হিসাবে বৈধতার বিরুদ্ধে অগ্রাধিকার দেয়। সালেহ অকথ্য প্রজনন শ্রমিকদের – নারী, কৃষক এবং স্বদেশী– বিশ্বব্যাপী সংখ্যাগরিষ্ঠ 'মেটা-ইন্ডাস্ট্রিয়াল শ্রেণি' হিসাবে ধারণা করেন, যার দক্ষতা একটি 'অন্তর্নিহিত বস্তুবাদী' জ্ঞানতত্ত্ব এবং নৈতিকতা প্রকাশ করে। প্রকৃতির চূড়ান্ত বিন্দুতে তাদের পুনরুত্পাদনমূলক পদ্ধতিগুলো পরিবেশগত সংকটের জন্য একটি প্রস্তুত রাজনৈতিক এবং বস্তুগত প্রতিক্রিয়া। এই ধরনের কর্মীরা বিশ্বজুড়ে একটি বিশাল, তবুও আপাতদৃষ্টিতে অদৃশ্য কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয় ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য:
ক্রিস্টেল টেরেব্লাঞ্চ। :<terreblanche.christelle@gmail.com>

১. মায়েস, মারিয়া ও শিবা, বন্দনা (১৯৯৩)। ইকোফেমিনিজম । লন্ডন: যেড বুকস
২.সালেহ, আরিয়েল (সম্পা.) (২০০৯). ইকো-সাফিসিয়েন্সি অ্যান্ড গোবাল জাস্টিস: উইম্যান রাইট পলিটিক্যাল ইকোলোজি। লন্ডন: প্লুটো প্রেস

> প্রকৃতির অধিকার

এবং পৃথিবীর আইনশাস্ত্র

কর্মাক কুলিনান, পরিবেশ আইনজীবী, দক্ষিণ আফ্রিকা।

পাচামামা (কাগজে চীনা কালি)। কৃতজ্ঞতা: লুইসা আকুয়ান লরেন্টজ, ২০১৯।

অনেক আধুনিক সমাজ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ক্ষতি সাধন করে প্রায়ই তাদের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়। যদি তারা তাদের পরিবেশের অখণ্ডতা এবং জীবনীশক্তি রক্ষা করে মানবকল্যাণে মনোযোগ না দেয়, তবে একুশ শতকে তারা পতনের মুখোমুখি হতে পারে। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রবক্তারা পৃথিবীর অধিকার নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন যে, যদি মানব কল্যাণের জন্য পরিবেশের প্রতি আমাদের আচরণের পরিবর্তনে অবশ্যই আইনি ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। প্রকৃতির অনেক দিকই নিহিতভাবে আইনগত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সেগুলো বজায় রাখা আবশ্যক।

প্রকৃতির আইনি অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হলো মানবাধিকার মূলত প্রকৃতির অধিকারের একটি অংশ। মানুষ প্রকৃতিরই একটি অংশ। এই স্বীকৃতি মানুষের জন্য দায়িত্ব এবং প্রকৃতির অধিকারকে সম্মান ও রক্ষা করার আইনি দিকও তৈরি করে। প্রকৃতির অধিকারের আইনি স্বীকৃতি পৃথিবীর আইনশাস্ত্র এবং মানব সমাজকে পরিচালনা করার অন্যান্য পরিবেশগত পদ্ধতির বিষয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনার অংশ। পৃথিবীর আইনশাস্ত্র হলো আইন ও শাসনের একটি দর্শন যা এর শোষণ ও অবক্ষয়কে বৈধতা দেওয়ার ও সক্ষম করার পরিবর্তে পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থানকে তরান্বিত করতে চায়। প্রকৃতির অধিকার এবং মানবাধিকার উভয়ই সহজাত এবং অবিচ্ছেদ্য হিসাবে দেখা হয়–যা এই অধিকারগুলোর ধারণকারী সত্তার অস্তিত্ব থেকে উদ্ভূত হয়। এর মানে হলো মানুষসহ সমস্ত প্রাণির অস্তিত্ব রক্ষার অধিকার থাকা উচিত। পৃথিবীতে তাদের নির্দিষ্ট স্থান থাকা এবং অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে এমনভাবে যোগাযোগ করা উচিত যা তাদের পরিবেশগত এবং বিবর্তনীয় প্রক্রিয়ায় অনন্য ভূমিকা পালন করতে দেয়।

> প্রকৃতির অধিকার আইনে স্পষ্ট করা হয়েছে

২০০৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে গৃহীত, ইকুয়েডরের সংবিধান প্রকৃতির অধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক উদাহরণ। পরবর্তীতে এপ্রিল ২২,

>>

২০১০-এ বলিভিয়ার কোচাবাম্বাতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং পৃথিবীর অধিকার সংক্রান্ত একটি 'পিপলস ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে'র সময় 'মাদার আর্থের অধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা' (UDRME) চূড়ান্ত করা হয়। ইকুয়েডরের সংবিধান অনুযায়ী, 'প্রকৃতি বা পাচামামা যেখানে জীবনের শুরু হয় এবং বিদ্যমান থাকে, সেখানে তার অত্যাবশ্যক চক্র, গঠন এবং বিবর্তনীয় প্রক্রিয়াগুলোর অস্তিত্ব টিকে থাকা এবং বজায় রাখার এবং পুনরুৎপাদন করার অধিকার রয়েছে' (অনুচ্ছেদ ৭২)। সংবিধানে জোর দেওয়া হয়েছে প্রকৃতির অধিকারের স্বীকৃতি নাগরিকদের তাদের অধিকার ভোগ করতে এবং তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করার লক্ষ্যে, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের মাধ্যমে কল্যাণ বজায় রাখা। তদুপরি, এই কাঠামোর জন্য সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উভয়কে প্রকৃতির অধিকারকে সম্মান ও সমুন্নত রাখতে হবে। রাষ্ট্রকে বাধ্য করা হয়েছে যাতে উন্নয়ন মডেলটি এই জাতীয় নীতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। নিউজিল্যান্ডে আইন ডযধহমধহঁর নদী এবং ঞব টৎববিৎধ এলাকাকে অধিকারসহ আইনি সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। একইভাবে, ভারতের আদালত গঙ্গা ও যমুনা নদী, সেইসঙ্গে গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী হিমবাহ এবং সংশ্লিষ্ট বন ও জলপ্রবাহকে অধিকারসহ আইনি সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। উপরন্তু, কলম্বিয়ার সাংবিধানিক আদালত আত্রাতো নদী অববাহিকাকে 'সুরক্ষা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের' অধিকারসহ একটি আইনি সত্তা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

> ভোগবাদী বিশ্বদৃষ্টি

আধুনিকতা, পুঁজিবাদ এবং ভোগবাদ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এটা এমন নৃ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যা মনে করে মানুষ প্রকৃতি থেকে আলাদা বা বিচ্ছিন্ন এবং এর ফলে প্রকৃতির আইন তারা চাইলে অতিক্রম করে। এই মতবাদ পৃথিবীকে সম্পদে ভরপুর মনে করে যা মানুষের পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান। যেহেতু সম্পদ দুষ্প্রাপ্য বলে বোঝানো হয়, তাই এই সম্পদের বড় অংশ নিশ্চিত করার জন্য অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি আজ অধিকাংশ আইনি ব্যবস্থার ভিত্তি। আইন প্রকৃতিকে (মানুষ ব্যতীত) 'সম্পত্তি' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে এবং মালিককে এই 'সম্পদ' সম্পর্কিত ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সেগুলো থেকে সুবিধা নেওয়ার একচেটিয়া ক্ষমতা প্রদান করে। এটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি প্রদান করে যা সম্পদ ও ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করে এবং সিদ্ধান্তগুলোকে বৈধতা দেয়। যা পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং জীবনের সম্মিলিত স্বার্থের চেয়ে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু মানুষের স্বল্পমেয়াদী অর্থনৈতিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়।

> পরিবেশ-কেন্দ্রিক বিশ্বদর্শন

অন্যদিকে, প্রকৃতির অধিকারের স্বীকৃতি পরিবেশকেন্দ্রিক বিশ্বদৃষ্টি মানুষকে পৃথিবীতে বিরাজমান একটি নির্দিষ্ট জীবন হিসাবে দেখে–যা পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবনের মধ্যে অন্যতম কিন্তু অগ্রণী ভূমিকা পালন করে না। উদাহরণস্বরূপ, ইউডিআরএমই-এর প্রস্তাবনা এবং প্রথম প্রবন্ধে পৃথিবীকে একটি স্ব-নিয়ন্ত্রক, আন্তঃসম্পর্কিত প্রাণিকূলের সম্পর্কিত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যা সমস্ত প্রাণিকে টিকিয়ে রাখে এবং ফলস্বরূপ সমগ্র পৃথিবীর অখণ্ডতা আর স্বাস্থ্য বজায় রাখতে অগ্রাধিকার দেয়। প্রকৃতির অধিকারের সমর্থকরা প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য বিজ্ঞানের শাখা যেমন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা, জীববিজ্ঞান এবং বাস্তুবিদ্যার অনুসন্ধানের দিকে নির্দেশ করে যে, মহাবিশ্বের প্রতিটি দিক আন্তঃসংযুক্ত এবং ব্যাপক প্রচলিত বিশ্বাসগুলোকে খণ্ডন করার জন্য। যেমন, মানুষ প্রকৃতি থেকে পৃথক এবং উচ্চতর। প্রকৃতির এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন জ্ঞান, ঐতিহ্য এবং আদিবাসীদের বিশ্বজগতের ওপরও আকৃষ্ট হয় যা পৃথিবীকে জীবনের একটি পবিত্র সমষ্টি হিসাবে দেখে আর মানুষকে অন্যান্য প্রাণির সঙ্গে সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলে।

পৃথিবীর আইনশাস্ত্র এবং প্রকৃতির অধিকার মূলধারার 'উন্নয়ন' বক্তৃতার প্রতিটি দিক ও পুঁজিবাদ এবং পিতৃতন্ত্রের প্রতি একটি মৌলিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। তারা মানবতার ভূমিকা, মানব সমাজের মৌলিক উদ্দেশ্য এবং কিভাবে মানুষের কল্যাণকে উন্নীত করা যায় সে সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পরিবেশ-কেন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিকাশকে সে প্রক্রিয়া হিসাবে বোঝা যায়–যেখানে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন জীবনের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক বা 'আন্তঃসত্তা'র মাধ্যমে আরও গভীরতা, জটিলতা, সহানুভূতি এবং প্রজ্ঞা বিকাশ করে। এটি উন্নয়নের সমসাময়িক ধারণার বিরোধী যা জিডিপি বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকে শোষণ ও অবনমিত করে।

> একটি নতুন আন্দোলন এবং একটি অভিনব ইশতেহার

প্রকৃতির অধিকার এবং পৃথিবীর আইনশাস্ত্র সারা বিশ্বে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে সামাজিক আন্দোলন, পরিবেশ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষের কর্মীদের এবং আদিবাসীদের মতামতের একটি ক্রমবর্ধমান বিশিষ্ট দিক হয়ে উঠেছে। আর এই ধারণাসমূহ 'প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন' সম্পর্কে জাতিসংঘের মধ্যে আলোচনার একটি কেন্দ্রীয় অংশ হয়ে উঠেছে এবং বিভিন্ন সবুজ এবং পরিবেশ-সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকৃতির অধিকার এবং পৃথিবীর আইনশাস্ত্র সমসাময়িক পরিবেশগত এবং সামাজিক সমস্যার গভীরতম শিকড়গুলোকে চিহ্নিত করে। তারা একটা ইশতেহার প্রদান করে যা কেবল জাতি, শ্রেণি, জাতীয়তা এবং সংস্কৃতির গণ্ডিকে অতিক্রম করে। এগুলো মহাবিশ্বে কিভাবে কাজ করে তা বোঝার ওপর ভিত্তি করে এমন একটি উপলব্ধি যা নৃ-কেন্দ্রিক, যান্ত্রিক এবং হ্রাসবাদী বিশ্বদর্শনের চেয়ে আরও বেশি গ্রহণযোগ্য। প্রকৃতির অধিকার একটি বিশ্বব্যাপি অধিকার-ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য একটি ভিত্তি প্রদান করে যা মানবাধিকারের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মানব আচরণের নিয়মগুলোকে পরিবর্তন করতে পারে। এই শক্তিগুলোর অর্থ হলো যে, যদিও প্রকৃতির অধিকার আন্দোলন এখনও তার উন্মেষকালে রয়েছে, এর প্রভাব আরও দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিশ্বব্যাপি এর গভীর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ■

সরাসরি যোগাযোগ করুন :
কর্ম্যাক কুলিনান <cormac@greencounsel.co.za>

> পোস্ট-প্যান্ডেমিক প্রবণতা

এবং আধুনিকতার ধাপসমূহ

জোসে মরিসিও ডমিঙ্গেস, ব্রাজিলের স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ রিও ডি জেনিরো এবং আইএসএ-এর ঐতিহাসিক সমাজবিজ্ঞান (আরসি ৫৬) ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্ব (আরসি ১৬) শীর্ষক গবেষণা কমিটির সদস্য।

২০১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে আছড়ে পড়া কোভিড-১৯ মহামারী রাষ্ট্র এবং সমাজের রূপরেখার মধ্যে একটি বিশাল পরিবর্তন এনেছে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে নব্য উদারনীতিবাদ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল। মহামারীটি হঠাৎ করে এমন কিছু পরিস্থিতি তৈরি করে যাকে বলা যেতে পারে জরুরি কেইনেসিয়ানিজম এবং সকল দেশকে সক্রিয় রাখার জন্য সামাজিক নীতির পরিবর্ধন। মাত্র কয়েক মাস বা এমনকি কিছুদিন আগে যা অকল্পনীয় ছিল তা সম্ভব হয়েছে: অর্থনীতি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ এবং গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিস্ময়কর ছিল। আশ্চর্যজনক ভাবে রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল সকল প্রকার 'সামর্থ্য' দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা[১]

আমরা এটাকে কি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের কথা বলতে পারি, নাকি এটি কেবল স্বাভাবিক পরিবর্তন যা আমরা সচারাচর দেখি। এই পরিবর্তন কি স্থায়ী? নাকি এই পরিবর্তন স্থিতিশীল ধারার নীতির স্বল্পকালীন বিরতির একটি মুহূর্ত? এক্ষেত্রে আধুনিকতার পর্যায়সমূহ আলোচনার পূর্বে আমি অর্থনীতি এবং সামাজিক নীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরব। সমাজের অনেক অংশে গভীর পরিবর্তনের দাবি থাকা সত্ত্বেও, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে কঠোরভাবে মেনে নেওয়ার ধারাবাহিকতা বিরাজ করে। উদার গণতন্ত্র একটি মিশ্র শাসনব্যবস্থা। ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে (উন্নত অলিগার্কি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে) দৃশ্যমান গণতন্ত্রের প্রতি কম এবং গোষ্ঠীশাসন বা অলিগার্কির প্রতি অধিক প্রবণতার কোন পরিবর্তন হয়নি। উল্টোদিকে নজরদারি জোরদার করার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। যদিও আরও জোরালো সামাজিক নীতির গুরুত্ব বাড়ছে, রাজনীতিবিদরা মূলত তাদের সম্পদ, ক্ষমতা এবং ধনীদেরকে নিয়েই উদ্বিগ্ন থাকেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহামারী এটিকে বাড়িয়ে তুলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এক শতাব্দী আগে 'স্প্যানিশ ফ্লু' পরিণতিতে সামাজিকতা প্রবলভাবে বৃদ্ধির পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষামূলক এবং ব্যক্তিগত মনোভাবকে উস্কে দিয়েছে। এই বিষয়টি নিশ্চিতভাবেই একটি সমস্যা যা সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দাবিদার। আমি এখানে যা বলতে চাই তা শুধু আংশিকভাবে নবায়নকৃত পার্টি-রাষ্ট্র-কাম-পুঁজিবাদ ব্যবস্থার জগতে প্রযোজ্য, যেখানে রাষ্ট্রের উপস্থিতি অনেক বেশি প্রকট এবং একটি কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে শক্তিপ্রয়োগ করে। যাই হোক, সামাজিক নীতির ক্ষেত্রে সামাজিক উদারতাবাদের প্রভাব বিস্তার জোরালো হচ্ছে।

> আধুনিকতা এবং এর ধাপসমূহ

আধুনিকতা বা রাজনৈতিক আধুনিকতা হলো একটি আনুষঙ্গিক বিবর্তনগত বিচ্যুতি। তবে এটি সংকরায়ণ ও ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক বৈশিষ্ট্যসহ পূর্বে উন্নত সভ্যতাগত উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করছে এবং এটি কর্তৃত্ববাদী সমষ্টিবাদে বিদ্যমান এর প্রভাবশালী শক্তিগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী চ্যালেঞ্জকে পরাভূত করেছে। আধুনিকতা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে তিনটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে (অফ, ল্যাশ এবং উরি, ক্যাস্টেল, ওয়াগনার, ডমিঙ্গেস এবং অন্যান্যদের গবেষণায়া দেখানো হয়েছে)। প্রথম পর্যায়টি ছিল উদারপন্থী এবং বাজারমুখী (অথবা এটিকে একটি প্রকল্প হিসেবেও বিবেচনা করা হয়); এটি একই সঙ্গে ছিল উপনিবেশিক (যদিও আমেরিকা ইতিমধ্যে স্বাধীন হয়েছিল)। বিশ্বজুড়ে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়টি ছিল রাষ্ট্র ভিত্তিক। যদিও উদারপন্থী অর্থনৈতিক এবং বিচারিক কাঠামো বহাল ছিল, 'বাস্তব সমাজতন্ত্র' (আরও যথাযথভাবে বললে কর্তৃত্ববাদী সমষ্টিবাদ) উদারপন্থী এবং বাজার অবকাঠামোকে অগ্রাহ্য করে আধুনিকতা থেকে ধার করা রাষ্ট্রীয় উপাদানসমূহকে বিচ্ছিন্নতার দিকে নিয়ে যায়। তারপরে তৃতীয় ধাপ হলো আরও জটিল ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। এই ধাপে নব্যউদারতাবাদের তত্ত্বাবধানে ব্যপক আন্তঃযোগাযোগসহ চাঙ্গা বাজার ও রাষ্ট্রের উপস্থিতি ছিল।

আমরা কি মহামারী পরবর্তী বিশ্বে একটি নতুন পর্বের উত্থানের সাক্ষী হতে চলছি নাকি এটি কেবল একটি বাঁক যা তৃতীয় ধাপের মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে? আধুনিক সময় পর্যন্তও দল-রাষ্ট্র যন্ত্রের বাইরে শহরে নব্যউদারনীতিবাদ ছিল প্রভাবশালী কৌশল (এবং এর সমর্থকরা এর আধিপত্য বজায় রাখতে লড়াই করে)। যাই হোক, আমরা অনুমান করতে পারি যে, নব্যউদারনীতিবাদের সাথে আধুনিকতার তৃতীয় ধাপের যোগসূত্র ছিল নিছক আনুষঙ্গিক। এবং তা পৃথিবীতে যতই গভীর ছাপ রেখে যাক বা, অন্য যাই কিছু ঘটুক না কেন।

> রাষ্ট্র, অর্থনীতি ও সামাজিক নীতি

মহামারীর আগে থেকেই মনে হচ্ছিল নব্যউদারনীতিবাদ অর্থনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য কম জুতসই। মোটামুটি স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে অনেক সরকার ইতোমধ্যেই এর কিছু নীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল এবং বর্তমানে শক্তিধর প্রতিনিধিগণকে সমস্যা সম্পর্কে ক্রমশ সচেতন হতে দেখা যাচ্ছে। পরিবর্তন বাস্তবায়িত করা আরও জটিল হয়েছে। যদিও সর্বত্র এক চিত্র নয়; তবুও প্রতিরোধ এবং অস্বচ্ছতাকে প্রায়ই সাম্প্রতিক উন্নয়ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে আমি এই সমস্যাটি এখানে পরিস্ফুট করতে পারিনি। দীর্ঘদিন ধরে চলমান নব্যউদারনীতিবাদ এবং জোরালো রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একটি জটিল মিশ্রণের ব্যবহারের সঙ্গে চীন এবং পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ভূ-রাজনীতি এবং প্রতিযোগিতাও বর্তমান রূপান্তরের একটি পটভূমি হিসাবে উন্মোচিত হয়েছে।

যেমন ধরুন ইউরোপীয় ইউনিয়ন। আমরা তিনটি সম্ভাব্য ভবিষ্যত পরিস্থিতি দেখতে পাই। প্রথম হলো রক্ষণশীল (স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য), দ্বিতীয়টা যৎসামান্য বিশৃঙ্খল ও সংঘাতপূর্ণ এবং তৃতীয়টা রূপান্তরমূলক, যেখানে করারোপণ পরিবর্তনের সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা (বিশেষ করে একটি শক্তির রূপান্তরের মাধ্যমে),

>>

“আমরা কি একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের কথা বলতে পারি, নাকি এটি কেবলমাত্র ছোট পরিবর্তন যা আমরা লক্ষ্য করি? পরিবর্তন কি স্থায়ী হবে?”

ডিজিটালাইজেশন এবং সামাজিক নীতির পুনর্গঠনের লক্ষ্যগুলি অর্জিত হয়। বাজারে ধার করা অর্থ থেকে সাধারণ তহবিলসহ নেক্সট জেনারেশন ইইউ প্রকল্পটি ইতিমধ্যেই ‘ইউরোপীয় রাষ্ট্র’ শক্তিশালীকরণের সাথে উল্লিখিত সম্ভাব্য ভবিষ্যত পরিস্থিতি তৃতীয়টির দিকে ইইউকে এগিয়ে নিয়ে গেছে –যা এমনকি শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের কাজগুলোকেও সহজতর করে তুলতে পারে (তাদের একত্র করে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে পুনরায় চালুকৃত পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪০% পর্যন্ত অর্থায়নের মাধ্যমে ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রযুক্তিগত পুনর্বীকরণ কার্যকর করা)। করারোপণ সম্পর্কে কর্পোরেশনগুলোর উপর ১৫% এর বৈশ্বিক ফ্ল্যাট ট্যাক্স হার ছাড়াও, তাদের কর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা এড়াতে এবং আরও সাধারণভাবে ট্যাক্স ফাঁকি খুব বেশি আলোচনা করা হয়নি (যুক্তরাষ্ট্র বাদে, যেখানে ধনীদের উপর কর কমানো হয়েছে)। মহামারী শুরু থেকে বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদগণ অল্প-বিস্তর আলোচনা করছিলেন এবং সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে যেকোনো ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের উপর বৈশ্বিক করের হার এখনও সীমিত হতে পারে। তবে, এটি নজিরবিহীন। এটির শক্তি বৃদ্ধি পাবে কিনা তা তর্কসাপেক্ষ (উদাহরণস্বরূপ, জার্মানিতে প্রায় কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া-ই আরও ঋণ নিষিদ্ধ করার সাংবিধানিক ধারাকে আমলে না নেওয়ার জন্য কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে)। তবে, এই দিকে অবস্থান পরিবর্তন করে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এইসব নিয়ন্ত্রক পরিবর্তনের মধ্যস্থতা করবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতি মোকাবেলায় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ৭৪০ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প, পুনর্বীকরণযোগ্য শক্তির দ্বারা জীবাশ্ম জ্বালানির প্রতিস্থাপন এবং ঔষধ বাবদ খরচ কমানোর জন্য ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার পরে আগস্ট ২০২২-এ চূড়ান্ত অনুমোদন একটি বিরাট সাফল্য ছিল। যদিও বামপন্থী রাজনীতিক দলের প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি প্রাপ্তি ছিল।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, অর্থনৈতিক অবকাঠামোর, বিশেষ করে আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নের প্রস্তাবসমূহ। এমনকি সেতু ও রাস্তার মতো তুলনামূলকভাবে গতানুগতিক বিষয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ উভয় নে চলমান জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রশমিত করতে সক্ষম এমন শক্তির উৎস সমূহ স্থানান্তরের জন্য প্রস্তাবসমূহ। কৌশলগত দিক থেকে, মাইক্রোচিপসমূহ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষত উচ্চ-প্রযুক্তি অঞ্চলসমূহ সর্বোপরি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রচুর অর্থ ও নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ এই জাতীয় লক্ষ্য এবং উদ্ভাবনী পণ্যসমূহকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবে (এ ধরের কৌশলের কার্যকারিতা জোরদার হয়েছিল করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন কিভাবে রাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত হয়েছিল তার মাধ্যমে)। শিল্পনীতি একটি প্রত্যাবর্তন ঘটাচ্ছে: যদিও উদারপী-পুঁজিবাদী দেশগুলোর পূর্ণবিকাশ থেকে অনেক আলাদা (এটি যা আরও বেশি ‘ইঙ্গিতবাহী’), একবিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এবং বিংশ শতাব্দীর শেষ একচতুর্থাংশে যা ঘটেছিল তার তুলনায় এটি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তন এবং শক্তির ানান্তরের বিষয়ে কেউ কেউ পরিকল্পনা প্রত্যাবর্তনের কথা বলেন। যে কোনো ঘটনাতে সামগ্রিকভাবে বাজেটসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা অনেকটাই নমনীয় হয়েছে, যদিও এমনকি অসংখ্য ভর্তুকি কার্যক্রমসহ ব্যয় নমনীয় হয়ে উঠেছে।

বাণিজ্য এবং আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, একটি দৃশ্যমান পরিবর্তন ঘটছে। কয়েক দশক ধরে, অনাস্থা নীতিসমূহ স্ব-পরাজিত এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নীতিগুলোকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রিগ্যান সরকারের সময় থেকে এগুলোকে ভোক্তা কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট বলে বিবেচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ পণ্য মজুদ বা নিজের প্রতিযোগিদের পরাস্ত করার জন্য দাম কমানো সমস্যা হিসাবে দেখা হয়নি। কারণ এর উদ্দেশ্য ছিল প্রতিযোগিতাকে টিকে করা, নির্দিষ্ট প্রতিযোগিদের নয়। তাই বড় রকমের একচেটিয়া বাজার তৈরি করে একীভূতকরণ এবং সংমিশ্রণ কোনো যোগ্য হস্তক্ষেপ ছিল না। অনাস্থা নীতিসমূহ আরও বেশি পরিবেশিষ্ট ও বিস্তৃত হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এটি সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হচ্ছে। অধিক ভোক্তাদের কাছে বাজার পরিষেবাগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য, বিশেষ করে, মৌলিক একচেটিয়া-সদৃশ পাবলিক পণ্য (টেলিফোন ও ডাক, জল ও নর্দমা, বা ট্রেন ও বিমান চলাচল) সামাজিক নীতি ও অন্যান্য কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিয়ন্ত্রক প্রকল্পগুলো একটি সাধারণ এবং অধিক নিয়ন্ত্রিত মার্কিন-প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি থেকে প্রসারিত হয়েছে ।

তা সত্ত্বেও, সামাজিক নীতির বিষয়ে আমরা একই রকম আরও বেশি কিছু পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে। একটি দ্বি-স্তর নীতি বিশিষ্ট সামাজিক উদারতাবাদ সাধারণ জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। যার প্রথম স্তর হচ্ছে স্বচ্ছলদের জন্য বাজার-নির্ভরতা এবং অপরটি গরিবদের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবা। এখনো সামাজিক নীতির বিবর্তনে কোনো ঘটনা রিভাবে প্রসারিত সামাজিক উদারতাবাদের স্থায়িত্বকে নাড়া দিয়ে দৃঢ়ভাবে আবির্ভূত হয়নি। প্রথমবারের মতো একটি বিশ্বায়িত ব্যবায় যেখানে স্বাস্থ্যসেবা আরও সার্বজনীন হয়ে উঠতে পারে এবং সামাজিক উদার প্রতিক্রিয়া আরও সাধারণভাবে উত্থিত হচ্ছে বলে দৃশ্যমান হয়। যদিও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল, বিশেষ করে বৈশ্বিক ব্যবার কেন্দ্র (পাশাপাশি কিছু কর্তৃত্ববাদী সমষ্টিবাদী দেশ) এবং পরিধির মধ্যে। কেন্দ্রের আরও শক্তিশালী এবং প্রবণতামূলকভাবে সর্বজনীন নীতির সাথে, বর্তমানে সামাজিক উদারতাবাদ প্রশ্নাতীতভাবে বিশ্বব্যাপী শীর্ষান পেয়েছে। এটি দারিদ্রের উপর মনোনিবেশ করে (‘ন্যায়’-এর ভিত্তিতে, সমতার ভিত্তিতে নয়)। ব্যাপক সামাজিক অসন্তোষ থাকা সত্ত্বেও, কোন সংগঠিত শক্তি সার্বজনীন এবং পূর্ণ সামাজিক নাগরিকত্বের দিকে সামাজিক নীতিকে পরিবর্তন করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তিমত্তা দেখায়নি; এমনকি সত্যিই চেষ্টা করেনি।

এক্ষেত্রে স্পষ্টতই যা প্রাধান্য পাবে সেটি হচ্ছে নগদ টাকা অনুদান প্রকল্প। ল্যাটিন আমেরিকান ন্যূনতম অনুদান এবং লক্ষ্যবস্তু অনুযায়ী প্রায় সকল দেশে এটি যতটা না দারিদ্র্য মোকাবেলা তার চেয়ে অধিক দারিদ্র্যের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য হয়ে থাকে অথবা এমনটি করা হয় কর্মক্ষত্রের যৌক্তিকতা ও জার্মান প্রকল্প বেকারত্ব সুবিধা (হার্টজ ফোর নামে পরিচিত) অনুসরণ করে। তারা একটি ক্রমবর্ধমান সম্পদশালী এবং অসম বিশ্বের দালাল। এটা সত্য যে, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটদের দৃঢ় প্রতিরোধ সত্ত্বেও, জার্মান নতুন, উন্নত নাগরিক বলতে শেষ পর্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন বেকারদের জন্য অল্প পরিমাণ অর্থ এবং আরও উদার সর্বজনীন বিধানের মধ্যে নতুন সামাজিক-গণতান্ত্রিক পথ নির্দেশ করতে পারে (সাম্প্রতিক ইতালির মৌলিক আয় দেখুন, যেখানে সরকার দ্বারা আরও গুরুত্বহীন করা হয়েছে)। যাই হোক না কেন, বিষয়গুলো এখন যেভাবে আছে সেখানে পরিবর্তন সীমিত হবে।

> ভবিষ্যৎ

কেবল সময় বলে দিবে, এটা সম্ভব যে ঘটনা ঘটার পরে বোধোদয় হলো। কিন্তু আমরা অন্তত কিছু নির্দিষ্ট প্রবণতা তুলে ধরতে পারি যা গত কয়েক বছরে উন্মোচিত হয়েছে বলে মনে হয় এবং সম্ভবত আরও প্রগাঢ় হবে। অবশ্যই, এটি সমস্ত ধারণা ও কর্মসূচির উন্মোচনের উপর এবং বিশেষত রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর নির্ভর করে। যার ফলাফলগুলো ধারাবাহিকভাবে এক দিকে নির্দেশ করে বলে মনে হয়। ফলে সারা বিশ্বে এই পর্যন্ত উন্নয়নগুলো অসম ভাবে হয়েছে।

>>

আমরা আশা করতে পারি যে, পরিবর্তন মানব ইতিহাসে অনেক বেশি মহৎ, নবাগত ও সংহত যুগের সূচনা করবে। এটা অসম্ভাব্য মনে হতে পারেকিন্ত এর অর্থ এই নয় যে, আধুনিকতার একটি নতুন পর্যায় বা তৃতীয় ধাপের মধ্যে কোনো বাঁক তৈরি হচ্ছে না। যাই হোক এর চূড়ান্ত গতিপ্রকৃতি এখনও অনিশ্চিত। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
জোসে মরিসিও ডমিঙ্গেস : <jmdomingues@iesp.uerj.br>

1. Domingues, José Maurício (2020), "From global risk to global threat: State capabilities and modernity in times of coronavirus", Current Sociology, 70(1), 6-23.
2. Baumgartner, Frank and Jones, Bryan (2009) Agendas and Instability in American Politics. Chicago: Chicago University Press.
3. Domingues, José Maurício (2019) "Social liberalism and global domination". In: Heriberto Cairo and Breno Bringel (Eds.) Critical Geopolitics and Regional (Re)Configurations: Interregionalism and Transnationalism between Latin America and Europe. London: Routledge, 49-62.

> (পুনরায়) সামাজিক বিজ্ঞান উন্মুক্তকরণ :

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জসমূহ

ফার্নান্দা বেইগেল, ইউনিভার্সিডাড ন্যাসিওনাল ডি কুয়ো ও কনিসেট, আর্জেন্টিনা, এবং সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কিত আইএসএ গবেষণারপরামর্শক কমিটির সদস্য (আর সি ০৮)।

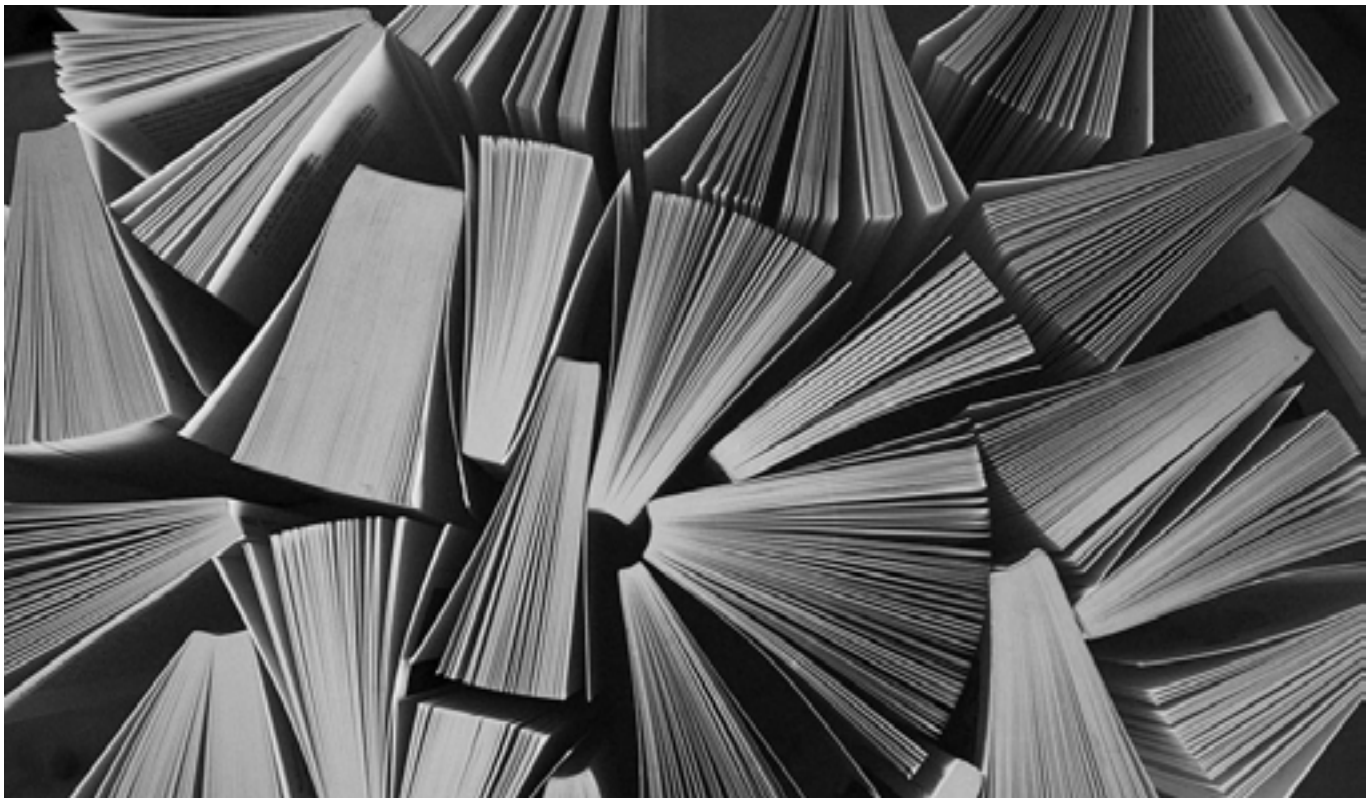

কৃতজ্ঞতা: পিক্সাবে

আইএসএ'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন ১৯৯৬ সালে সুপরিচিত গুলবেনকিয়ান কমিশন রিপোর্টে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক বিজ্ঞান পুনর্গঠন করার জন্য আহ্বান জানান। রিপোর্টটি ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভাগগুলোর বিকাশকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছিল। তারা ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অর্জিত বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং পর্যবেক্ষণকে একটি কথিত সর্বজনীন তত্ত্বে পরিণত করেছিল। এই বিভাগগুলোর একত্রীকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য তাদের প্রত্যেকের বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল যা সামাজিক বিশ্লেষণকে পৃথক করার সঙ্গে সঙ্গে এর বিভাজনগুলোকে শক্তিশালী করেছে। প্রতিবেদনটি ইউরোকেন্দ্রিকতা ত্যাগ করে 'সামাজিক বিজ্ঞান উন্মুক্ত করুন' এই স্লোগানের অধীনে একটি বহুভাষিকতা, আন্তঃবিভাগীয়তা, গবেষণা প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছে।

সম্প্রতি ইউনেস্কো 'উন্মুক্ত বিজ্ঞানের ওপর সুপারিশ' গ্রহণ করেছে। যার লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল (প্রকাশনায় উন্মুক্ত সুবিধা) এবং এর প্রক্রিয়া (তথ্যের উন্মুক্ত সুবিধা) উন্মুক্ত করা। কিন্তু এটি একই সঙ্গে উদ্বেগও প্রকাশ করেছে। উন্মুক্ত বিজ্ঞানসমস্ত বৈজ্ঞানিক শাখা ও সমস্ত একাডেমিক দিককে অন্তর্ভুক্ত করে যেমন মৌলিক ও প্রয়োগ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিজ্ঞান। এটি প্রথাগত বিজ্ঞানকে বিভিন্ন জ্ঞান বিকাশের জন্য উন্মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয় এবং একই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক সেক্টরের সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা ও সমাজের (নাগরিক বিজ্ঞান) প্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে অর্ন্তভূক্তথাকার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করে।

বিগত ২৫ বছরে দুইটি প্রকাশনার মধ্যে (বৈশ্বিক প্রকল্প) প্রধান পার্থক্যটি উন্মুক্ত বিজ্ঞানের ডিজিটাল বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্যে রয়েছে। যেখানে সহযোগিতামূলক অবকাঠামোর মাধ্যমে গবেষণা প্রক্রিয়ার (উন্মুক্ত তথ্য, উন্মুক্ত মূল্যায়ন) উন্মুক্ততার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কাঠামোগত অসমতার যে কোনো দু'টি বৈশ্বিক প্রকল্পের মধ্যে দেখা যায় যা জ্ঞান সঞ্চালনের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে এবং জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহুভাষিকতার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করার কথা বলে।

>>

> সামাজিক বিজ্ঞানের তথ্যের উন্মুক্ততা রক্ষা

সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিভাগগুলো তাদের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, অনুসন্ধানের পদ্ধতি এবং অধ্যয়নের নিদিষ্ট বিষয়গুলো জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রকল্পকে একটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দেয়। তাদের গবেষণা প্রক্রিয়ায় নির্বিচারে তথ্য উন্মুক্তকরণ এবং তথ্যে সংগ্রহের প্রভাব রয়েছে যা ব্যক্তিদের গোপনীয়তাকে নষ্ট করে এবং নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়কে বিপন্ন করতে পারে। যাই হোক, নৈতিকতার মানদণ্ড, তথ্য ব্যবহারের নিয়ম এবং ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহারের জাতীয় আইনগুলো এই দিকগুলোকে সুরক্ষিত করার জন্য একটি পর্যাপ্ত কাঠামো প্রদান করে। তাই সামাজিক বিজ্ঞান এবং মানবিক বিষয়ে গবেষণার তথ্য ভাগ করে নেওয়ার যে বাধা তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

টিমওয়ার্কের সঙ্গে কম অভ্যস্ত বিভাগগুলোতে প্রধান বাধা হচ্ছে কোনো কাজের ওপর তাদের অধিকার হারানোর ভয় বা একাডেমিক বা তাত্ত্বিক কাজে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের অর্জন নষ্ট হওয়ার ভয়। যেমনটি 'কঠিন' বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সামাজিক মূল্যের একটি স্বীকৃতি রয়েছে, তবে জনসাধারণের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার যে একটি সাধারণ ভালো দিক আছে তা মেনে নিতে কারো কারো অসুবিধা হয়। এর সরাসরি প্রায়োগিক অর্থ হলো জ্ঞান ক্রমবর্ধমান এবং আমাদের বিভিন্ন গবেষণা দল থেকে বারংবার একই তথ্য সংগ্রহ করা এড়ানো উচিত। এই বিভাগগুলোর মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন বিষয়ও রয়েছে যেমন গবেষণার স্বীকৃত দুর্বলতাগুলো অনেক সময় উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে দাঁড়াতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের কাছে খোলাখুলিভাবে তথ্য উপলব্ধি করা এবং অবকাঠামো তৈরি করার প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে একটি হলো এর প্যাটফর্মগুলোর আন্তঃপরিচালনা সংক্রান্ত যোগ্যতা–যেখানে প্রতিটি ডিজিটাল বস্তু, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য একত্রিত করা হয় যা সবার জন্য তথের উন্মুক্ত ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করে। প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা ডিজিটাল বস্তুর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে। এটা প্রত্যাশিত যে, বিভিন্ন ধরনের ডেটাসেটের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর সুচিন্তিত মূল্যায়ন করে একত্রে জমা করা যেতে পারে যা তাদের নিদিষ্ট মান নিশ্চিত করবে। উন্মুক্ত মূল্যায়ন হলো উন্মুক্ত বিজ্ঞানের একটি দিক যদিও এখনও তা বিশ্বব্যাপি সর্বজন স্বীকৃত নয়। তবে, জ্ঞান সংলাপ যথাযথ আপত্তি এবং তাত্ত্বিক বিরোধগুলো সমাধান করতে সাহায্য করতে পারে যা এই বিভাগগুলোর জন্য সমসাময়িক সময়ের দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং প্রায়শই একটি প্রবন্ধের প্রকাশনার চ্যালেঞ্জ সমাধান করতে পারে।

তবুও উন্মুক্ত বিজ্ঞান শুধু সুবিধার পূর্বাভাস দেয় না। আন্তঃব্যবহারযোগ্য কোড হিসাবে ইংরেজির একচোটিয়া ব্যবহার বৈষম্যকে আরো বৃদ্ধি করে। ইংরেজিতে বিজ্ঞানের বহুল অতিরঞ্জিত ব্যবহারের বৈষম্যকে শক্তিশালী করে এবং গ্রন্থবৈচিত্র্যকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। ইতোমধ্যে প্রধানত ইউরোপে, 'কোয়ালিশন এস' থেকে 'প্ল্যান এস' কার্যক্রম এর মাধ্যমে লেখকদের কাছে সরাসরি চার্জ আরোপের (আর্টিকেল প্রসেসিং চার্জ: এপিসিএস) এর মতো প্রোগ্রামগুলোর মাধ্যমে প্রকাশনাগুলো উন্মুক্ত ব্যবহারের ধারাকে ত্বরান্বিত করছে। প্রকাশনা শিল্পের অত্যধিক মুনাফার হার নিশ্চিত করার জন্য নির্বিচারে এবং ধীরে ধীরে এপিসিএস'র বৃদ্ধি ইতোমধ্যেই আধিপত্যবাদী এবং অ-আধিপত্যবাদী দেশগুলোর গবেষকদের মধ্যে একটি বৃহত্তর বিভাজন তৈরি করছে। সর্বোপরি উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রকল্পটি উত্তেজনা এবং সংগ্রামের সঙ্গে চলমান একটি বিষয়।

> ইউরোকেন্দ্রিকতাকে প্রশ্ন করা এবং প্রাসঙ্গিক উন্মুক্ত বিজ্ঞানকে বাস্তবায়ন করা

ইমানুয়েল ওয়ালারস্টেইনের গুলবেনকিয়ান রিপোর্টের মাধ্যমে সামাজিক বিজ্ঞানের উন্মোচন প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পটি পুনর্বিবেচনা করার মাধ্যমে এমন একটি প্রোগ্রাম পুনরুদ্ধার করা সম্ভব যা একটি ইউরোকেন্দ্রিক এবং ঔপনিবেশিক জ্ঞান ব্যবস্থার ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা আজ উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একই সঙ্গে এটি সামাজিক এবং মানববিজ্ঞানের তুলনামূলকভাবে প্রান্তিক অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে; যেখানে বলা হয় এই বিভাগগুলো আরও উৎসাহের সঙ্গে কাজ করতে পারতো। তবে সমাজবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক ও মানববিজ্ঞানে পরিচালিত সুনির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় গতিশীলতা অনায়নে এবং দুর্বল সামাজিক গোষ্ঠীর সঙ্গে জ্ঞানের সহ-উৎপাদনে, উভয় ক্ষেত্রেই তথ্য ভাগ করার সময় অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এই অসুবিধার কারণগুলো বৈচিত্র্যময় কিন্তু ব্যক্তি বা সংস্থাগুলোর তথ্যের সংবেদনশীল প্রকৃতি ও তাদের তৈরি করা তথ্যের প্রকারের কারণে, কখনও কখনও প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালায় ডেটাসেটগুলো ভাগ করার জন্য সুবিধা পেয়ে থাকে।

এই অর্থে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে সক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য সংশিষ্ট সমস্ত পদ্ধতি পুনরুদ্ধার করা এবং উন্মুক্ত বিজ্ঞানের নীতি ও ভালো বিষয়গুলো ছড়িয়ে দেওয়া অপরিহার্য। এছাড়াও, গবেষণার প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য সর্বজনীনভাবে অর্থায়নকৃত গবেষণা তথ্যের উন্নয়ন, উন্মুক্ত ডেটা মডিউলগুলোর সংশোধন এবং প্রাসঙ্গিককরণের জন্য গবেষকদের থেকে আরও উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন রয়েছে।

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান বিষয় হলো নাগরিক বিজ্ঞান। যা সামাজিক বিজ্ঞানে অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞান বিকাশের জন্য একটি সমৃদ্ধ তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক বিষয় হিসাবে কাজ করে। ল্যাটিন আমেরিকা কয়েক দশক ধরে একটি তাত্ত্বিক ঐতিহ্য এবং অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলো উন্নয়ন করেছে। ফলস বোর্দার অবদানের পাশাপাশি, পাওলো ফ্রেয়ারের জনপ্রিয় শিক্ষা এবং দক্ষিণের জ্ঞানতত্ত্বের মতো অভিজ্ঞতাগুলো এখন মাইলফলক। বেশিরভাগ ল্যাটিন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে এক্সটেনশন প্রকল্প (তৃতীয় মিশন) বাস্তবায়ন করছে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে ব্যবহারিক বিষয়গুলোর ওপর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করে জ্ঞানের সহ-উৎপাদনকে উৎসাহিত করছে। এর সঙ্গে কিভাবে উন্মুক্ত বিজ্ঞানের অংশগ্রহণমূলক প্রকৃতিকে আরো বাড়ানো যায় তার জন্য কর্মসূচি ঠিক করেছে।

এই অর্থে অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞানের বিশেষত্ব দেখা যায়, যখন কিছু সামাজিক গোষ্ঠীকে বিজ্ঞানীদের সাথে সহযোগিতা করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। তবে, এটি বিজ্ঞানের অধিকার এবং অনুসন্ধানের অধিকারের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞান কার্যকরভাবে উন্মুক্তকরণ এবং মৌলিক মানবাধিকার হিসাবে প্রয়োগ করার জন্য গবেষকরা যে জনগণের টাকায় সংগৃহীত তথ্যের মালিক না তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সর্বোপরি সামাজিক গবেষণায় অংশগ্রহণকারী সম্প্রদায়গুলোকে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যাখ্যা করার অধিকার না দিয়ে শুধু তথ্য সংগ্রহকারীর উপকরণ হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।

নাগরিক বিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ কোনো অংশ নয়। বিপরীতে, জরিপের অভিজ্ঞতাগুলো বেশিরভাগই পরিবেশ বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু বিশ্বের কিছু অঞ্চলে প্রধানত আরও প্রান্তিক পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক কর্মের একটি বৈজ্ঞানিক ধারা তৈরি করার একটি ঐতিহ্য রয়েছে যা কতগুলো পদ্ধতিগত নীতির মধ্যে দিয়ে প্রসারিত করা যেতে পারে। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একগুচ্ছ ব্যবহারিক পদ্ধতি এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমালোচনামূলকভাবে এটি প্রচার করা যেতে পারে যা নাগরিক বিজ্ঞান এবং বহু-বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান বিকাশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের সমষ্টি হিসাবে কাজ করবে।

> গণতন্ত্রীকরণ, তথ্যভিত্তিক ন্যায়বিচার এবং বৈষম্য দূরীকরণ

উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক বিজ্ঞানকে উৎসাহিত করার জন্য তথ্যের অসমতা এবং অসম শক্তির মধ্যেকার সম্পর্ককে বিলুপ্ত করতে হবে। এর সাথে উন্মুক্ত গবেষণা প্রক্রিয়া পরিচালনায় আরও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রয়োজন। আঞ্চলিক তথ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সিএআরই (তথ্যের একত্রিত করার সুবিধা, কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ব ও নীতিশাস্ত্র) নীতিগুলো ঐতিহাসিকভাবে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে

>>

যে শক্তির অসমতা আছে তার বিপরীতে তথ্যের একটি কাঠামোগত ধারণা প্রদান করে, যেখানে একাডেমিক সম্প্রদায় অনান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাজ করতে পারে। তারপরও, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রাসঙ্গিকভাবে মূল্যায়ন এবং তহবিল গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্ম ও প্রণোদনা প্রয়োজন।

প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলের বিজ্ঞানকে উন্মুক্ত করণের ওপর ডিজিটাল অবকাঠামোতে বৈশ্বিক অসামঞ্জস্যতা, জ্ঞান সঞ্চালনের ভাষা এবং একাডেমিক খ্যাতি অবধারিতভাবে প্রভাব ফেলে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, ওয়লারস্টেইনের প্রোগ্রাম এবং উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রকল্পের মধ্যে আলোচনা আজ আরও ফলপ্রসূ হয়ে উঠছে। এই প্রকল্পটি চালিয়ে যাওয়ার জন্য এবং সমগ্র দক্ষিণ বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত বিজ্ঞানের নীতিগুলো ডিজাইন করার জন্য বিজ্ঞান যে উপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে তার কিছু লক্ষণ প্রয়োজন। এমনকি আমাদের একাডেমিক কূটনীতির নতুন ধরনগুলো বিবেচনা করতে হবে যা বৈজ্ঞানিক বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে যেমন জাতীয় পেশাদার সমিতি, আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক, প্রকাশক, ছাত্র, গ্রন্থাগারিক, গবেষক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে একত্রিত করে।

উন্মুক্ত বিজ্ঞানের একটি মূল বিষয় হলো গবেষণা তথ্য উন্মুক্ত করা এবং তথ্য ভাগাভাগি ও পুনঃব্যবহার করার মাধ্যমে এটিকে অবাধে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। কিন্তু এই উন্মুক্ত বিজ্ঞান তথ্যগুলোর আন্তঃকার্যকরিযোগ্যতার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয় না। এর সঙ্গে উন্মুক্ত বিজ্ঞান প্রকল্পের ফলাফলগুলোর সামাজিক প্রয়োগ বা একটি নির্দিষ্ট সমাজের জন্য এটির প্রাসঙ্গিকতারও নিশ্চয়তা দেয় না। তাই একটি মূলধারার কর্যকারী মডেলের ওপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক বিকাশের বিশ্বব্যাপি একটি একাডেমিক সিস্টেমে চালু করা সমস্ত স্তরেই ক্ষতিকারক। সুতরাং একাডেমিক সম্প্রদায়েকে অগ্রসর হওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে গৃহীত বিশ্বাসকে উড়িয়ে দিয়ে অনেক আলোচনার প্রয়োজন।

কোনো সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষের অর্জিত জ্ঞানের উন্মুক্তকরণ আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা গুরুত্বপূর্ণ, যা ইউনেস্কো সুনিদিষ্টভাবে উন্মুক্ত বিজ্ঞান সুপারিশের খসড়াটি যখন বর্ণনা করেছিল, তখন গভীর আলোচনার বিষয় ছিল। ধারণা করা হয় যে, এটি আদিবাসী জ্ঞানের একটি বাধ্যতামূলক উন্মুক্ত করার ইঙ্গিত করে, যেখানে এই উদ্দেশ্যের জন্য আয়োজিত বিশ্বব্যাপি পরামর্শ সভায় স্থানীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা জ্ঞানের উন্মুক্তকরণ প্রক্রিয়াকে সমালোচনা করা এবং সুপারিশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করা হয়েছিল। যার ফলে এটি নতুন প্রকাশভঙ্গিতে পরিচালিত হয়েছিল। কিছু গবেষণা প্রথাগত দেশীয় জ্ঞান আহরণ এবং এর পণ্যায়নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে। যেমন স্টেভিয়া হলো প্যারাগুয়ের গুয়ারানি পরিবারগুলোর দ্বারা উৎপাদিত বুদ্ধিভিত্তিক অবদানের একটি দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা। যেখানে তারা কর্ডিলেরা দে আমাম্বেতে অবস্থিত Kv'Av wn'B (Ka'a He'e) এর অস্তিত্ব, এর মধুর বৈশিষ্ট্য, এটি প্রাপ্তি স্থান এবং এর বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্য আবিষ্কার করেছিল। যেহেতু এই সবজির দখল এবং প্রক্রিয়াকরণ আধুনিক নগরের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারা নির্ধারিত একটি নিয়ম ও পদ্ধতির অধীনে হয়েছিল; তাই এই প্রক্রিয়াটি এই সবজিটিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করায়। যার ফলে এটি শোষণ প্রক্রিয়াকে আরও উৎসাহিত করেছিল। বিজ্ঞানকে অন্যান্য জ্ঞান আরোহণের জন্য উন্মুক্ত করার সময় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ ঘোষণার সুপারিশ (২০০৭) এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞানের ওপর আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজস্ব ও অবিচ্ছেদ্য অধিকারের কথা পুনর্নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

সুতরাং বিভিন্ন স্তরের অ-আধিপত্যবাদী দেশগুলির মধ্যে বিজ্ঞানের নীতিগুলোর স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক সার্বভৌমত্বের আলোচনা এখন মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। উদাহরণস্বরূপ, বাণিজ্যিক প্ল্যাটফর্ম বা প্রকাশকদের দ্বারা তথ্য প্রত্যাবর্তন করা। এর সঙ্গে নিজেস্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালিত সরকারের বৈশ্বিক মানদণ্ড ও স্থানীয় গবেষণার মানগুলোর মধ্যে একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনাই হচ্ছে বিজ্ঞানের সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা। জ্ঞানের বৈচিত্র্যকে বাড়ানোর জন্য আমাদের অবশ্যই অবকাঠামোগত অসমতাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। একইভাবে, আমাদের জ্ঞান তৈরির প্রক্রিয়ায় সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য নীতি তৈরি করতে হবে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ, গোত্র, অক্ষমতা বা লিঙ্গের বৈষম্য দূর করতে হবে। এই অসামঞ্জস্যগুলো বহু ধরনের যেমন সামাজিক, জ্ঞানভিত্তিক। একটি তথ্যগত ন্যায়বিচারের সঙ্গে সংশিষ্ট উন্মুক্ত বিজ্ঞানকে প্রচার করার জন্য আমাদের অবশ্যই এর সমাধানগুলো খুঁজে বের করতে হবে। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য

ফার্নান্দা বেইগেল: <fernandabeigel@gmail.com>
Twitter: @BeigelFernanda

১. এই নিবন্ধের একটি বিস্তৃত ভার্সন শীঘ্রই গোবাল পার্সপেক্টিভস-এ প্রকাশিত হবে (বিশেষ ইস্যু "সোশ্যাল সায়েন্স ইন ল্যাটিন আমেরিকা") ।

> বহুবিধ সমাজবিজ্ঞানের জন্য একটি দক্ষিণী ধারণা

মাহমুদ ধৌদি, তিউনিস বিশ্ববিদ্যালয়, তিউনিসিয়া এবং সমাজবিজ্ঞানের ইতিহাস (আর সি ০৮), ধর্মের সমাজবিজ্ঞান (আর সি ২২) এবং ভাষা ও সমাজ (আর সি ২৫) সম্পর্কিত আই এস এ গবেষণা কমিটির সদস্য।

'টোটাল সোসিওকালচারাল ইনফ্লুয়েন্স' (টি এস সি আই) ধারণা আধুনিক সামাজিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় না। এটিকে এক ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রভাব হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা সমাজ ও সম্প্রদায়ের সব মানুষকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ টি এস সি আই-এর নীতি থেকে সাধারণত কেউ বিচ্যুত হয় না। মূলধারার সমাজতাত্ত্বিক ধারণা থেকে এর অমিল এক জায়গায় আর তা হলো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নীতি থেকে বিচ্যুতি অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্যুতির ওপর অসংখ্য প্রকাশনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রম রয়েছে। মানব সমাজে বাধ্যতামূলক বিচ্যুতির ক্ষেত্রে এটি ভিন্ন। এখানে আমি দু'টি ঘটনা বিশ্লেষণ করছি যেখানে সামাজিক-সাংস্কৃতিক নীতি থেকে বিচ্যুতি ঘটে না। যার একটি তিউনিসিয়ার সমাজে এবং অন্যটি সমস্ত আরব মুসলিম সমাজে। যেমন, টি এস সি আই সম্পর্কে আমার ধারণাটিকে বর্তমানে আলোচিত বহুবিধ সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের অ-উপনিবেশকরন ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। টি এস সি আই সম্পর্কে আমার ধারণাটি নিম্নলিখিত নির্দিষ্ট দু'টি ঘটনার পর্যবেক্ষণের ফলাফল।

> স্ত্রীলিঙ্গের পশু পালন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা

পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, উত্তর-পূর্ব তিউনিসিয়ার (রাস জাবেল, রাফরাফ, ঘর এল মেল, সৌনাইন, এল আলিয়া এবং মেটলাইন শহর) লোকেরা কঠোরভাবে স্ত্রী খচ্চর, ঘোড়া এবং গাধা পালন করে না। এইসব স্ত্রী পশু পালন করাকে সামাজিক কলঙ্ক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই অঞ্চলের সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুসারে যা গ্রহণযোগ্য নয়। এই গভীর এবং বিস্তৃত সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মনীতিই এই শহরের বাসিন্দাদেরকে নির্জীব বস্তুকে নারীসুলভ নামে না ডাকতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, তারা স্ত্রীবাচক শব্দ 'ক্যামিওনেট'কে (ভ্যান) পুরুষবাচক শব্দ 'ক্যামিওন' (ট্রাক) দ্বারা পরিবর্তন করে। এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়মনীতিগুলো এই এলাকার বাসিন্দাদের আচরণকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত করে। ফলে, তারা কেবল পুরুষ খচ্চর, ঘোড়া এবং গাধা পালন করে।

আমি আগেই বলেছি, স্থানীয় সংস্কৃতিতে স্ত্রী পশু লালন-পালন করা কলঙ্কজনক ব্যাপার এবং এমনকি জনসম্মুখে এই স্ত্রী প্রাণিদের নিয়ে কথা বলাকেও নেতিবাচক হিসাবে দেখা হয়। বিব্রত করা থেকে শুরু করে চরম হিংসাত্মক মনোভাব তৈরি করে। স্ত্রী পশু লালন-পালন না করার এই সংস্কৃতি স্থানীয়দেরকে তিউনিসিয়ার বাকি অঞ্চলে এবং এর বাইরেও এই বিষয়ে বিদ্যমান সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়ম-নীতির প্রতি উদাসীন করে তোলে।

এই ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য আমার ধারণা হলো এই অঞ্চলের ভূমি অনেক প্রাণির চাহিদা মেটাতে পারে না। স্ত্রী পশু থাকলে সম্ভাবনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতো এই কথা বাদ দেয়া যাক। তবুও এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের ছোট জমি চাষ করার জন্য এবং ট্রাক্টর, ট্রাক ও গাড়ির অভাব হলে জিনিসপত্র বহন করার জন্য কিছু প্রাণির প্রয়োজন হয়। এই প্রেক্ষাপটে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে শুধু পুরুষ পশু পালন এখানে সেরা কৌশল হয়ে উঠেছে।

> প্রত্যেক পুরুষের খৎনা

পশু পালনের ক্ষেত্রে টি এস সি আই-এর ধারণাটি গোটা আরব মুসলিম বিশ্বে আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিউনিসিয়ার সকল মুসলমানরা সারা দেশে পুরুষ শিশুর খৎনার রীতি পালন করে। অর্থাৎ যেকোনো শ্রেণির (নিম্ন, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত) তিউনিসিয়ান পরিবারের মধ্যে এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। প্রকৃতপক্ষে, খৎনার সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিয়ম থেকে বিচ্যুতির কোনো অবকাশ নেই।

> সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

আমার বিশ্লেষণ এই দু'টি ঘটনার মধ্যে কিছু মিল প্রকাশ করে। প্রথমটি হলো, উত্তর-পূর্ব তিউনিসিয়ার সকল বাসিন্দা স্ত্রী খচ্চর, ঘোড়া এবং গাধা পালন করতে নারাজ আর দ্বিতীয়টি হলো, তিউনিসিয়ান মুসলমানরা পুরুষ শিশুর খৎনা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে, এই দু'টি ঘটনা সাধারণভাবে তিউনিসিয়ার সমাজে এবং বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব তিউনিসিয়ার সম্প্রদায়ের জন্য পুরুষত্বের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

আচরণের ওপর টি এস সি আই একটি নতুন ধারণা হিসাবে আবির্ভূত হয়, যা সমসাময়িক পশ্চিমা সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যে খুব কমই পাওয়া যায়। প্রয়াত ইমানুয়েল ওয়ালেরস্টেইন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানে লেখার সময় টি এস সি আই-এর ধারণাকে স্বীকৃতি দিতে পারেননি। তিনি মনে করেন, 'আমরা এভাবে বলতে পারি যে, সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক নিয়মনীতিগুলো (সকল স্তরের) কখনই সম্প্রদায়ের সকল সদস্যদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পালন করা হয় না।'

তার এই দাবি তিউনিসিয়ার সমাজ এবং আরব মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটায় না, যা এই নিবন্ধে উদাহরণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আরব মুসলিম এবং পশ্চিমা সমাজের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক পার্থক্য বর্তমানে আলোচিত বহুবিধ সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের অ-উপনিবেশকরন ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যেটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, সমাজবিজ্ঞানীরা প্রশ্ন করতেই পারেন, টি এস সি আই কি অনারব মুসলিম সমাজে প্রয়োগ করা যেতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, পূর্বে উল্লেখিত উদাহরণে টি এস সি আই এর কারণগুলো বোঝা এবং ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। বিশেষ করে, নৃবিজ্ঞানী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে। এই ধাঁধার উত্তরের জন্য মানব সমাজের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামো নিয়ে গবেষণা প্রয়োজন। এই উদাহরণগুলো এই নিবন্ধের মূল অনুমিত ধারণার বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রকাশ করে এবং তিউনিসিয়ান ও আরব সমাজের ওপর অনিবার্যভাবে টি এস সি আই এর ওপর জোর দেয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য : মাহমুদ ধৌদি <m.thawad43@gmail.com>

> ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান

এবং সমসাময়িক সভ্যতার সংকট

সাধারণ পরিষদের ঘোষণা
ল্যাটিন আমেরিকান সোসিওলজিক্যাল এসোসিয়েশন (এএলএএস)
৩৩ তম ল্যাটিন আমেরিকান কংগ্রেস অব সোসিওলজি।

*নিউক্লিয়াস অফ স্টাডিজ ইন সোশ্যাল থিওরি অ্যান্ড ল্যাটিন আমেরিকার (*NETSAL-IESP/UERJ*) সোশ্যাল মুভমেন্টস পালনের উদ্দেশ্যে ইলাস্ট্রেশনটি তৈরি করেছেন ব্রাজিলের চিত্রশিল্পী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রিবস (*https://twitter.com/o_ribs *এবং* https://www.instagram.com/o.ribs/*)। কৃতজ্ঞতা: রিবস, ২০২১ ।*

বর্তমান বৈশ্বিক বিশৃঙ্খলার প্রেক্ষিতে, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ানরা একদিকে সমাজের জন্য প্রভাবশালী সেক্টরের প্রকল্পের অগ্রগতি এবং এর অভ্যন্তরীণ সহযোগিদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করছে। আবার অন্যদিকে, একটি বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর দাবি-দাওয়ার সম্মুখীন হচ্ছে, যাদের জীবন চরম অনিশ্চয়তায় ভরপুর। প্রান্তিক সমাজগুলোকে বিশ্ববাজারে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে একটি নতুন রূপের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদ সঞ্চয়ের একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছে। দৈনন্দিন জীবন এবং উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রযুক্তিগত অগ্রগতির দ্রুত সংযোজন এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যা আমাদের প্রান্তিক সমাজগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজারে ধ্বস নামায়। কারণ তারা একটি আধুনিক বিশ্বায়িত খাতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈ তৈরি করে এবং ভোক্তাদের মধ্যে একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই পদ্ধতির গ্যাড়াকলে তাদের কার্যকারিতা হারায় (বিশেষত যাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এখনো গতানুগতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিদ্যমান অথবা যারা অনানুষ্ঠানিক চাকরি করে বা ে যেমনটা দেখা যায় আধুনিক খাতের নিম্ন মজুরির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে)।

আমরা সভ্যতাগত এবং পদ্ধতিগত গভীর সংকটের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তও মোকাবেলা করছি, যেখানে জলবায়ু এবং পরিবেশগত জরুরি অবস্থা,

>>

গণতন্ত্র এবং অধিকারের জন্য বিপর্যয়, অঞ্চলগুলোর সামরিকীকরণ, এবং খাদ্য, শক্তি, অভিবাসন ও নৈতিক-রাজনৈতিক সংকটগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নব্য উদারনীতিবাদের কয়েক দশকে জনসাধারণের পরিষেবাগুলো ভেঙে পড়েছে এবং এই মতবাদটি অর্থনীতির বাইরেও ব্যক্তি এবং সমষ্টিগত বিবেক এবং ব্যক্তিত্বকে দৃঢ়ভাবে সম্পৃক্ত করেছে। একই সময়ে আমাদের সমাজগুলো তীব্র বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে যা কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

> নতুন ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে ল্যাটিন আমেরিকা

এই পরিস্থিতিতে আমাদের অঞ্চলটি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রকল্পের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে যা সঞ্চয়ের একটি নতুন নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করে। একইসঙ্গে নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা তৈরি করে, যা আমাদের সময়ের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরতে সাহায্য করবে। একদিকে বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যের দুর্বলতা, এবং অন্যান্য প্রভাবশালী শক্তির উত্থান, বিশেষ করে চীনা আধিপত্যের কারণে বৈশ্বিক কর্তৃত্বের বিবাদ আমাদের অঞ্চলকে নতুন চাপের সম্মুখীন করে। অন্যদিকে ফুঁসে ওঠা ক্ষোভ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন বিশেষত নারীবাদ, পরিবেশবাদ, যুব স্বার্থ, বর্ণবাদ বিরোধী এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের দাবিসমূহ ক্রমবর্ধমান আলোচিত হওয়ার ফলে সমাজকে একটি ভিন্ন রূপ দিতে তৎপর হয়ে উঠেছে। এইভাবেই বস্তুগত কল্পরাজ্যের উপর ভিত্তি করে পরিবেশগত-সামাজিক উত্তরণের নতুন নীতি এবং সম্ভাবনা এই অঞ্চলগুলোতে প্রতিবাদ এবং নিত্যদিনের বিবাদে রূপ নিয়েছে।

যাই হোক, বিরোধী শক্তিগুলোর মধ্যকার এই প্রতিযোগিতা অসম। উল্লেখযোগ্য বিকল্প থাকার পরেও দেশগুলোতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা আরও প্রবল হয়েছে। এমনকি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার পরেও ক্ষমতার ধারণাটি আধিপত্যবাদী রয়ে গেছে। যা পুঁজিবাদ এবং নব্য উদারবাদী আদর্শ দ্বারা পরিচালিত আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলোতে ফুটে ওঠে। যদিও তাদের ফলাফল তাদের ব্যর্থতারই প্রমাণ দেয় এবং মানবতার বিপর্যয়ের নিন্দা করে। এটা স্ফীত প্রত্যাশার মাধ্যমে শক্তি অর্জন করা জনপ্রিয় রাজনৈতিক শক্তিগুলোর উপর চ্যালেঞ্জ আরোপ করে এবং সীমা নির্ধারণ করে দেয়। ফলে তারা এমন দুইটি শক্তির সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, যারা তাদের আধিপত্যের হ্রাস দেখতে প্রস্তুত নয় এবং তাদের সমর্থনকারী সেক্টরগুলো প্রায়শই তাদের প্রত্যাশার অপূর্ণতায় হতাশ হয়।

> সমসাময়িক ল্যাটিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে আমরা এমন এক নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে আছি যেখানে অধিকাংশ জনগণের ভাগ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এই প্রক্রিয়াটিকে চিহ্নিত করা, এর পরিণতিগুলো অধ্যয়ন করা, এর ভবিষ্যত বিবর্তনকে কল্পনা করা এবং বিশদভাবে প্রস্তাবগুলো তুলে ধরা সমাজবিজ্ঞানের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যেহেতু এই পরিস্থিতি নজিরবিহীন, ল্যাটিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানের উচিত জরুরি ভিত্তিতে শক্তিশালী একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক, তাত্ত্বিক, পদ্ধতিগত, এবং প্রযুক্তিগত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে উদ্যোগী হওয়া। ল্যাটিন আমেরিকার সমাজবিজ্ঞান ঐতিহাসিকভাবে এই কাজটিই করে আসছে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের স্মরণ করা উচিত যে এখানকার উদ্ভাবনগুলো ফলপ্রসূ প্রবন্ধিক শৈলী থেকে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজবিজ্ঞানে রূপান্তরকে চিহ্নিত করেছিল। যেমন, প্রতিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞান এবং কার্যকর গবেষণার মাধ্যমে আধুনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া, নির্ভরশীলতা তত্ত্ব এবং রাজনৈতিক বাস্তুসংস্থান দ্বারা উন্নয়নমূলক তত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, নারীবাদী তত্ত্বের জ্ঞানীয় উদ্ভাবন বা সামাজিক আন্দোলনের ব্যাখ্যার জন্য ল্যাটিন আমেরিকান প্রস্তাবনা যা পশ্চিমা বিশ্বের আধিপত্যবাদী তত্ত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। সামাজিক পরিবর্তনে সাড়া দেওয়া এই উদ্ভাবনগুলোকে আমরা পুনঃভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এই মূহুর্তে জটিল বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থা অনুধাবন ও বিশ্লেষণের জন্য সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক পরিবর্তনগুলো শনাক্ত করা প্রয়োজন। জলবায়ু, দারিদ্র্য, উন্নয়ন মডেল, সামাজিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক এবং পরিচয়ের রূপান্তর বা ঔপনিবেশ সম্পর্কিত জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করার জন্য এএলএএস এর কার্যকরী দল এবং আমাদের মূল বিতর্কের অগ্রাধিকার অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক পুনর্গঠন করার প্রয়োজন আছে কিনা তা আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করতে হবে।

এই রচনায় সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান সমাজের আমূল পরিবর্তন যা ল্যাটিন আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানকে পুনরুজ্জীবিত করতে উত্সাহিত করে এবং একই সাথে আমাদের সমস্ত সমালোচনামূলক উত্তরাধিকারকে উদ্ধার করে যা সত্তর বছর ধরে বিভিন্নভাবে এএলএএস-কে সাহায্য করেছে। এই পরিবর্তন বোঝার জন্য আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, অনুধাবনের সক্ষমতা এবং পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনতে হবে। এছাড়াও আমাদের অবশ্যই সমাজবিজ্ঞান, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের অঞ্চল এবং সমগ্র বিশ্বে হুমকি, প্রতিশোধ, কারাবাস এমনকি হত্যার শিকার হওয়া সমাজবিজ্ঞানীদেরকেও জোরালোভাবে রক্ষা করতে হবে। আমরা তাদের সকলের সঙ্গে একাত্ম পোষণ করছি এবং আমাদের সমাজবিজ্ঞানের রূপান্তরমূলক কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য যৌথ ও আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের আহ্বান জানাচ্ছি।

এই ঘোষণাটিতে দেশগুলোর বা লেখকদের নাম উল্লেখ না করে এড়িয়ে যাওয়া হলেও মহান মেক্সিকান সমাজবিজ্ঞানী এবং এএলএএস-এর প্রাক্তন সভাপতি পাবলো গনজালেজ ক্যাসানোভা একমাত্র ব্যতিক্রম, তাঁর শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই পরিষদ শ্রদ্ধা জানায়। একজন সক্রিয় সমাজবিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর মহান জীবনাদর্শ ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। ■

মেক্সিকো সিটি, আগস্ট ১৯, ২০২২

> খণ্ডিত ব্রাজিল

এলিসিও এস্টান্‌ক, কোইম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয়, পর্তুগাল; সামাজিক শ্রেণি ও সামাজিক আন্দোলন গবেষণা কমিটির (আরসি ৪৭) সদস্য এবং **অগ্নাল্ডো দি সোজা বার্বোসা**, সাও পাওলো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাজিল।

একটি জনপ্রিয় পাড়ায় কাপড়ের মাঝে ঝুলছে ব্রাজিলের পতাকা।
কৃতজ্ঞতা: চার্ল ডুরান্ড, পিক্সেল।

ব্রাজিলের সামাজিক বিভাজনগুলো সুপরিচিত। তবে নির্বাচনী বিরোধের সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে তিনটি মাত্রা (ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক) বিবেচনা করা প্রয়োজন যা একজন আন্তর্জাতিক পাঠককে দেশটি যে বৈপরীত্য এবং চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে তা বুঝতে সাহায্য করতে পারে।

> ঐতিহাসিক দিক

ধর্মপ্রচারের প্রথম মিশনের ৫০০ বছরেরও বেশি সময় পরে, দাস বাণিজ্যের নৃশংস প্রভাব এবং ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ব্রাজিলীয় অভিজাতদের জন্ম দিয়েছিল। যার সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের কারণে প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের পর, অভিজাত শ্রেণির বিভিন্ন অংশের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়া ছিল সাম্রাজ্যের বন্ধুর কাল (১৮৮২-১৮৮৯)। যার ফলে সত্যিকারের জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পরিচালনা পর্ষদের সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশের সমর্থনে প্রথম প্রজাতন্ত্রের উত্থান ঘটেছিল। জনপ্রিয় শ্রেণিগুলোকে বাদে এখনও যারা দাসপ্রথার বিলুপ্তিতে (১৮৮৯) অসন্তুষ্ট। একই সময়ে, প্রধান জমির মালিকদের সাথে যুক্ত 'করোনিলিসমো' -এর ঘটনাটি এমন একটি প্রবণতাকে শক্তিশালী করেছে যা বিংশ শতাব্দীতে গেতুলিও ভার্গাস কর্তৃক প্রচারিত পরিবর্তনের আগ পর্যন্ত ব্রাজিলের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এই পালাক্রমে নতুন শিল্প-বুর্জোয়া যা ১৯২০ এর দশক থেকে প্রসারিত হয়েছে পুরানো জমিদার এবং কফি বাগান মালিকদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে শোষণমূলক 'স্ট্যাটাস' পেয়েছে এবং 'করোনিলিজম' এর কর্তৃত্ববাদী নীতি গ্রহণ করেছে। এটা সত্য যে, প্রথম গেটুলিও ভার্গাস সরকারের (১৯৩০-১৯৪৫) পরে ব্রাজিলে শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ঢেউ ঘটে যা জাতিকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। যাই হোক, নতুন অভিজাত উদ্যোক্তাদের পক্ষে গেটুলিওর উন্নয়নবাদী শক্তি সত্ত্বেও, সামরিকবাদ অভিজাত শাসক শ্রেণির উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে নির্ধারণ করতে থাকে; যার পরিণতি রাষ্ট্রপতির আত্মহত্যা (১৯৫৪) এবং পরে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ (১৯৬৪)।

> আর্থ-সামাজিক দিক

আর্থ-সামাজিক স্তরে, সত্তর ও আশির দশক সামাজিক আন্দোলনগুলোকে ব্রাজিলের রাজনৈতিক দাবিতে রূপান্তরিত করেছিল। যার মধ্যে সামরিক শাসনের অবসানের পথ প্রশস্ত করে এমন নতুন একতাবাদও ছিল। যেখানে লুলা দা সিলভা ছিলেন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। বিদ্রোহের তরঙ্গ সেই সঙ্গে সামাজিক দাবিগুলোকে–যা লুলা দা সিলভা পরবর্তীতে কার্যকর করেছিলেন, এমন একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল যে তা গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছিল। তারপরেও, 'লুলিস্ট' জয়ের ধাক্কা কলর ডি মেলোর সঙ্গে সুবিধাবাদের বিজয়ে অবদান রেখেছিল–যা ব্রাজিলিয়ান (মধ্যবর্তী-ডানপন্থী) সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং ফার্নান্দো হেনরিক কার্ডোসোর উত্থানকে সম্ভব করেছিল। যাই হোক, সরকারের একটি সফল সময়ের পর, 'বাস্তব পরিকল্পনা' (আর্থিক সংস্কার যা নতুন মুদ্রার প্রবর্তন করেছিল)-এর পরিপ্রেক্ষিতে নব্বই দশকের শেষে দৃশ্যমান হওয়া অর্থনৈতিক স্থবিরতা, উচ্চ বৈদেশিক ঋণ এবং কর নীতি যা আর্থিক পুঁজিকে বাড়িয়েছিল; সামাজিক অস্থিতিশীলতা, অনানুষ্ঠানিক শ্রম ও অল্প মুজুরির দিকে নিয়ে গিয়েছিল এবং বৈষম্যে বাড়িয়েছিল।

> রাজনৈতিক দিক

সমকালীন ব্রাজিলীয় সমাজের রাজনৈতিক মাত্রা একটি বিভাজনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে রাজনৈতিক-নির্বাচনী ক্ষেত্র কার্যত মাঝ বরাবর বিভক্ত। এক্ষেত্রে ব্রাজিলের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূক্ষ্ম বিষয়গুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। মতাদর্শগুলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা তৈরি করে যা নামে মাত্র রাষ্ট্রপতিপন্থী নয় বরং তথাকথিত 'রাষ্ট্রপতিপন্থী জোট' –যেটি একটি অলিখিত নিয়ম তৈরি করে যেখানে রাষ্ট্রপতির স্থিতিশীলতা মূলত সংসদীয় চুক্তির উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক সিসেরো আরাউজোর ভাষায়, এটি এক ধরনের 'অদৃশ্য কার্যালয়' যা ফার্নান্দো হেনরিক কার্ডোসোর সময় থেকে 'অনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রের ক্ষমতার সমান্তরাল ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, যা সরকারি সমস্ত কাজের সঙ্গে জড়িত। এটি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব (সকল স্তরে) ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে একটি অপ্রীতিকর সম্পর্ক তৈরি করেছে। এবং বিশেষ করে যেটি জনসাধারণের সম্পদের সঙ্গে বেশি যুক্ত ও নির্ভরশীল। এছাড়া, রাষ্ট্রপতি, ফেডারেল কংগ্রেস, রাজ্য গভর্নর, রাজ্য কংগ্রেস এবং আইনসভার সাধারণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্রাজিলে ভোটদানে একযোগে একাধিক ব্যালট অন্তর্ভুক্ত থাকে। এর জন্য এই সময় একাধিক স্বাক্ষাতের

>>

মাধ্যমে অন্তহীন দর কষাকষি ও লেনদেন হয়। অন্য কথায়, এখানে অসাধু পন্থা অবলম্বন করা সহজ এবং এটি রাজনৈতিক দল এবং গণতন্ত্রকে কলুষিত করে।

> কলুষিত নির্বাচন

সাম্প্রতিক নির্বাচনী বিতর্কে পুরনো বিভাজনের প্রতিফলন ঘটেছে। প্রকৃতপক্ষে, এটি 'মতাদর্শের বিতর্ক' থেকেও বেশি, এটি নির্বাচনী আধিপত্যের জন্য প্রতিকুল ছিল। যার একটি নজর ছিল কৌশল ও জোটের উপর এবং অন্যটি ভোটের উপর। স্বার্থের বৈরিতাকে একটি ম্যানিচিয়ান আখ্যানে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে ক্রমাগত চাপ দিতে হবে। সুতরাং, এটি প্রতিপক্ষের একটি কুচক্রী পরিকল্পনা, যা উভয় পক্ষ থেকে অনুমান করা যায়, যা সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারাভিযানের নির্ধারক হিসাবে ঘৃণাকে স্থান দিয়েছে। সিরো গোমেস ও সিমোন টেবেট-এর (প্রথম রাউন্ডে মাত্র ৭.২%) 'তৃতীয় উপায়' বাতিলের মুখোমুখি হয়ে বলসোনারো ও লুলা তৃণমূলকে সংগঠিত করেছিলেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধে ব্রাজিল জাতি ও জনগণের সঙ্গে অসদুপায়ের অভিযোগ এনে নিরপেক্ষ ভোটাদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন। ইউরোপের মতো, ভয় ও অসন্তোষের বর্ণালী আজ নির্বাচনী অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

> প্রতিহিংসা এবং অভ্যুত্থান প্রশমন

ওয়ার্কার্স পার্টির বিরোধীদের গভীরতম আবেগের মাধ্যমে গণমাধ্যম, ধর্মপ্রচারক চার্চ ও আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমের (যেমন, হোয়াটসঅ্যাপ) সাহায্যে প্রধান অর্থনৈতিক স্বার্থ (বিশেষ করে; কৃষি ও ব্যবসায়িক খাত) চালিত হয়েছে, যা শুধু ওয়ার্কার্স পার্টি এবং লুলা দা সিলভার বিরুদ্ধেই নয় আঞ্চলিক (শ্রেণিগত) আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। এবং এসব কিছুর বিরুদ্ধে বামপন্থী, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট ইত্যাদি বলা যেতে পারে। আসন্ন অর্থনৈতিক পতনের উদ্বেগের কারণে সাধারণ মানুষ ও সুশীলদের বোধ-বুদ্ধি কার্যত স্থবির হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে, বলসোনারো জ্বালানির দাম স্থির রাখার জন্য ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন; এমনকি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বন্ধক রেখে হলেও। তা সত্ত্বেও, এ উদ্যোগ অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছিল। এই কারণে, লুলা দা সিলভা ভবিষ্যৎবাণী দিতে খুব বেশি সময় নেননি। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যখন ব্রাজিলিয়ানরা বিশেষ করে, দরিদ্ররা তাদের 'সুবর্ণ দশক' যাপন করেছিল, তখন তার প্রথম সরকারের সাফল্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। প্রাক-নির্বাচন পর্বে অভ্যুত্থানের হুমকি দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ ছিল কিন্তু তারপর বিচার বিভাগের প্রধান সংস্থাগুলো (বিশেষত উচ্চতর নির্বাচনী আদালত এবং এর প্রেসিডেন্ট আলেকজান্দ্রে দে মোরেস) অভ্যুত্থানের প্রতিবন্ধক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং সশস্ত্র বাহিনির অধিকাংশ প্রগতিশীল অংশ পরিচালনার জন্য ছায়া হয়ে ছিলেন।

> রাস্তা অবরোধ এবং স্বাভাবিকীকরণ

অবশেষে, লুলা দা সিলভার বিজয়ের পর ব্রাজিলের সমাজে প্রবল উত্তেজনা দেখা দেয়। পরাজিত প্রার্থী পরাজয় স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ফলাফল ঘোষণার পর দুই দিনেরও বেশি চুপচাপ থাকেন। প্রধান মহাসড়কগুলোতে শত শত অবরোধ এবং আইনসভার শুরুর দিকে ব্রাসিলিয়াতে তিনটি সরকারী ভবন ধ্বংসের মাধ্যমে মৌলবাদীরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। একদিকে গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লুলার রাষ্ট্রপতি পদে প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে বিদ্বেষপূর্ণ ক্ষোভ এবং অন্যদিকে বিচার ব্যবস্থার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করা হয়েছিল। বলসোনারিজমের সাথে যুক্ত সশস্ত্রবাহিনির কৌশলগতভাবে সংঘটিত অপরাধের বিভিন্ন প্রমাণ এখন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। কিন্তু বিষয় হলো ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন এবং বিরোধী ও প্রতিবাদকারীদের শান্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। দেরিতে এবং অবিশ্বাস্যভাবে - সবচেয়ে উগ্র আত্মাকেও শান্ত করেছে, যখন প্রাতিষ্ঠান গুলোর কার্যক্রম শুরুর প্রস্তুতি স্বাভাবিকীকরণ-এর নির্দেশ করে। যা প্রত্যাশিত একটি প্রতিশ্রুতিশীল নতুন যাত্রা শুরু করে। এটি একটি কঠিন কাজ হবে, তবে অসম্ভব নয়। ■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :

অগ্নাল্ডো দি সোজা বার্বোসা : <agnaldo.barbosa@unesp.br>
এলিসিও এস্টান্‌ক : <elisio.estanque@gmail.com> টুইটার : @ElisioE

> ইরান : এটি কোনো প্রতিবাদ নয়, বরং একটি বিপ্লব

ইরানিয়ান ভয়েসেস

"নারী, জীবন, স্বাধীনতা", স্লোগান সহ ইরানের বিক্ষোভের সমর্থনে রাস্তার বিক্ষোভ, ২০২২। কৃতজ্ঞতা: ফ্লিকার।

২০২২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর সাক্কেযের ২২ বছর বয়সী কুর্দি-ইরানিয়ান মেয়ে মাহসা আমিনিকে তার অসংলগ্ন পোশাকের জন্য তথাকথিত নৈতিকতার পুলিশ তাকে তেহরানে গ্রেপ্তার করেছিল। ধারণা করা হয়, পুলিশি হেফাজতে অকথ্য নির্যাতনে হাসপাতালে কোমায় শুয়ে তিনদির পর আমিনি মৃত্যুবরণ করে।

আমিনির মৃত্যু সমগ্র ইরান জুড়ে প্রতিবাদের একটি নতুন ঝড় তুললো যা শুধু জেন্ডার বিভাজনের অবসান নয় বরং ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের পতনেরও আহ্বান জানায়। ইরানি শাসকদের অনেক খারাপ কাজ ও সংস্কারবাদীদের প্রতি অবিশ্বাসের কারণে, বিক্ষোভকারীরা আর কোনো ধরনের সংস্কারে বিশ্বাস করে না। তারা একটি বিপ্লবের জন্য মরণপণ লড়ে যাচ্ছে।

> ইরানে প্রতিবাদের ঝড়

সম্প্রতি প্রতিবাদ আন্দোলনের অংশ হিসেবে, স্বল্পবয়সী অনেক মেয়ে ও মহিলা তাদের মাথার স্কার্ফ খুলে ফেলেছে এবং তাদের দেহের উপর রাষ্ট্র নির্ধারিত পর্দা ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে একটি ইচ্ছাকৃত চিহ্ন হিসেবে সেগুলো জনসম্মুক্ষে পুড়িয়েছে। যদিও মেয়েরা বিগত চার দশক ধরে প্রতিবাদের ক্ষেত্রে একটি সক্রিয় ও অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে যখন মেয়েরা আইনের মাধ্যমে পর্দা বাধ্যতামূলক করার সরকারি পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিল এর বিপ্লব ছাড়া জেন্ডার বিষয়টি কখনো স্বয়ং প্রতিবাদের ইস্যুতে পরিণত হয় নি। সম্প্রতি প্রতিবাদ আন্দোলনে ছাত্ররা প্রথম যে বিষয়টি দাবী করেছিল তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়াতে জেন্ডার বিভাজন বিলোপ করা।

যদিও জনসম্মুক্ষে যুবতী মেয়েদেরকে প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। প্রতিবাদের কেন্দ্রীয় বার্তা হিসেবে শক্তিশালী স্লোগান হচ্ছে, 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা', জন সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক উৎপাদনে নারী ও জেন্ডারের প্রধান প্রতীক এবং জেন্ডার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে এজেন্ডা হিসেবে রয়েছে।, তবে প্রতিবাদকারীরা ও তাদের দাবিসমূহ বিভিন্নমুখী এবং নারী ও জেন্ডারে তা সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিবাদসমূহ জেন্ডার নির্বিশেষে বিভিন্ন প্রজন্মের, সামাজিক, জাতিগত, ধর্মীয় ও ভৌগলিক এলাকার ইরানিদেরকে অনন্যভাবে একত্রিত করেছে। দেশের সমস্ত এলাকা থেকে পুরুষ, ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার, মার্চেন্ট, শ্রমিক অথবা সাধারণ ও বেসামরিক রক্ত দাতারা বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন। এর ফলে, আমরা একটি খুব বড় সামাজিক আন্দোলন প্রত্যক্ষ করলাম।

অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে পর্দার উদ্বেগজনক ইস্যুটি অন্যতম যা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র সমাধান করতে ব্যর্থ হয়। এর ইসলামিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রাখার জন্য রাষ্ট্র বিভিন্ন বিষয়ে যেমন, বাধ্যতামূলক পর্দা এবং জেন্ডার বিচ্ছিন্নতা একটি শক্ত অবস্থান নেয় এবং এটি নিজেই নিজেকে একটি অচালাবস্থায় ফেলে দেয়। কোনো ধরনের আপোষমূলক সমন্বয় অথবা আইনি পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয় –যদিও ইরানের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা বাধ্যতামূলক পর্দার বিরোধিতা করছে।

অনেক রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাদাচরণ এবং শাসকদের অব্যবস্থাপনার উদাহরণসমূহ অনেক ইরানিদের অসন্তোষ, হতাশা, এবং নিরাশার সাথে যোগ হয়েছে। কতিপয় বিষয় যেমন বেকারত্ব, পেট্রোলের দাম বৃদ্ধি, খারাপ জলের সমতা, বায়ু দূষণ এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তারা ২০১৭, ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবাদ করেছিল। মাহসা আমিনির মৃত্যু ছিল ইরানিদের মোহভঙ্গের শেষ খবর।

প্রতিবাদকারীরা ব্যবস্থার সংস্কার বা স্থায়ীত দাবি করছে না; এমনকি তারা কোনো ধরনের সংস্কারে বিশ্বাস করে না। ১৯৯০ এর শেষ এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের সবুজ আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময় আইন, রাজনৈতিক সংস্কার এবং মেয়েদের অধিকার পরিবর্তন বিষয়ে একটি প্রাণবন্ত বিতর্ক লক্ষ্য করছে; কিন্তু নিষ্ঠুর দমন-পীড়ন, গ্রেপ্তার, গৃহবন্ধী, নির্যাতন এবং বহু সংস্কারবাদী ব্যক্তির জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের সাথে সাথে সংস্কারের যুগটি একটি সম্পূর্ণ স্থবিরতায় পরিণত হয়েছে।

>>

> আমরা আর এখন ভীত নই, আমরা লড়াই করব

গোলাম হোসেইন মহেসেনি-ইজেই, বিচারবিভাগের প্রধান, ২০২২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'আমি প্রস্তুত। চলো আলাপ করি। যদি আমরা ভুল করে থাকি, আমরা তা সংস্কার করতে পারি।' বলে আন্দোলনকারীদের একটি টেবিলে কথা বলার জন্য আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু প্রতিবাদকারী তাঁর উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করে এটা মনে করে যে এটা বেঈমানি করার আরেকটি কৌশল। তারা এর প্রতি উত্তরে এই ধরনের স্লোগান দেয় : 'এটা একটি প্রতিবাদ নয়, এটা একটি বিপ্লব।'

বিক্ষোভকারীরা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের অবসানের জন্য বড় ধরনের ডাক দেয়। তারা বার বার বলতে থাকে 'স্বৈরাচারের মৃত্যু' অথবা 'খামেনির মৃত্যু' এবং তাদের নির্ভীকতা ও সঙ্কল্পকে বোঝানোর জন্য তারা দেয়ালে ও ব্যানারের উপর লেখে 'আমরা আর এখন ভীত নই, আমরা লড়াই করব।' তারা দাবী করে তারা একটি বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছে যা তৈরি হচ্ছে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিহ্নসমূহ ধ্বংস করা বা পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এর মধ্যে পুলিশ ও বাসিজ স্টেশন, রাস্তার চিহ্নসমূহ যেমন 'ইসলামিক প্রজাতন্ত্র সড়ক' অথবা 'প্যালেস্টাইন', ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রুহোল্লাহ খোমেইনি অথবা ইসলামিক রেভুল্যাশনারি গার্ড করপ্স (আই আর জি সি) কম্যান্ডার কাসেম সোলেইমানির মূর্তির এর সাথে সাথে খোমেনি এবং বর্তমান ধর্মীয় নেতা আলী খামেনেই এর ব্যানার ও ছবিসমূহ।

প্রথম তিন সপ্তাহে ইরানি সরকার তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় আশ্চর্যজনকভাবে খুবই ধীর ও দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। এর কারণ ছিল তখন সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নিউ ইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন চলছিল অথবা খামেনির নীরবতা ও জনগণের কাছ থেকে আড়ালে চলে যাওয়া।

প্রতিবাদ আন্দোলনের মধ্যে রাষ্ট্র বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে অথবা পদক্ষেপ নিয়েছে যা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব পরায়ণ প্রকৃতিকে নির্দেশ করে। এইগুলোর মধ্যে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয়া; সরকারের পক্ষে বিশালাকারের মিছিলের আয়োজন করা; রাবার বুলেট ও পেইন্টবল বিক্ষোভকারীদের প্রতি নিক্ষেপ করা; বিক্ষোভকারী ও আর্টিস্টদের গ্রেপ্তার করা; প্রতিবাদকারীদের সম্মান হানি করা; বিক্ষোভ করার জন্য বিক্ষোভকারীরা যে সমস্ত গাড়ীর হর্ন ব্যবহার করত সে সমস্ত গাড়ী ধ্বংস করা; ইরানি প্রবাসীদের নিন্দা করা; প্রতিবাদের জন্য বিদেশি শক্তিকে দায়ী করা এবং তথ্য, স্লোগান, এবং ঘটনার ভুল উপস্থাপন করা।

এমনকি রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা যেমন গার্ডিয়ান কাউন্সিল এবং বিশেষজ্ঞ মণ্ডলীর সদস্য আহমাদ খাতামি অথবা ইরানি আই আর জি সি এর কম্যান্ডার হসসেইন সালামি প্রতিবাদী ইরানীদের ভয় দেখিয়েছিল ভয়ংকর শাস্তির যেমন মৃত্যুদণ্ড, প্রতিবাদ তাতে থেমে যায় নি; এমনকি কয়েদিদের উপর নির্যাতন, ধর্ষণ ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রথম ঘটনা জনসম্মুখে আসার পরও।

ইরানে বিক্ষোভ আন্দোলনের প্রথম কয়েকমাস অতিক্রম করার পরও বিক্ষোভ কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার এখনও সময় আসেনি। এটা দেখা এখনও বাকি আছে যে নিশ্চুপ এবং অনুপস্থিত ইরানীয়ানরা এবং ভিন্নমত পোষণকারী ধর্মীয় গুরুর বেশিরভাগ মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে কিনা। ইতোমধ্যে নেতাদের একটি দল তৈরি হচ্ছে, এবং একটি কার্যকর উৎখাতের পরের জন্য বিক্ষোভকারীরা সংগঠন ও জোট গঠন এবং সুনির্দিষ্ট দাবী তৈরি করতে শুরু করেছে। আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের দৃশ্যমানতার প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করার পর, দ্বন্দ্ব বাকি বিশ্বে মাঝেমাঝে একটি রুটিনে এবং খবরে পরিণত হয়েছে। এটা দেখা এখনও বাকি আছে যে আন্দোলনটি কি পুনরায় দেখা দিচ্ছে এবং আর্ন্তজাতিক সম্প্রদায়ের অর্থাৎ ইরানীয়ান সরকারের অবস্থান কি হবে।■

সরাসরি যোগাযোগের জন্য :
গ্লোবাল ডায়ালগ সম্পাদকদের <globaldialogue.isa@gmail.com>

GLOBAL DIALOGUE

ISA International Sociological Association

https://globaldialogue.isa-sociology.org/
@isagdmag
www.isa-sociology.org